পথ ও পাথেয়

اهدنا الصراط المستقيم

(হে আল্লাহ্ ।) "আমাদিগকে সোজা পথে অর্থাৎ যাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছ, তাহাদিগের পথে চালাও ।"—কোরআন শরীফ ।

"মৃত্যু অলক্ষিতভাবে, হঠাৎ আসিয়া, মানুষকে এই সংসার হইতে লইয়া যাইবে । ইহা ভাবিয়া যে ব্যক্তি বাঁচিয়া থাকিবার কালে বিশেষ যত্নের সহিত পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করিয়া লইতে সর্ব্বদা তৎপর থাকে, সেই ব্যক্তিই বুদ্ধিমান ।"——ইমাম গাজ্জালী
"সৌভাগ্য স্পর্শমণিতে ।

শেখ ফজলল করিম সাহিত্য-বিশারদ
প্রণীত ।

১৩২৫

THE NOOR LIBRARY
PUBLISHER,
CALCUTTA.

মূল্য এক টাকা ।

প্রকাশক—

মঈন উদ্‌দীন হোসায়ন বি, এ,

নূর লাইব্রেরী,

১২।১, সারেঙ্গ লেন, তালতলা,

কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা ৯১।২, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট,

“নববিভাকর যন্ত্রে”

শ্রীকপিলচন্দ্র নিয়োগী দ্বারা

মুদ্রিত।

উপহার পৃষ্ঠা

আমার

....

....কে

....

....

....

তাং } ....

মা!

শান্তি-পথের পথিক,

প্রেরিতপুরুষ ও মহর্ষিগণের

এই

পুণ্য-আখ্যায়িকাবলী

তোমাকে

উৎসর্গ করিয়া

ধন্য হইলাম।

অধম সন্তান।

সূচীপত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অবতরণিকা

জ্ঞানিগণ বলিয়াছেন,—"কুল্লো শায়ইন্ ইয়ার্জিউ এলা আস্‌লেহি" অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুই তাহার মূলের দিকে পরাবৃত্ত হইয়া থাকে। ইহা পরীক্ষিত সত্য।

কার্পাস বস্ত্রকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেল, বিধূনিত কর, দেখিবে,—যে কার্পাস সেই কার্পাস। এ সম্বন্ধে এখানে অধিক কথা বলিবার স্থানাভাব।

কে আমি—কোথায় ছিলাম—কোথায় আসিয়াছি, কে পাঠাইল—কেন পাঠাইল—কর্ত্তব্য কি—কর্ত্তব্য সাধনের উপায় কি—শেষ পরিণাম কোথায়—কোথায় যাই, এই মহাতত্ত্বের স্বপ্নময়ী কাহিনীর আলোচনায় সেকাল হইতে কত গবেষণা চলিয়া আসিয়াছে; কিন্তু তথাপি রহস্যের আবরণ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয় নাই, সূক্ষ্মদর্শনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শক্তি—জ্ঞানের তীব্র রৌদ্ররশ্মি সে নিখিলভরা নিবিড় কুজ্‌ঝটিকা একেবারে নিরাবৃত করিতে সমর্থ হয় নাই। জীবনের পর জীবন, তারপর জীবন, এইরূপে কত অনন্তকোটি মহাতপাঃর অমূল্য জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছে; কিন্তু সেই ত্রিকালদর্শী মহাত্মাগণের পরার্দ্ধযুগের সমবেত সাধনাতেও এই অন্তহীন দুস্তর তত্ত্বপথের কোন সুষ্ঠু ভূগোল আবিষ্কৃত হয় নাই,—এ পথ এত দুজ্ঞেয়,—এত অপরিমেয়!

এই পথটীতেই খোদা-সম্মিলন। একদিকে যেমন ইহা নিত্য কুসুমাস্তীর্ণ, নিত্য শোভাময়, নিত্য সুরভিসিঞ্চিত; অপরদিকে তেমনি বন্ধুর—দুর্গম—দুষ্প্রবেশ্য। নিষ্কাম প্রেম-পাথেয় ভিন্ন কোন পথিক-ই এই তত্ত্বগুহার পথে প্রবেশ করিতে পারেন না। বিধাতার মিলনাকাঙ্ক্ষী অতৃপ্তপ্রাণ দাসেরাই এই অনন্তপথের পথিক হইতে পারিয়াছেন। তাঁহারাই যা'-কিছু জানেন,—বুঝেন; তাঁহারাই জানেন,—এ পথ কেমন!

শাস্ত্রের কথা নহে, যাহা স্থূলদৃষ্টিতে সকলেই দেখিতেছেন, সেই কথাই বলিতেছি। জননী জঠরে আসিবার পূর্ব্বে কোথায় কোন পথ হইয়া আসিয়াছি, জানি না; কিন্তু কোনও দিব্যলোক হইতে যে সে যাত্রা আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা সত্য। জঠর সেই অজ্ঞাত দেশেরই একটী ছায়াশীতল নিভৃত পান্থশালা। সে পান্থশালায় নির্দ্দিষ্ট কাল বিশ্রাম করিয়া সংসার-পান্থনিবাসে উপনীত হইয়াছি। এখানকার কাল পূর্ণ হইলেই আবার জ্ঞানিগণের বাক্যানুসারে সেই এক আল্লার দিকে সমাকৃষ্ট হইব। মাঝখানে এই যে কত বিচিত্র দেশভ্রমণ হইয়া গেল, ইহা একটা সুখস্বপ্ন!

সব কথার শেষ আছে, এ কথার শেষ নাই। সব পথের অন্ত আছে, এ পথের অন্ত নাই। সব দেশের সীমা আছে, এ দেশের সীমা নাই। এই যে সীমাহীন চিরনূতন—চিরপ্রাণারাম—চিরসাধ্য প্রেমের দেশ, সৃষ্টির প্রাক্কাল হইতে কত শ্রমসহিষ্ণু পরিব্রাজকের বিহার-কেন্দ্র হইয়া রহিয়াছে, তাহার কি ইয়ত্তা আছে? এমন প্রাণভরা ভালবাসা, জীবনভরা ব্যাকুলতা, অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ, অমানুষিক নির্ভর, সুদৃঢ় বিশ্বাস, অচঞ্চল সহিষ্ণুতা এবং লক্ষের স্থৈর্য্য ইহসংসারে বুঝি একান্ত দুর্লভ। বিশ্বাসীর হৃদয়ে, প্রেমিকের অন্তরেই সেই করুণার দেশের অফুরন্ত কাহিনী

ভাবান্তর উপস্থিত করিয়া থাকে ;—অবিশ্বাসীর কাছে তাহা দুর্ব্বোধ্য, দুষ্পাচ্য, ভাবহীন।

আমরা সকলেই ভ্রমণকারী। সকলেই পথ চলিতেছি। কেবল শিক্ষা-ভেদে, সংসর্গভেদে, লক্ষ্য-ভেদে কেহ সুপথে, কেহ বিপথে চলিতেছি। বিপথে চলিলে যে শেষে হিংস্রজন্তুসমাকুল গহন বনে প্রবেশ করিয়া অকালে প্রাণ হারাইতে হইবে,—পাপ-পশু আমাদিগকে গ্রাস করিবে, ইহা নিশ্চিত। আবার সুপথে চলিলে যে অপ্রমেয় পুরস্কার লাভ হইবে—সত্য, সুন্দর, শান্তিদাতার প্রেমের নন্দন কাননে প্রবেশের সৌভাগ্য ঘটিবে, ইহাও সত্যকথা। কিন্তু ভ্রমণের সমসময়ে যদি পথের কিনারা হয়, সেই হিরণ্ময় চিরঅজ্ঞাত দেশের যৎটুকু ভৌগোলিক সন্ধান মিলিয়াছে, তাহা যদি উপযুক্ত ভ্রমণকারীর মুখে বা লিখিত বিবরণ হইতে অবগত হইতে পারি, তবে বোধহয়, দুর্ব্বল মন অনেক বল পাইবে,—পথের দুর্গমতা আতঙ্কের কারণ হইবে না ;—দীর্ঘপথ ঘুরিয়া, হয় তো বা বিপথে পড়িয়া ব্যর্থকাম ভগ্নহৃদয়ে অনুশোচনার তীব্র দংশনজ্বালা সহিতে হইবে না !

জীবন যায়, কথা থাকিয়া যায়। অসত্য লয় প্রাপ্ত হয়, সত্য অমর হইয়া থাকে। সাংসারিক হিসাবে মোসলমানের আশাতিরিক্ত অধঃপতন ঘটিয়াছে সত্য ; কিন্তু এই অসম্ভব—অচিন্ত্যপূর্ব্ব পতনের অন্ধতামসের মধ্যেও আমরা এমন-কিছুর গৌরব করিতে পারি, যাহা যে কোন সময়ে মোসলমান জাতির মুখোজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। তাহা মোসলমান মহর্ষিগণের প্রচারিত অক্ষয় সত্যালোক। তাঁহাদের নশ্বর জীবন লয় প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহাদের সকল স্মৃতিচিহ্ন মুছিয়া যাইতেছে ; কিন্তু যে অমূল্য সত্য-সম্পদ তাঁহারা জগতকে দান করিয়া

গিয়াছেন, তাহা লয়ের সামগ্রী নহে ;—তাহার ধ্বংস নাই, বিনাশ নাই। চিরদিন-ই অজর, অমর, অপ্রতর্ক হইয়া রহিবে।

দেখে অনেকেই ; কিন্তু দেখার মত দেখে কয়জনে ? সাধারণতঃ আমরা ৩ শ্রেণীর দর্শক দেখিতে পাই। এক শ্রেণীর দর্শক আছে—তাহারা পথ চলিয়া যায়, পথের দু'ধারে কত-কি দেখিয়া আসে ; কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলে কিছুই বলিতে পারে না। তাহারা অন্ধ দর্শক—মূর্খ ব্যক্তি।

এক শ্রেণীর দর্শক আছেন,—তাঁহারা সৌখিন লোক ; সাময়িক তৃপ্তির জন্য তাঁহারা ভ্রমণ করেন,—অনেক কিছু দেখেন,—অনেক আমোদ উপভোগ করেন ; কিন্তু সব ভাসা-ভাসা। তাঁহাদের দুর্ব্বল স্মৃতি শীঘ্রই তাঁহাদিগকে দৃষ্টপদার্থগুলির অনুভূত সৌন্দর্য্য হইতে বঞ্চিত করে ;—ইঁহারা সাধন-বিমুখ শিক্ষিত ব্যক্তি। নানা শাস্ত্র, নানা গ্রন্থ হইতে তাঁহারা ভাব, রস গ্রহণ করেন ; কিন্তু সাধনাভাবে আত্মজীবনে তাহার কোনই সুফল দেখাইতে পারেন না।

আর এক শ্রেণীর দর্শক আছেন, তাঁহারা ভাবুক, প্রত্নতত্ত্ববিদ্। ইঁহারা যাহা দেখেন, ক্ষুদ্র হউক, বৃহৎ হউক—তাহারি ভিতরের সত্য তথ্যটুকু অবগত হইবার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করেন এবং সে কার্য্য যতই কঠিন হউক, তাহাতেই আত্মোৎসর্গ করেন। ইঁহাদের অলোক-সামান্য তন্ময়তা জনসমাজের সম্মুখে সুচিরস্থায়ী উজ্জ্বল আদর্শ। ইঁহারা সাধুপুরুষ—তপস্বী।

ইঁহাদেরই দেখার মত দেখিবার শক্তি আছে ;—চক্ষু আছে। তাই ইঁহারা প্রত্যেক বস্তুতেই সেই নিখিলশরণ, বিপদ্‌বারণকেই প্রত্যক্ষ করেন। তাঁহার দয়া ও মহিমা প্রতিপদক্ষেপে তাঁহাদিগকে অভিভূত—অবসন্ন করিয়া রাখিয়াছে! তাঁহাদের আশ্বাসেই আমরা আশ্বস্ত,—

মহাপাপী আমরা তাঁহাদেব নিকটেই অমৃতভাণ্ডারের সংবাদ শুনিয়া সুখী। ইঁহাদের অনুগ্রহেই বিধাতাকে লোকে "দয়া দিয়ে গড়া" বলিয়া জানিতে পারিয়াছে! নতুবা কে তাঁহাকে বুঝিত, কে তাঁহাকে জানিত? সৃষ্টির ভিতরে তাঁহার যে মহিমা পরিস্ফুট রহিয়াছে, কে তাহার সন্ধানটুকু ধরিয়া দিত?

একই বস্তু দর্শক-ভেদে—দর্শন প্রণালী-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হয়। অরুণরাগরঞ্জিত একটি সন্ধ্যাব আকাশকে তুমি আমি সকলে দেখিতেছি, একজন কবি বা চিত্রকরও দেখিতেছেন; কিন্তু তুমি আমি তাহাকে যে চক্ষে দেখি, একজন কবি বা চিত্রকর হয় তো তাহা দেখেন না। আমাদের দেখা চোখের দেখা, তাঁহাদের দেখা হৃদয়ের। তাহার প্রমাণ—তুমি আমি একটা দৃশ্য দেখিয়া যাহা ভাবি, একজন কবি বা চিত্রকর যদি তাহার আক্ষরিক বা রঙিন চিত্র আঁকিয়া আনেন, তাহা তোমার আমার ভাবের সহিত মিলিবে না,—তখন উহা একটা স্বতন্ত্র উপভোগের পদার্থ হইয়া দাঁড়াইবে! তুমি আমি তাহা পড়িয়া বা দেখিয়া তখন কতই তৃপ্তিলাভ করিব। তাই বলিতেছিলাম, চোখ থাকিলেই দেখা হয় না,—দেখিবার জন্য প্রাণ চাই—অন্তশ্চক্ষু চাই।

মহর্ষিগণের প্রচারিত সত্য সম্বন্ধে কোনই তর্ক নাই; সুতরাং সে সম্বন্ধে আর অধিক কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। এখন কথা হইতেছে—অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপ সম্বন্ধে। আ'জকালকার শিক্ষিত ব্যক্তিরা অপ্রাকৃত—বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ বলিয়া অলৌকিক বিষয়গুলিকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। বলাবাহুল্য এই বিষয়ে আমাদের আলোচনা না করিলেও ক্ষতি ছিল না; যেহেতু কোন মহর্ষির প্রচারিত সত্য তাঁহাকে যে উন্নত আসন প্রদান করিয়াছে, অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপ তদপেক্ষা উচ্চাসন প্রদান করিতে পারিবে না। তথাপি দু'-একটা কথা বলিব।

কারণ অলৌকিক বিষয়ে বিশ্বাসী ব্যক্তিরা সাধারণতঃ বৈজ্ঞানিকের বিচারে দণ্ডনীয় হইয়া থাকেন।

আমাদের জিজ্ঞাস্য,—ব্রহ্ম অপেক্ষা কি বিজ্ঞান সম্পূর্ণ? যদি তাহা না হয়, তবে নিশ্চয় মানিতে হইবে যে, ব্রহ্মের তুলনায় বিজ্ঞান চিরদিন-ই অসম্পূর্ণ আছে ও থাকিবে। এমন অনেক বিষয় আছে, আজিও বিজ্ঞান তাহার কোন কারণ নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় নাই; সুতরাং বিজ্ঞানের ক্ষুদ্র তুলাদণ্ডে ব্রহ্মকৃপাপ্রাপ্ত মহিমান্বিত কোন মহর্ষির অলৌকিক বিষয়ের পরিমাপ করিতে অসমর্থ হইলেই যে তাহা অবিশ্বাস করিতে হইবে, ইহা কি ন্যায়-সঙ্গত? সকল বিজ্ঞানের অতীত পূর্ণব্রহ্মকে যিনি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ কোন ক্রিয়া প্রদর্শন কিছুই আশ্চর্য্য নহে;—যেহেতু ব্রহ্মই সম্পূর্ণ বিজ্ঞান,—অন্য বিজ্ঞান অসম্পূর্ণ। * তাঁর উপরে আর কোন বিজ্ঞানেরই বড়াই খাটে না। তাঁহারি দয়ায় আমাদের বিজ্ঞানের জন্ম; আর তাঁহারি মহিমা মাখিয়া উহা পুষ্ট—গৌরবান্বিত। তোমার আমার বিজ্ঞান কি সেই বিজ্ঞানময় ব্রহ্মের অপূর্ব্ব বিজ্ঞানের সহিত সমান আসন লাভের গৌরব করিতে পারে?—যদি করে, তবে তাহা মিথ্যা আস্ফালন!

মায়ের স্তনে দুধ আছে, চুষিলেই তাহা পাওয়া যাইবে এবং ঐ প্রকারেই চুষিতে হইবে; জন্মিবার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর অপরিপক্ক মস্তিষ্কে কে তাহা কহিয়া দিয়া যায়?—সে তো তখনো জ্ঞানরাজ্যের সীমা-রেখাটীও দূর হইতে দেখে নাই;—সে এ বিশুদ্ধ জ্ঞান—চমৎকার শিক্ষা কোথায় লাভ করিল? স্তনেই দুধ থাকে,—শরীরের অন্য কোন স্থানে

---

* অরা ইব রথনাভৌ কলা যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
তং বেদ্যং পুরুষং বেদ, যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ ইতি ॥
৬।৬—প্রশ্নোপনিষৎ।

থাকে না, এ বোধ-ই বা তাহার কে জন্মাইয়া দিল? প্রত্যেক শিশুই কি বিজ্ঞানবিদ্?

তার্কিক তুমি বলিতে পার,—ইহা "প্রকৃতির শিক্ষা", জাতীয় স্বভাব। কিন্তু "প্রকৃতির শিক্ষা" কথাটার অর্থ কি? জাতীয় স্বভাবটাই বা কাহার দত্ত? উহা দ্বারা কি বুঝিব? প্রকৃতি কি? প্রকৃতির উদ্ভাবক কে? ঈশ্বর-ই যদি সেই প্রকৃতির "কারিগর" হন, তবে প্রকৃতির শিক্ষা অর্থে কি তাঁহারই শিক্ষা বুঝিব না?

মায়ের পেটে থাকার সময় আমরা কেহই অভিবাদন করা শিখি নাই; পিতামাতা গুরুজনেরা পরে শিখাইয়া দিয়াছেন বলিয়াই শিখিয়াছি; কিন্তু কি করিয়া দুধ চুষিতে হয়, কোন পিতামাতা তাঁহাদের সন্তানকে তাহা চুষিয়া শিক্ষা দিয়াছেন কি?

গো-বৎসকে কি কখনও তাহার মায়ের পালান ছাড়িয়া লেজ চুষিতে দেখিয়াছ?

বাবুই পাখীগুলিকে দেখ না কেন? ইহারা কি কোন ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে পড়া? তোমার আমার গর্ব্বের ধন শিল্পবিজ্ঞানের চর্চ্চা না করিয়াও কি তাহারা বৃষ্টিবাদল হইতে বাঁচিবার মত সুদৃশ্য বাসা নির্ম্মাণ করিতেছে না? বরং এমন আশ্চর্য্য দক্ষতা দেখাইতেছে, যাহা তুমি আমি দেখাইতে গলদঘর্ম্ম হইয়া পড়িবে!

ঘরে আলো দিবার জন্য বাবুই পাখীরা যে গোবরে জোনাকী পোকা আটকাইয়া রাখে, তাহা দেখ নাই কি? এ সব জ্ঞান,—এ সব শক্তি—কা'র দেওয়া?

ইহারা যদি মানুষের বিজ্ঞান না পড়িয়াও এমন সব নিখুঁত কাজ করিতে সমর্থ হয়, তবে এইখানেই বুঝিয়া দেখা উচিত,—ব্রহ্মের বিজ্ঞান এক স্বতন্ত্র জিনিস। তাহা অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারে;—তুমি

আমি যাহাকে মিথ্যা ভাবি, তাহাকে সত্য করিয়া দিয়া যায়। তাঁর দয়া হ'লে অন্ধে দেখে, বোবায় কথা কয়! "মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং।"

স্রষ্টা যাঁহার প্রতি কৃপা করিয়াছেন,—স্রষ্টার মহিমা-সাগরে যাঁহার প্রাণ নিমগ্ন, তিনি মানুষের সৃষ্ট বিজ্ঞান ভাবিয়া কি করিবেন! তিনি তখন যে বিজ্ঞান লাভ করেন, সে বিজ্ঞানের তুলনায় পার্থিব বিজ্ঞান বোধ হয় একখানি সামান্য উপন্যাস মাত্র! সুতরাং মহর্ষিগণের প্রদর্শিত অলৌকিক বিষয়গুলিকে যাদুবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাখা সঙ্গত কি না, ইহা একটা বিবেচ্য বিষয়।

এ সম্বন্ধে আর একটী ছোটকথা বলিব। মানুষ এবং হাতী—এই যে দুইটী জীব সংসারে আছে, ইহা কে না দেখিয়াছে? একটা মানুষের শক্তি ও গুরুত্বের তুলনায় একটী হাতী নিশ্চয়ই অনেক বেশী। অনেকেই দেখিয়াছেন, সুবিখ্যাত প্রফেসার রামমূর্ত্তি এহেন বিশালকায় গুরুভার হস্তীকে স্বীয় বক্ষে ধারণ করিয়া থাকেন; কিন্তু যে-কোন বৈজ্ঞানিকের বুকের উপর একখানি হাতীর পা' তুলিয়া দিলেই বোধ হয় বিজ্ঞানের মহিমা তখনই তাঁহাকে চূর্ণ করিয়া ফেলে! রামমূর্ত্তির এই অসাধ্য সাধনের পূর্ব্বে আমরা কেহই এ কথা ভাবি নাই যে, মানুষ আবার নিজের বুকে হাতী তুলিতে পারে! এক্ষণে চর্ম্মচক্ষুর কল্যাণে বিশ্বাসী হইয়াছি। এখন ভাবা উচিত,—ইহা কোন অলৌকিক বিষয় নহে,—কেবল একটা অভ্যাসের ফল মাত্র। রামমূর্ত্তি ঋষি নহেন,—যুদ্ধব্যবসায়ী নহেন,—পিশাচসিদ্ধ যাদুকর নহেন,—সাধারণ মাটির মানুষ। ছোটকালে তিনি আবার হাঁপানীতে ভুগিয়াছিলেন,—দুর্ব্বল ছিলেন! তিনি যদি এমন বিস্ময়কর কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন, তবে ব্রহ্মবলে বলীয়ান্ কোন মহর্ষির পক্ষে অলৌকিক কার্য্য প্রদর্শন, তোমার চক্ষে

"অবৈজ্ঞানিক" হইতে পারে; কিন্তু তাহা সত্য। বরং অবিশ্বাস করিবার পূর্ব্বে একবার ভাবিয়া দেখা ভাল যে, রামমূর্ত্তি যে কঠোর সাধনার বলে এই অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছেন, তুমি-আমি সে সাধনা করিয়াছি কি? যদি না করিয়া থাকি, তবে তুমি-আমি কেমন করিয়া তাঁহার সাধন-গৌরব বুঝিব?

আল্লাহ্‌কে কেহ দেখে না—দেখে নাই; অথচ আল্লাহ্‌ সকলকে দেখেন। তাই বলিয়া যদি তুমি বল যে, আল্লাহ্‌ নাই, তবে তাহা তোমাকেই হৃদয়হীন—নাস্তিক প্রমাণ করিবে। আল্লাহ্‌ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন "বস্তু" নহে—ইন্দ্রিয়ের অতীত। তিনি "অজ"—জন্মরহিত। তাঁহার কোন বীজ নাই। তিনিই নিখিলের বীজ। অনুভবেই তাঁহাকে সকলে হৃদয়ে পাইয়া থাকে। অবিশ্বাসীর চক্ষে আল্লাহ্‌ দূরে—বহুদূরে—কতদূরে কে জানে! কিন্তু বিশ্বাসীর হৃদয়ে তিনি নিদ্রাহীন জড়তাশূন্য প্রহরী। দুঃখকে যেমন চোখ দিয়া দেখা যায় না,—প্রাণ দিয়া বুঝা যায়, তেমনি আল্লাহ্‌কে হৃদয় দিয়া—প্রাণের ভিতর দিয়া বুঝা যায়,—কথা দিয়া বুঝানো যায় না।

ক্ষুধা যেমন অকাট্য সত্য হইয়াও দুর্নিরীক্ষ, বিধাতাও তেমনি সত্য অন্তরঙ্গ হইয়াও দুর্দ্দর্শ। তাঁহাকে অনুভব করিবার—হৃদয়ে ধরিবার জন্য জীবনাধারটাকে কিরূপে সজ্জিত করিতে হইবে, মানুষ মাত্রের-ই তাহার শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

এই শিক্ষা গ্রহণের জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের আশ্রয় লইতে হয়। অজ্ঞাত দেশের অজানা পথে ভ্রমণ করিবার সময়, আমরা যেমন সচরাচর গাইডের সাহায্য গ্রহণ করি, তেমনি এ পথের "গাইড"—গুরু ব্যতীত পথ চলা সাধারণতঃ অসম্ভব। পথে কোথায় কি আছে, তিনি

স্বর্গীয় হজরত মওলানা শাহ শাহাবুদ্দীন চিশ্‌তি (কদঃ) সাহেব তাঁহার

তাহা বলিয়া দিবেন। তবেই সে নিত্য, সত্য, প্রাণস্বরূপ ভূমাকে সহজে প্রাণের ভিতরে পাইবার সুবিধা হইবে। এই জন্যই মহর্ষি আবু আলি মোহাম্মদ (রহঃ) বলেন,—"সেবা, সংসর্গ, কুকার্য্যের ফল, ইন্দ্রিয়ের প্রতারণা ও অহঙ্কারের মোহ সম্বন্ধে উপদেশ দিবার যাহার গুরু নাই, তাহার কার্য্য শুদ্ধ নহে,—তাহাব অনুসরণ কর্ত্তব্য নহে।" প্রেরিত পুরুষ ও মহর্ষিগণ এই সকল অবস্থার মধ্য দিয়া সুগঠিত, সুরক্ষিত, সংযত জীবন যাপন করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহাদের নির্দ্দেশ—তত্ত্বামৃতপান ও সিদ্ধ-গুরুর সঙ্গ ব্যতীত কে তোমাকে সে পথের প্রবল শত্রুদিগের গ্রাস হইতে বাঁচিবার উপায় বলিয়া দিতে পারে ?

অপোগণ্ড শিশুর নিকট যেমন একখানি বহুমূল্য করেন্সি নোট-ও "সুলভ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়ের" মূল্যতালিকার সমান আদর প্রাপ্ত হয়, ব্রহ্মের মহিমা অবধারণে অনিত্যলুব্ধ গুরুহীন মোহাচ্ছন্ন মানবের জ্ঞানও তেমনি। শিশুকে যেমন কেহ নোট এবং বিজ্ঞাপন—কাঞ্চন ও কাচের প্রভেদ বুঝাইয়া দেয় নাই বলিয়া সে বুঝে না—সমান দেখে; অজ্ঞান, মায়ামুগ্ধ জীবও ব্রহ্মকে সেইরূপে,—সেই চক্ষে দেখে। তাহাকেও কেহ ব্রহ্ম কি তাহা বুঝাইয়া দেয় নাই। সে দেখায় নোটেরও মর্য্যাদা

"তোহ্‌ফায়ে বোরজখী" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"গুরুগ্রহণ এবং সাধন-ভজন না করিয়াও খোদার সহিত মিলন হইতে পারে, এইরূপে অনেকে তাঁহাকে লাভও করিয়াছেন; কিন্তু সর্ব্বসাধারণের পক্ষে এরূপে লাভ করা অসম্ভব। এইজন্য গুরু গ্রহণ এবং তাঁহার আদেশ ও উপদেশ মত চালিত হওয়ার পর অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে বলিয়া বিধান আছে। একখানি কাল বর্ণের কাপড় লইয়া সূর্য্যালোকে যত উপরেই তুলিয়া ধর না কেন, কদাচ তাহাতে আগুন ধরিবে না; কিন্তু উভয়ের মধ্যে একখানি Magnifying glass ধরিবা মাত্র সূর্য্যের তেজঃ কাপড়ে প্রতিফলিত হইয়া তন্মুহূর্ত্তে কাপড়ে আগুন ধরিবে। এক্ষণে নিজেকে কৃষ্ণবর্ণ কাপড়, গুরুকে Magnifying glass (আতসী কাঁচ) এবং স্রষ্টাকে সূর্য্যের স্বরূপ মনে কর। [মৌলভী মোহাম্মদ আশরফ উদ্দীন সাহেব কৃত "তোহ্‌ফায়ে বোরজখীর" বঙ্গানুবাদ "তত্ত্বজ্ঞান" ৪-৫ পৃঃ]

নাই,—শিশুরও সরলতা বনাম মূর্খতা পরিস্ফুট! সুতরাং নোট কি বস্তু, সে জ্ঞান জন্মাইবার জন্য ভবিষ্যতে অবশ্যই তাহাকে কাহারও শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। সময়ে যখন জানিতে পারিবে—নোট এবং বিজ্ঞাপন পুস্তিকা এক নহে, তখনই বিস্মিত হইয়া ভাবিবে,—এতদিন সে কত ছোট—কত অজ্ঞান ছিল! পৃথিবীর এই বর্ণ-পরিচয়ের জন্য যদি গুরুর প্রয়োজন অনিবার্য্য হয়, তবে ব্রহ্মপরিচয়ের জন্য গুরুর কত প্রয়োজন, তাহা সহজেই অনুমেয়।

জীবনটাকে ভাঙা চীনেমাটির বাসনের মতন তুচ্ছ করিয়া, সর্ব্বপ্রকার দীনতা অবলম্বন পূর্ব্বক স্বার্থত্যাগী মোসলমান মহাপুরুষেরা, যুগ যুগ কৃচ্ছ্র সাধনের ফলে ব্রহ্মলাভ করিয়াছেন,—ব্রহ্মকৃপায় অমর হইয়াছেন। তাঁহারা তখন অমৃত পাইয়াছেন,—কাজেই অ-মৃত! তাঁহাদের কল্যাণে ব্রহ্মানুসন্ধানের যে সকল প্রশস্ত রাজপথ আবিষ্কৃত হইয়াছে, পথের বিবরণ,—নিগূঢ় সত্য প্রচারিত হইয়াছে, তাহা সমগ্র জগতকে অপরিশোধ্য

সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম সাধক মৌনীবাবার (৺প্যারীলাল ঘোষ) ধর্ম্মানুরাগ ও তপস্যার কথা সর্ব্বজনবিদিত। ১৩১৮ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যার "নব্যভারতে" তাঁহার "গুরুগ্রহণ" সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধলেখক যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সারমর্ম্ম এই:—"তাঁহার ন্যায় ব্যাকুলাত্মা কঠোর তপস্বী এই যুগে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিরল। ধর্ম্মলাভার্থ তিনি যাহা করিয়াছেন, এ জগতে অতি অল্প লোকই নিষ্ঠার সহিত সেরূপ তপস্যা করিতে পারেন। একাসনে বসিয়া সাধন করিতে করিতে তাঁহার পদদ্বয় অসাড় হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার এক প্রধান প্রতিজ্ঞা এই ছিল যে, তিনি কিছুতেই গুরুগ্রহণ করিবেন না। যে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী ভগবান পক্ষীশাবকের ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পান,—যিনি মলকীটের মর্ম্মবেদনা জানিতে পান, তাঁহার কৃপালাভ করিতে আবার মধ্যবর্ত্তীর প্রয়োজন কি? তিনি কি আমার মর্ম্মকথা জানিতে পারেন না?—এরূপ চিন্তা করাও বিশ্বাসীর পক্ষে মহাপাপ।" এহেন মৌনীবাবাও বলিয়া গিয়াছেন—"মানুষের শক্তিতে যাহা করা যায়, তাহা করিয়া দেখিলাম, কিন্তু গুরু ভিন্ন আমি আর অগ্রসর হইতে পারিতেছি না।" এই কথাগুলি তিনি ওঙ্কারনাথ হইতে কলিকাতায় তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর কুঞ্জ বাবুকে লিখিয়াছিলেন। বলাবাহুল, অতঃপর তিনি প্রখ্যাতনামা সাধু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে গুরুত্বে বরণ করেন।

ঋণে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। অনন্তকাল হইতে কোটি কোটি জীবন সেই সত্যের বিমল সুধাপানে কৃতার্থ হইয়া আসিতেছে; পৃথিবী ধন্যা,—উপকৃতা হইয়াছে।

দুগ্ধে যেমন ঘৃত থাকে, কাষ্ঠে যেমন অগ্নি বা আকাশময় বিদ্যুৎ, তেমনি বিশ্বসত্তার সর্ব্বত্রই খোদা খোদ্ হাজির রহিয়াছেন। মওলানা রুম বলেন,—"সূর্য্য ছদ্মবেশে মানুষের মধ্যে অবস্থান করিতেছে।" বাঙালী-কবি রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন,—"নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে।"

কর্ষিত ভূমিতে বীজ রোপণ করিলে জলসেচনে যেমন তাহার বৃদ্ধি, গুরুর সদুপদেশ-কর্ষিত হৃদয়ভূমিতে খোদা-নামের বীজ পুতিলে, তেমনি প্রেমবারিসিঞ্চনে তোমার সিদ্ধি। এই সিদ্ধিলাভের জন্য ব্রহ্মচর্য্য চাই,—বিশ্বাস চাই,—আনুগত্য চাই,—প্রাণের বল চাই। মায়ামুগ্ধ মানুষ আমরা, সংসারের প্রেমে এতই অন্ধ হইয়া আছি যে, সেই নিত্য আনন্দ-স্বরূপকে,—জীবনের ধ্রুবতারাকে বিস্মৃত হইয়াছি। এ সম্বন্ধে তাপস মালেক দিনার (রহঃ) বলেন—"যে ব্যক্তি জ্ঞানী হইয়াও সংসারের প্রেমে আবদ্ধ, ঈশ্বরোপাসনা এবং পুণ্যকর্ম্মের মিষ্টতা হইতে তাহার হৃদয় বঞ্চিত।" মহর্ষি ফজিল আয়াজ (রহঃ) বলেন—"নিত্য পরলোক যদি মাটির হইত এবং অনিত্য ইহলোক যদি সোনা দিয়ে গড়া হইত, তাহা হইলে হিরণ্ময় যাহা তাহাতেই লোকের আসক্ত হওয়া উচিত; কিন্তু নিত্য পরলোক যখন সুবর্ণময় এবং অনিত্য ইহলোক মাটির তৈয়ারি, তখন ইহলোকের প্রেমে মুগ্ধ থাকা মূঢ়তা মাত্র।" পক্ষান্তরে মহর্ষি বায়েজিদ বোস্তামী (রহঃ) বলেন—"আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য বস্তুকে হৃদয়ে আবদ্ধ না রাখাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব।" হায়! কবে আমাদের নিদ্রিত মনুষ্যত্বের চেতনা ফিরিয়া আসিবে!

অবতরণিকা

উর্ণনাভ যেমন নিজের জালে নিজে আবদ্ধ হইয়া প্রাণ হারায়, আমরাও তেমনি সংসারের মায়া-জালে আবদ্ধ হইয়া, পারমার্থিক জীবন হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিতেছি। দয়াময়েব কৃপা ভিন্ন আমাদের আর কি গতি আছে? "অক্ষম" সন্তানের প্রতি পিতামাতার স্নেহাধিক্য দর্শনে, আমরাও যেন তাঁহার বেশীরকম দয়া পাইবার ভরসা করিতেছি; কিন্তু কোন গুণ নাই,—"দাবী" নাই!

বিচিত্র এ সংসার। এখানে পাপের প্রলোভন, শোকের হুতাশন, কুসংসর্গের মাদকতা, লালসার প্রবলতা এবং ইন্দ্রিয়গণের উত্তেজনায় নিত্যই মানুষের পদস্খলন ঘটিতেছে; নিত্যই আমরা ধনের লোভে, আকাঙ্ক্ষার তাড়নায়, সম্মানের আশায় পাপপঙ্কে ডুবিতেছি! এই পরীক্ষা পারাবার উত্তীর্ণ হইতে অতি বড় বীরপুরুষও কম্পিত হন; অনেক সময়েই মানুষ লক্ষ্যহারা হইয়া কষ্ট পায়,—আত্মনাশ করে। এই প্রকার নির্ভরহীন দুস্থ জীবন অতি ভয়াবহ। মনের এই পীড়িতাবস্থায় শয়তান আমাদের চিকিৎসক হইয়া আইসে। তাই বলি ভাই! "ঈশ্বর কর্ত্তৃক উন্নমিত হও, কখনও অবনত হইবে না।"

যে জীবন বিশ্বপাতার অপার প্রেম-সমুদ্রে অবগাহন করে না,—তাঁহার করুণা যে জীবনের শুষ্কতা হরণ করে নাই, তাহা মরুভূমি। মরুভূমির ই মত সে হৃদয়ে বিকট শূন্যতা বিরাজ করে। তাহাতে প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হয় না,—শুকাইয়া যায়। সুতরাং ঈশ্বরের করুণাবারি হইতে তাহা বঞ্চিত,—নীরস, অনুর্ব্বর।

মহর্ষি আবু ওসমান হয়রী (রহঃ) বলেন,—"আল্লাহতায়ালার বাধ্য থাকা, কখন বা অবাধ্য হই ভাবিয়া ভীত হওয়া, সৌভাগ্যের লক্ষণ।" সংসারের শত সহস্র আকর্ষণের মধ্যে,—সুখ-দুঃখের ঘাত-প্রতিঘাতে, যাহাতে আমাদের চিত্তচাঞ্চল্য না ঘটে,—সকল সময়, সকল অবস্থায় এক

করুণাময়ের প্রতি নির্ভর রাখিয়া বাঞ্ছিত "সৌভাগ্যের" অধিকারী হইতে পারি, সেই আশায়, প্রত্যেক মানুষকেই মহর্ষিগণের ব্যবস্থিত "পাথেয়" গ্রহণে শান্তির পথে,—খোদার পথে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য। অন্য পথে শান্তি নাই। "শান্তিনিকেতন ছাড়ি, কোথা শান্তি পাবে বল ? সংসারে শান্তির আশা মরীচিকায় যথা জল।" এই গ্রন্থে গল্পচ্ছলে সেই নিগূঢ় বিষয়ের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে। আশা ফলবতী হইয়াছে কি না, জানি না; কিন্তু আমার অযোগ্যতার জন্য বিনয়ের সহিত পাঠকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।

উপসংহারে আর একটী কথা বলিবার আছে। আমার প্রিয়সুহৃদ, "ইস্‌লাম-তরণী"-প্রণেতা, সুবক্তা মৌলভী মোহাম্মদ সমীরুদ্দীন সাহেব এই গ্রন্থ রচনায় আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন; তাঁহার অকপট আন্তরিকতা আমি জীবনে ভুলিতে পারিব না। "যোগ", "প্রেম", প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থের প্রণেতা, স্বনামখ্যাত দার্শনিক আমার চির-হিতাকাঙ্ক্ষী শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি,-এ, মহোদয় স্নেহপরবশ হইয়া, এই অবতরণিকাটী আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছেন; ইহাতেও আমি বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। এতদ্ব্যতীত আমার প ভক্তিভাজন জ্যেষ্ঠভ্রাতা মুনশী শেখ ফজলর রহমান সাহেব, সোদরপ্রতিম মুনশী শেখ আব্বর রহমান সাহেব ও কাকিনা হাইস্কুলের হেড্‌মাষ্টার বন্ধুবর শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর গুপ্ত, বি,-এল্‌, "দিক্‌প্রকাশের" অন্যতম সহযোগী সম্পাদক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র চৌধুরী কবিরত্ন ও আমার কবি বন্ধু শ্রীযুক্ত কুসুমেশ্বর বল মহাশয়গণ ইহার প্রচারকল্পে আমাকে প্রচুর উৎসাহ দান করিয়াছেন। তাঁহাদের সহানুভূতি না পাইলে এ গ্রন্থ প্রকাশিত হইত কি না, সন্দেহ। আর এই গ্রন্থ প্রণয়নে অনেক গ্রন্থকারের সাহায্য লওয়া হইয়াছে। এ জন্য বন্ধুবান্ধব, গ্রন্থকার সকলের নিকটই আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

কাকিনা;
১লা অক্টোবর, ১৯১৩

শেখ ফজলল করিম।

পথ ও পাথেয়

প্রথম পরিচ্ছেদ

—.*:—

অপার্থিব প্রেম।

প্রেম, আশা ও নির্ভব এই তিনটী ধার্ম্মিকদিগের নিত্য সম্বল। যাহার অন্তর মৃত,—যাহার হৃদয়ে প্রেম, আশা বা নির্ভর নাই, সে কখনও ধর্ম্মপথে অবিচল থাকিতে পারে না; সুতরাং তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী।

প্রেমের দুই মূর্ত্তি—অপার্থিব ও পার্থিব। যে প্রেম ক্ষণস্থায়ী পার্থিব সুখৈশ্বর্য্যের প্রতি অবজ্ঞা জন্মাইয়া একমাত্র খোদাতায়ালার নৈকট্য লাভে মানবকে আকুলিত করে, তাহা অপার্থিব প্রেম। তাহার মৃত্যু নাই,—অবসাদ নাই,—ভাবান্তর নাই। এই প্রেম ব্রহ্মপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ সোপান,—পরম শান্তি।

যে হৃদয়ে এই পবিত্র প্রেম বহ্নি প্রজ্জলিত হয়, তাহা কষিত কাঞ্চনের মত বিশুদ্ধ ও প্রোজ্জল। এই শ্রেণীর প্রেমিকদিগের চরম পুরস্কার—খোদাতায়ালার সহিত সুখসম্মিলন।

ইঁহারা মরিয়াও অমর। দুরন্ত কালের অখণ্ডনীয় প্রভাবে তাঁহাদের নশ্বর দেহ পৃথিবী-পৃষ্ঠ হইতে অন্তর্হিত হয় বটে; কিন্তু তাঁহাদের মহজ্জীবনের পুণ্যপ্রভা চিরদিন বিষয়াসক্ত অজ্ঞান মানব-সমাজের ভ্রমান্ধকার বিদূরিত করিয়া, জীবন্ত আদর্শরূপে তাহাকে স্বর্গের পথে পরিচালিত করে।

আর পার্থিব প্রেম,—যে প্রেম প্রেমময়কে ভুলাইয়া সংসারে বন্ধন করিয়া রাখে, উহা—বিষ,—শত্রু,—মোহ। তাহা স্রষ্টাকে দূরে সরাইয়া অনিত্য সুখ-সম্পদের বিচিত্র বর্ণরাগে হৃদয়কে অনুরঞ্জিত করে,—পারলৌকিক নিত্য-সম্বলের চিন্তা লোপ করিয়া ঐহিক জীবনেরই একমাত্র শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করে। ইহা নরকের দ্বার।

এই শ্রেণীর আসক্তিপরায়ণ ব্যক্তিরা মানবোচিত কর্ত্তব্যজ্ঞান বিসর্জ্জন দিয়া, ক্রমশঃ হীন পশ্বাচারের বশীভূত হইয়া পড়ে এবং স্বর্গের পথ হইতে স্খলিত হইয়া, নানাবিধ দুষ্কর্ম্মে দুর্লভ মানবজন্ম ক্ষয় করিয়া থাকে। ইহারাই বিধাতার অভিশপ্ত প্রাণী।

প্রেমের সৃষ্টি।

সহিলের পুত্র হজরত আব্দুল্লা তশ্‌তরি (রহঃ) বলিয়াছেন,—প্রেম সৃষ্ট হইয়া চারি সহস্র বৎসর পবিত্রতম আর্‌শের নিম্নদেশে অবস্থান পূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছিল,—“প্রভো! প্রত্যেক বস্তুর অবস্থিতির জন্য তুমি এক-একটী স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছ; আমার স্থান কোথায়?” আদেশ হইল,—“তোমার বাসস্থান আমার প্রেমিক দাসদিগের নির্ম্মল হৃদয়-মন্দিরে।” প্রেম পুনর্ব্বার প্রার্থনা করিল,—“দয়াময়! তোমার দুর্ব্বল দাসেরা কি আমার গুরুভার বহনে সমর্থ হইবে?” উত্তর হইল,—

হে প্রেম! তাহারা আমার পথে এতাদৃশ দৃঢ় পাদবিক্ষেপে ও স্থির সঙ্কল্প লইয়া অগ্রসর হইতেছে যে, যদি আকাশকে তাহাদের মস্তকে নিক্ষেপ করা যায়, তথাপি তাহারা আমা হইতে বিমুখ হইবে না। তুমি এই স্থানে থাকিয়া তাহাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে থাক।"

ধৈর্য্য ও কৃতজ্ঞতা।

জনৈক সাধুপুরুষের বদনে ক্ষত হইয়া কৃমি জন্মিয়াছিল এবং তজ্জন্য তাঁহার অনিন্দ্য মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। সাধু এই ক্লেশকর ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া ৫০ বৎসর অতিবাহিত করেন। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও খোদাতায়ালার উপাসনা হইতে বিরত হন নাই,—দিবারাত্র তাঁহার সাধন-ভজনে নিযুক্ত ছিলেন।

একদা একব্যক্তি তাঁহাকে বলিল—"হজরত, আপনি এবম্বিধ ক্লেশ-ভার নিবারণের জন্য খোদাতায়ালার নিকটে প্রার্থনা করেন না কেন?" তদুত্তরে তাপস বলিলেন,—"ভাই, আমার বন্ধুর ইচ্ছা,—আমি বিপদে ধৈর্য্যধারণ করি ও ধৈর্য্যশীল মহাত্মগণের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া প্রেরিত-পুরুষ আইউবের (আঃ) ন্যায় পুরস্কার প্রাপ্ত হই। পক্ষান্তরে তাঁহার প্রদত্ত বস্তুতে কৃতজ্ঞ হইয়া মহাকৃতজ্ঞ পুরুষপ্রবর হজরত সোলায়মানের (আঃ) ন্যায় শ্রেষ্ঠ পদগৌরবের অধিকারী হই।"

স্রষ্টার দাবি।

প্রেরিত পুরুষ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বলিয়াছেন,—খোদাতায়ালা হজরত দাউদকে (আঃ) বলিয়াছিলেন,—"হে দাউদ, যাহারা বিপদে

ধৈর্য্যধারণ করে না এবং আমার প্রদত্ত বস্তুর কৃতজ্ঞতা স্বীকারে কুণ্ঠিত হয়, তাহাদিগকে বলিয়া দাও, তাহারা যেন আমা ব্যতীত অন্য কোন খোদার অন্বেষণ করে এবং আমার আকাশ ও পৃথিবীর মধ্য হইতে বহির্গত হইয়া যায়। আমার দাসের অন্তরে পার্থিব প্রেমের সঞ্চার হইলে, তাহারা আমাকে ভুলিয়া যাইবে, এইজন্যই তাহাদিগকে আমি দুঃখ-বিপদে আক্রান্ত করি; ইহাতে তাহারা শুধু আমার প্রতিই আসক্ত হইয়া থাকে।"

বিশ্বাস ও সহিষ্ণুতা।

হজরত আইউব (আঃ) হজরত এব্রাহিমের (আঃ) বংশোদ্ভব আমুসের পুত্র। খোদাতায়ালা তাঁহাকে প্রচুর ধনসম্পত্তি প্রদান এবং প্রেরিত পদে বরণ করিয়া সিরিয়া প্রদেশে ধর্ম্মপ্রচার করিতে প্রেরণ করেন।

আইউব (আঃ) তথায় গমন করিয়া অহোরাত্র খোদাতায়ালার আদিষ্ট কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার ধর্ম্মপরায়ণতা দর্শন করিয়া শয়তানের অত্যন্ত হিংসা হইল। একদিন সে খোদাতায়ালার নিকটে প্রার্থনা করিল—"দয়াময়, তোমার দাস আইউব খুব সুখে-স্বচ্ছন্দে আছে,—তাহার প্রচুর ধন ও উপযুক্ত সন্তানাদি রহিয়াছে; যদি তাহার ধনসম্পত্তি ও সন্তানাদি বিনষ্ট কর, তবে তাহাকে আর তোমার অনুগত পাইবে না;—নিশ্চয় সে বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে।"

খোদাতায়ালা বলিলেন,—"শয়তান, তুমি মিথ্যা বলিতেছ; ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। আইউব আমার বিশেষ চিহ্নিত ও মনোনীত

ভৃত্য। যদি সহস্রবার তাহাকে বিপদগ্রস্ত করি, তথাপি সে বিচলিত হইবে না,—সকল পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হইবে।”

তখন শয়তান প্রার্থনা করিল—“প্রভো, আইউবের শরীর, সন্তানবর্গ এবং ধনসম্পত্তির উপর আমাকে ক্ষমতা প্রকাশ করিবার অধিকার প্রদান কর। তাহা হইলেই প্রকৃত অবস্থা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।”

ইহা শুনিয়া খোদাতায়ালা, আইউবের (আঃ) বাহ্য বস্তুর উপব শয়তানকে ক্ষমতা প্রদান করিলেন। আদেশ পাইবামাত্র শয়তান সমুদ্রকূলে উপনীত হইয়া তারস্বরে স্বীয় অনুচরবর্গকে আহ্বান করিতে লাগিল। অনুচরেরা প্রভুর আদেশ প্রার্থনা করিলে, শয়তান কহিল -- “দেখ, আদমকে যেমন বেহেশ ত (Heaven) হইতে বিতাড়িত করিয়া অশেষ দুর্গতিগ্রস্ত করিয়াছিলাম, আইউবকেও তেমনি বিপদাপন্ন করিবাব সময় উপস্থিত হইয়াছে। আমার আদেশ,—তোমরা তাহাব ধনসম্পত্তি দগ্ধ কর।”

তৎক্ষণাৎ শয়তানের সহচরেরা হজরত আইউবের (আঃ) গৃহাভিমুখে ছুটিল! তখন হজরত আইউব (আঃ) মসজেদে খোদাতায়ালার উপাসনা করিতে ছিলেন। শয়তান তাঁহাব পশ্চাদ্দিকে যাইয়া ডাকিয়া বলিল,—“আইউব, তুমি বিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছ;—আকাশ হইতে অগ্নি বর্ষিত হইয়া তোমার ধনসম্পত্তি দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে; তুমি এখনও খোদাতায়ালার উপাসনা করিতেছ ?”

শয়তানের প্ররোচনা মনে করিয়া হজরত আইউব (আঃ) এ কথাব কোনই উত্তর প্রদান করিলেন না। নিবিষ্টচিত্তে উপাসনা শেষ করিয়া উপবেশন করিলেন এবং বলিলেন,—“ধন্য: খোদাতায়ালাকে—যিনি আমাকে ধন দান করিয়াছেন ও অতঃপর তাহা গ্রহণ করিয়াছেন।”

হজরত পূর্ব্বের ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন এবং নামাজ পড়িতে আরম্ভ

করিলেন। ইহা দেখিয়া শয়তান বিমর্ষ ও লজ্জিত চিত্তে তথা হইতে প্রস্থান করিল!

হজরত আইউবের (আঃ) চতুর্দ্দশটী সন্তান ছিল;—৮টী পুত্র, ৬টী কন্যা। তাহারা একত্র বসিয়া সকলে আহার করিতেছিল। কেহ এক গ্রাস গলাধঃকরণ করিয়াছে,—কেহ মুখের কাছে অন্ন তুলিয়াছে মাত্র,—এমন সময় শয়তান তাহার অনুচরদল সহ তথায় উপস্থিত হইয়া, গৃহের প্রাচীর ভাঙিয়া তাহাদের মস্তকে নিক্ষেপ করিল। ইহাতে তাহাদের সকলেরই প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল।

শয়তানের আর আনন্দ ধরে না। সে প্রাণের আবেগে নৃত্য করিতে লাগিল। ছুটিয়া গিয়া, হজরত আইউবকে (আঃ) সম্বোধন করিয়া কহিল—"আইউব, খোদাতায়ালা তোমার সন্তানবর্গকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন; আর তুমি এখনও তাঁহার উপাসনা করিতেছ?"

হজরত আইউব (আঃ) ইহা শয়তানের বাক্য মনে করিয়া মুখ তুলিয়াও চাহিলেন না। তিনি মনোনিবেশ পূর্ব্বক নামাজ শেষ করিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন,—"ধন্য খোদাতায়ালাকে,—যিনি আমাকে পৃথিবীর মোহ-মায়া হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিলেন। এখন আমি নিবিষ্ট মনে তাঁহার উপাসনা করিতে পারিব।" এই কথা বলিয়া আবার নামাজ পড়িতে প্রবৃত্ত হইলেন। শয়তান ইহা দেখিয়া অনুতপ্ত প্রাণে প্রস্থান করিল!

কিয়ৎক্ষণ পরে শয়তান ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, হজরত তখনও নামাজ পড়িতেছেন। তখন তাঁহার নাসিকায় ফুৎকার দিয়া পলায়ন করিল। ইহাতে হজরত আইউবের (আঃ) শরীর বেদনাযুক্ত হইল। ঘর্ম্ম নিঃসরণের পর সর্ব্বাঙ্গ স্ফীত হইয়া উঠিল। তাঁহার সহধর্ম্মিণী

সতীকুল-শিরোমণি বিবি রহিমা বলিলেন,—"ধনসম্পত্তি ও সন্তানাদির শোকেই আপনার এই অবস্থা ঘটিয়াছে।"

ফলতঃ তাহা কিছুই নহে। শয়তানের চক্রান্তে ক্রমশঃ তাঁহার শরীর ফুলিতে লাগিল এবং সংক্রামক স্ফোটক সমূহ উদ্গত হইয়া, রক্ত, পুঁজ নিঃসারিত করিতে লাগিল। দিনে দিনে তাহাতে কীটাণু জন্মিল,—দুর্গন্ধে লোক টিকিতে পারে না, এরূপ অবস্থা দাঁড়াইল।

দুঃখের সময় যাহা স্বাভাবিক, হজরত আইউবের (আঃ) অদৃষ্টেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটিল না। প্রতিবেশী দূরের কথা—যাহারা নিকট আত্মীয়, তাহারাও তাঁহাকে ঘৃণা করিয়া তাড়াইতে লাগিল। তাঁহার তিন ভার্য্যা ছিল; সতী রহিমা ব্যতীত অপর দুই ভার্য্যা "তালাক" (বিবাহ-বন্ধনচ্ছেদন) লইয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গেলেন!

নগরের লোকেরা আসিয়া বিবি রহিমাকে বলিল,—"আমরা ভয় করিতেছি,—পাছে তোমার স্বামীর সংক্রামক ব্যাধি আমাদের সন্তান-সন্ততিদিগকে আক্রমণ করে; তুমি যদি তাঁহাকে লইয়া দূরান্তরে প্রস্থান না কর, তবে আমরা বলপূর্ব্বক তোমাদিগকে বাহির করিয়া দিব!"

এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া সতীর নয়নে অশ্রু দেখা দিল। পুত্রবিচ্ছেদের শোকশেলে যে নয়ন অশ্রুবিসর্জ্জন করে নাই,—ধনসম্পত্তির ধ্বংসে যে হৃদয় দমিত—ব্যথিত হয় নাই, আ'জ স্বামীর এই অসহনীয় দুর্দ্দশা দর্শনে তাহা অশ্রুসিক্ত হইল। অগত্যা তিনি স্বামীকে বস্ত্রাবৃত করিয়া পৃষ্ঠে তুলিয়া লইলেন এবং নির্জ্জন প্রান্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

কিয়দ্দূর গমনের পর সতী এক নিভৃত স্থানে স্বামীকে পৃষ্ঠ হইতে নামাইলেন, ইহা দেখিয়া পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোকেরা উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিল এবং ক্রোধে অধীর হইয়া বলিতে লাগিল,—"রহিমা, তুমি অতি

অন্যায় কার্য্য করিয়াছ। এখনই তোমার স্বামীকে এখান হইতে অন্যত্র লইয়া যাও;—আমরা কিছুতেই তাহাকে এস্থানে থাকিতে দিব না। যদি আমাদের কথা না শুন, তবে আইউবকে আমরা শিকারী কুকুরের ভক্ষ্য করিব।"

এই কথা শুনিয়া বিবি রহিমা ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং ললাটে করাঘাত পূর্ব্বক কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীকে লইয়া এক বনের ধারে উপস্থিত হইলেন। সেখানে সামান্য তৃণাদি সংগ্রহ পূর্ব্বক একটী ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন।

আ'জ হজরত আইউবের (আঃ) অবস্থার কি শোচনীয় পরিবর্ত্তন! রাজসিংহাসন যাঁহার আসন ছিল,—আজ তিনি পথের ভিখারী! আ'জ বিচালী তাঁহার শয্যা, প্রস্তরখণ্ড তাঁহার উপাধান, জল পানের আধার—প্রান্তরের ভগ্ন মৃৎপাত্রখণ্ড !! হা' অদৃষ্ট !!!

রহিমা স্বামীকে সেই ভগ্নকুটীরে শয়ন করাইয়া, আহার্য্য সংগ্রহের জন্য আকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি নিকটবর্ত্তী গ্রামের একজন ধনবান ব্যক্তির বাটীতে খাদ্য সংগ্রহের জন্য যাইতে মনস্থ করিলেন। ইহা দেখিয়া হজরত আইউব (আঃ) আর্ত্তনাদ করিয়া বলিলেন, "রহিমা, তুমি আমার প্রতি নির্দ্দয় হইও না;—দুর্ব্বল রোগীকে নিভৃত প্রান্তরে ফেলিয়া কোথায় যাইতেছ? ভাগ্যদোষে আ'জ আমি সহায়-সম্বল শক্তি সকলি হারাইয়াছি; কিন্তু রহিমা, শেষে কি আমি তোমাকেও হারাইলাম—তুমিও কি আমাকে ত্যাগ করিয়া চলিলে?"

স্বামীর কাতর উক্তিতে রহিমা স্থির থাকিতে পারিলেন না;—চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল অভিসিক্ত হইতে লাগিল। অদৃষ্টের তীব্র উপহাসে তাঁহার সুখের বাঁধ ভাঙিয়া গিয়াছিল সত্য; কিন্তু তখনও তিনি হৃদয়ের বল হারাণ নাই। তিনি স্বামীকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন,—"হৃদয়বল্লভ,

কোন চিন্তা করিও না ; আমার প্রাণ থাকিতে তোমাকে ত্যাগ করিয়া যাইব না। আমি তোমার আহারের জন্যই "মজুরী" করিতে যাইতেছি,— ঈশ্বর করেন, এখনই ফিরিয়া আসিব।"

এই বলিয়া তিনি এক গৃহস্থের বাড়ীতে গমন করিলেন এবং সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর কয়েক খণ্ড শুষ্ক রুটী লইয়া আসিয়া হজরত আইউবকে খাইতে দিলেন।

এইরূপে প্রতিদিন কায়িক পরিশ্রম দ্বারা রহিমা, স্বামীর জন্য আহার সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ক্রমে লোকে জানিতে পারিল,—রহিমা সেই সংক্রামক রোগপীড়িত বিতাড়িত আইউবের পত্নী। তখন সকলেই তাঁহাকে "দূর দূর" করিয়া তাড়াইতে লাগিল।

একদিন এমন অবস্থা দাঁড়াইল যে, কেহই তাঁহাকে একখানি শুষ্ক রুটী পর্য্যন্ত দান করিল না। তখন অনন্যোপায় হইয়া এক বিধর্ম্মী রুটীওয়ালার নিকট গিয়া তিনি একখানি রুটী প্রার্থনা করিলেন।

রুটীওয়ালার স্ত্রীর মাথায় চুলের বড় দুর্ভিক্ষ। তাই সে তাঁহার আজানুলম্বিত চিক্কণ কেশদাম দর্শনে ঈর্ষান্বিত হইয়া কহিল,—"তুমি যদি তোমার সমস্ত চুলগুলি কাটিয়া আমাকে দাও, তবেই রুটী দিতে পারি।"

উপায় নাই। স্বামীর ক্ষুৎপিপাসা এবং দারুণ রোগযন্ত্রণার কথা মনে করিয়া সতী তাহাতেই স্বীকৃতা হইলেন। রুটীওয়ালার স্ত্রী কৃপা-পরবশ হইয়া তাঁহাকে কেশের পরিবর্ত্তে ৪খানি রুটী দিল।

এদিকে নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইয়া গেল, তথাপি রহিমা ফিরিলেন না দেখিয়া, হজরত আইউব (আঃ) বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে একশত যষ্টির আঘাত করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন! রহিমা ফিরিয়া আসিয়া স্বামীকে তাঁহার বিলম্বের কারণ নিবেদন করিলেন। তখন হজরত

আইউব (আঃ) অত্যন্ত বিলাপ করিতে লাগিলেন। স্বামীগতপ্রাণা সতী তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করিয়া রুটী ভাঙিয়া আহার করাইলেন।

এই সময় হজরত আইউবের (আঃ) অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। সর্ব্বাঙ্গ, এমন কি রসনা পর্য্যন্ত কীটদলে পূর্ণ হইয়াছিল ;—নড়িবার শক্তিটুকুও ছিল না। মুখে "আল্লাহ্" নাম উচ্চারণ করিতে পারিতেন না,—মনে মনে তাঁহার গুণগান করিয়া শান্তিলাভ করিতেন।

বিপদ কখন একাকী আইসে না। এক বিপদের সঙ্গে সঙ্গে কত অসংখ্য বিপদ আসিয়া দুর্ব্বল মানব-হৃদয়কে নিয়ত নিষ্পেষণ করিতেছে, সংসারে তাহার প্রমাণের অভাব নাই। হজরত আইউবও নিয়তির সেই নিষ্পেষণ-চক্রে নিপতিত হইলেন। একে তিনি অন্তিম শয্যায় শয়ান, তাহাতে আবার প্রবল ঝটিকায় তাঁহার উষ্ট্রদল প্রাণত্যাগ করিল, গৃহপালিত ছাগ-মেষাদি বন্যায় ভাসিয়া গেল, বাত্যাঘাতে ক্ষেত্রের শস্যসমূহ বিনষ্ট হইল,—তাঁহার সকল আশা নির্ম্মূল হইল !

একদিন রৌদ্রতাপে একটী ক্ষুদ্র কীট তাঁহার ক্ষতস্থান হইতে উত্তপ্ত বালুকার উপর পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া হজরত আইউবের (আঃ) প্রাণে দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি সযত্নে কীটটিকে তুলিয়া তাহার পূর্ব্ব বাসস্থানে রাখিয়া দিলেন। তৎকালে তাঁহার শরীরের তাবৎ মাংস কীটের উদরসাৎ হইয়াছিল,—ছিল কেবল কয়েকখানি অস্থি ও হৃৎপিণ্ড।

শয়তানের তখন সুখের সীমা নাই। সে তাহার অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে দেখিয়া, হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া ব্যঙ্গ করিয়া বলিল,—"কেমন্ আইউব, এখনও কি দয়াময়ের দয়ার কথাটা ভুলিতে পার নাই ?—আর বাকী কি ?—ধন, জন, সন্তান, শক্তি সমস্তই তো গিয়াছে ; এখনও কি প্রভুর নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকারের মায়াপাশ কাটাইতে পার নাই ?"

হজরত তাহাকে কিছুই বলিলেন না ;—নীরবে প্রতিপালকের নিকট "হৃদয়ের বল" ভিক্ষা করিলেন।

যখন শরীরের অবস্থা নিতান্ত মন্দ হইয়া আসিল,—কীটাণুপুঞ্জ হৃৎপিণ্ডে দংশন করিতে লাগিল, তখন অসহ্য যাতনায় অধীর হইয়া এক দিন আইউব (আঃ) খোদাতায়ালার নিকটে আরোগ্য কামনা করিলেন।

পবিত্র কোরান শরীফে উক্ত হইয়াছে,—"আমার দাস আইউবকে স্মরণ কর, সে যখন প্রতিপালককে ডাকিল যে, নিশ্চয় শয়তান আমাকে উৎপীড়ন ও যন্ত্রণা দ্বারা আক্রমণ করিয়াছে," তখন খোদাতায়ালা আদেশ করিলেন,—কোরান শরীফের বাণী—"তুমি আপন পদদ্বারা (ভূমিতে) আঘাত কর; এই স্থানের জল শীতল ও পানীয়।"

তখন হজরত আইউব (আঃ) মৃত্তিকায় পদাঘাত করিলেন। তাহাতে দুইটী প্রস্রবণ প্রবাহিত হইল,—একটী উষ্ণ, অপরটী শীতল। উষ্ণটী তাঁহার স্নানের জন্য,—শীতলটী পানীয় জলের নিমিত্ত।

অত্যল্প কালের মধ্যে হজরত সেই উষ্ণ প্রস্রবণে অবগাহন করিয়া ব্যাধিমুক্ত হইলেন এবং শীতল জল পান করিয়া আভ্যন্তরিক পীড়াগুলির হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিলেন।

তাঁহার পূর্ব্বলাবণ্য সমধিক পরিবর্দ্ধিত হইল।

তখন তাঁহার প্রতিজ্ঞা—সেই রহিমাকে একশত কষাঘাতের কথা মনে পড়িল! যদিও কাজটা তিনি নিষ্ঠুরোচিত বলিয়া বুঝিতেছিলেন, কিন্তু তখন আর উপায় ছিল না ;—তিনি সে সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিয়াছিলেন ; সুতরাং প্রতিজ্ঞাভঙ্গের পাপে লিপ্ত হইবার ভয়ে কর্ত্তব্য-পালনে বদ্ধপরিকর হইলেন।

মহা কোরানে উক্ত হইয়াছে—"এবং (বলিলাম) স্বহস্তে একশত

শুষ্ক গমের গাছ গ্রহণ কর, পরে তদ্দ্বারা স্পর্শ কর,—শপথ ভঙ্গ করিও না।”

তখন তিনি তাহাই করিলেন। ধন্য আইউব,—ধন্য তোমার বিশ্বাস ও সহিষ্ণুতা! অষ্টাদশ বৎসর অসহ্য রোগযাতনা ভোগ করিয়াও তুমি তিলেকের তরে করুণাময়ের প্রতি অবিশ্বাসী হও নাই! সকল অবস্থাতেই তাঁহার গুণানুবাদে নিবিষ্ট ছিলে। তোমার ন্যায় সত্য-বিশ্বাসী-ই তাঁহার প্রকৃত দাস।

খোদাতায়ালা আইউবের (আঃ) এই অসাধারণ মনোবল, বিশ্বাস ও সহিষ্ণুতা দর্শনে পুনর্ব্বার তাঁহাকে তাঁহার হারাণো সন্তান-সন্ততি প্রত্যর্পণ করিলেন,—তাহারা পুনর্জ্জীবিত হইল। ধনসম্পত্তি যাহা নষ্ট হইয়াছিল, তাহা দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত করিয়া ফিরাইয়া দিলেন।

এ সম্বন্ধে কোরান শরীফে উক্ত হইয়াছে—“আমার নিজের দয়া বশতঃ এবং বুদ্ধিমান লোকদিগের উপদেশের জন্য, তাহাকে আমি তাহার পরিজন ও তাহাদের অনুরূপ তাহাদিগের সঙ্গী দান করিলাম।”

কথিত আছে,—রোগমুক্তির পর প্রেরিত পুরুষ আইউবের (আঃ) শরীরের একটা কীট সমুদ্রে ও একটী ভূমিতলে নিক্ষেপ করিবার আদেশ হয়। তিনি তদনুসারে একটী সমুদ্রে এবং অপরটী ভূমিতে নিক্ষেপ করেন। যে-টী সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহাতে “জলৌকার” সৃষ্টি এবং ভূমিতলে নিক্ষিপ্ত কীট হইতে মধুমক্ষিকার জন্ম হয়।*

ভ্রাতঃ! ধর্ম্মজীবন লাভের বাসনা থাকিলে এবং খোদা-সম্মিলনের আশা করিলে সহিষ্ণু আইউবের (আঃ) দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর;—এই

* হজরত আইউব ও বিবি রহিমা সম্বন্ধে বিস্তারিত জানিতে হইলে মৎপ্রণীত “বিবি রহিমা” দেখুন। নূর লাইব্রেরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

প্রকার একনিষ্ঠ প্রেম, গভীর বিশ্বাস এবং অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতা ব্যতীত ধর্ম্ম-জীবন লাভ হয় না।

প্রেমের মূল্য।

একদা হজরত মুসা (আঃ) তুর পর্ব্বতে খোদাতায়ালার সমীপে প্রার্থনা করিতে যাইতেছিলেন। দেখিলেন,—একজন তাপস পথের ধারে একটী ক্ষুদ্র কুটীরে বসিয়া আছেন। সাধু, হজরত মুসাকে (আঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোথায় যাওয়া হইতেছে?" হজরত বলিলেন,—"তুর পর্ব্বতে,—প্রার্থনা করিতে।" তাপস কহিলেন,—"আমার জন্য একটু' প্রার্থনা করিও এবং বন্ধুকে বলিও যে, আমার অন্তরে যেন তাঁহার পবিত্র প্রেমের এক বিন্দু বিতরণ করেন।"

হজরত মুসা (আঃ) চলিয়া গেলেন এবং আপনার প্রার্থনা শেষ করিয়া উঠিলেন।

এমন সময় দৈববাণী হইল,—"হে মুসা, তুমি কি আমার বন্ধুর প্রার্থিত বিষয়ের কথা ভুলিয়া গেলে?"

মুসা (আঃ) অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন,—"প্রভু, সকল বিষয়-ই তুমি অবগত আছ।" তৎপর তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ফিরিয়া আসিয়া আর সাধুকে তথায় দেখিতে পাইলেন না।

প্রার্থনা করিলেন,—"দয়াময়, তোমার দাস সম্বন্ধীয় রহস্য অবগত কর।" আদেশ হইল,—"সে তোমা হইতে পলায়ন করিয়াছে।" হজরত বলিলেন,—"কেন?—আমা হইতে তাঁহার পৃথক হইবার কারণ কি?" উত্তর হইল,—"হে মুসা, আমার সহিত যাহারা প্রেম করে,

তাহারা মনুষ্যসঙ্গ ভালবাসে না।" মুসা বলিলেন,—"প্রভো, আমাকে তাঁহার দর্শনলাভ করাও।" আদেশ হইল,—"যাও,—অমুক পর্ব্বতে তাহার সহিত দেখা হইবে।"

হজরত মুসা (আঃ) সেখানে যাইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। দেখিলেন,—পর্ব্বত হইতে পড়িয়া গিয়া, প্রস্তরাঘাতে সাধুর হস্তপদ ভাঙিয়া গিয়াছে, তাঁহাব উত্থান-শক্তি রহিত,—বাক্‌শক্তি তিরোহিত !

তিনি সাশ্চর্য্যে প্রার্থনা কবিলেন,—"প্রভু, একি ব্যাপার ?—আমি তো ইহার কোন তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলাম না !"

খোদাতায়ালা বলিলেন,—"হে মুসা, ইহার অন্তরে আমার প্রেমের যে অপূর্ব্ব সমাবেশ হইয়াছে, তাহার এক বিন্দু এই পর্ব্বত-পৃষ্ঠে পতিত হইলে, পর্ব্বত গলিয়া মিশাইয়া যাইত ;—পর্ব্বত-ও তাহা সহ্য করিতে পারিত না ! মুসা, আমি আমার বন্ধুদিগের প্রতি পৃথিবীতে এইরূপ ব্যবহার-ই করিয়া থাকি। কিন্তু দেখ,—পরলোকে তাহাদের জন্য কি সুখ-সম্পদের-ই না আয়োজন করিয়া রাখিয়াছি !"

তখন হজরত মুসা (আঃ) দিব্যচক্ষে দেখিলেন,—সেই মহাপুরুষ পৃথিবী অপেক্ষা সপ্ততিগুণ অধিক সমুজ্জ্বল এক বিস্তৃত হর্ম্ম্যে রত্নসিংহাসনে সমাসীন রহিয়াছেন ;—তাঁহার চারি পার্শ্বে স্বর্গের হুরিগণ দাঁড়াইয়া !

খোদাতায়ালা বলিলেন,—"মুসা, ইহাই আমার প্রেমের চরম পুরস্কার নহে ;—এতদ্ব্যতীত প্রতি মুহূর্ত্তে আমি তাহাকে দর্শনদানে কৃতার্থ করিতেছি। ইহাই তাহার প্রেমের মূল্য।"

তন্ময়তা।

সুফী কএস (রহঃ) বিশ্বাসে শৈল সদৃশ অটল এবং তত্ত্বজ্ঞানে পয়োনিধিব ন্যায় গভীর জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার এক পাদমূলে কুষ্ঠরোগ জন্মিয়াছিল। তাহাতে তিনি উঠিতে-বসিতে বিস্তর ক্লেশভোগ করিতেছিলেন। ইহা দেখিয়া জনৈক লোক তাঁহাকে পা'খানি কাটিয়া ফেলিবাব পরামর্শ দিল। তাহাতে তিনি বলিলেন, "আমার প্রতি যাহা ঘটিবে, তাহা সম্পূর্ণরূপে আমার প্রিয়তমেব ইচ্ছাধীন। তাঁহার কার্য্য দান করা,—আমার কার্য্য গ্রহণ করা ; গ্রহণ-বর্জ্জনে আমার ক্ষমতা কি ?"

এইরূপে কতিপয় দিবস অতীত হইলে, সুফীর পীড়া অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল। তখন তিনি একদিন প্রার্থনা করিলেন,—"প্রভো, যদি তুমি ইহা অপেক্ষাও আমাকে অধিক বিপদে পাতিত কর, তথাপি তোমা হইতে বিমুখ হইব না ; কিন্তু দেহ ও পদ দ্বারা আর তো তোমার উপাসনা হয় না,—ইহার ছেদন হওয়াই ভাল।"

এই প্রার্থনা শুনিয়া নিকটস্থ এক ব্যক্তি নিবেদন করিল,—"হজরত, আদেশ হইলে অস্ত্র-চিকিৎসককে ডাকিয়া আনি। তিনি ঔষধের সাহায্যে আপনাকে অজ্ঞান করিয়া সহজেই পা'খানি কাটিয়া দিতে পারিবেন।"

হজরত কোরান শরীফ শুনিতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। কখন কখন এতাদৃশ মুগ্ধ হইতেন যে, তাঁহার বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইয়া যাইত। তিনি বলিলেন,—"ভাই, অস্ত্র-চিকিৎসককে ডাকিতে হইবে না। একজন উত্তম "কারীকে" (বিশুদ্ধ ও সুকণ্ঠ কোরান পাঠক) ডাক ;— তাঁহার নিকট কোরান শুনিতে শুনিতে আমার যখন ভাব আসিবে, সেই

সময় আমার পা' কেন,—দেহ হইতে মস্তকচ্যুত করিলেও আমি কষ্টবোধ করিব না।"

তখন তাহাই করা হইল। সূফী কোরান শুনিতে শুনিতে ভাবের আবেশে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। ইত্যবসরে অস্ত্র-চিকিৎসক তাঁহার পা'খানি কাটিয়া দিলেন। তিনি কিছুই জানিতে পারিলেন না।

যখন জ্ঞান হইল, তখন তিনি সেই কাটা পা'খানি দর্শন করিয়া বলিলেন,—"প্রভো, তুমি যখন ইচ্ছা করিয়াছ, এই চরণ সৃষ্ট হইয়াছে, আবার যখন ইচ্ছা করিলে কর্ত্তন করাইয়া ফেলিলে! উভয় অবস্থাতেই আমি তোমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। প্রভো, ইহা সেই চরণ যাহা মহাবিচারের দিন সাক্ষ্যদান করিবে যে, সূচ্যগ্র পরিমাণও তোমার আদেশের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয় নাই।"

চোরের জীবন।

তাপসপ্রবর হজরত বশর হাফি (রহঃ) বলিয়াছেন,—একদিন আমি বোগদাদের কোন এক স্থানে একজন প্রেমিক সাধুকে দেখিয়াছিলাম, লোকে চোর অনুমানে তাঁহাকে বাঁধিয়া প্রহার করিতেছে! কিন্তু তিনি আর্ত্তনাদ না করিয়া ধৈর্য্যধারণ পূর্ব্বক হাস্য করিতেছেন! ইহা দেখিয়া তাহাদের মধ্যে একজন লোক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"এত আঘাত পাইয়াও কাঁদিতেছ না যে?" তাহাতে তিনি বলিলেন,—"আমার বন্ধু সাক্ষাৎ বিদ্যমান রহিয়াছেন, তিনি সমুদয়-ই দর্শন করিতেছেন, এমত অবস্থায় বিপদে ধৈর্য্যধারণ না করিয়া রোদন করিব কেন?"

এতচ্ছ্রবণে এক ব্যক্তি তাঁহাকে বলিল,—"যদি তুমি তাঁহাকে এখন

দেখিতে পাও, তবে কি কর?" এই কথা শুনিয়া তাপসের প্রেমাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল,—তিনি চীৎকার করিয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রাণবায়ু অনন্ত কালসাগরে মিশিয়া গেল।

কয়েদীর কথা।

একদা তপস্বী হজরত শিবলী (রহঃ) ভাবাবেশে মত্ত হইয়া বোগদাদ নগরের পথে ভ্রমণ করিতেছিলেন। যাইতে যাইতে একস্থানে তিনি একটী জীর্ণ শীর্ণ যুবককে লৌহশৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। সে অধোবদনে মৃদু মৃদু কি যেন বলিতেছিল। হঠাং চোখ তুলিয়া চাহিতেই হজরত শিবলীর (রহঃ) দিকে তাহার দৃষ্টি নিপতিত হইল।

শিবলীকে (রহঃ) দেখিয়া যুবক স্মিতমুখে কহিল,—"মহাত্মন্! আপনি খোদাতায়ালার অনুগৃহীত ব্যক্তি। আমার সেলামের পর আমার বন্ধুকে এই সংবাদ দিবেন যে, যদি তিনি গগনমণ্ডলকে আমার কণ্ঠরজ্জুতে এবং ভূবলয়কে পাদ-শৃঙ্খলে পরিণত করেন, তথাপি তাঁহার দাস তৎ-সান্নিধ্য হইতে দূরে প্রস্থান করিবে না।"

এতচ্ছ্রবণে হজরত শিবলী (রহঃ) অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তিনি খোদাতায়ালার কাছে এক সময় প্রার্থনা করিলেন,—"এলাহি, তুমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিপালক; লোকে বন্ধুকে প্রেম করে, শত্রুকে শাসন করে; কিন্তু তুমি বন্ধুকে উৎপীড়ন ও শত্রুকে সুখসম্পদ প্রদান কর, এ কি?"

আদেশ হইল,—"শিব্লি! রসনা সংযত কর,—শিষ্টাচারের সীমা অতিক্রম করিও না। আমাকে যে প্রেম করে, আমি তাহাকে বিপদ-

গ্রস্ত করি। আমি যাহাকে প্রেম করি, তাহার শিরশ্ছেদ করিয়া থাকি ; কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখিও যে, সেই প্রবাহিত শোণিত-স্রোতের বিনিময়ে আমি তাহাকে আমার দর্শন দানে কৃতার্থ করিয়া থাকি।"

রাজর্ষির দীনতা।

তাপসকুলাগ্রগণ্য রাজর্ষি হজরত এব্রাহিম আদ্‌হাম (রহঃ) বল্‌খ প্রদেশের অধিপতি ছিলেন। এক সুবিশাল সাম্রাজ্য তাঁহার শাসনাধীন ছিল ; কিন্তু পরিশেষে তিনি রাজ্যধন যথাসর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া বনচারী হন এবং বহুকাল কঠোর তপশ্চর্য্যায় নিযুক্ত থাকিয়া উন্নত ধর্ম্মজীবন লাভ করেন।

একদিন রাজর্ষি ভাবাবেশে মত্ত হইয়া পথ চলিতেছিলেন, এমন সময় অনবধানতা বশতঃ একব্যক্তির চরণ মর্দ্দন করিলেন। তাহাতে সে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে এক চপেটাঘাত করিল। কিন্তু হজরত এব্রাহিম (রহঃ) ক্ষমতা সত্ত্বেও তাহার প্রতিশোধ লইলেন না। শান্তভাবে বলিলেন,—"সখে! ইহা এরূপ মুখ নহে যে, সামান্য আঘাতে তোমাকে ত্যাগ করিয়া অন্যত্র প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। প্রভো, যদি আকাশ ও পৃথিবী দ্বারা যন্ত্রপেষণীর ন্যায় আমাকে পেষণ কর, তথাপি তোমা' হইতে বিমুখ হইব না।"

কি অপূর্ব্ব সংযম!

খলিফার মহত্ত্ব।

খেতাবের পুত্র হজরত ওমর (রাঃ) প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদের (দঃ) দ্বিতীয় পারিষদ ছিলেন। প্রধান পারিষদ হজরত আবু বকরের (রাঃ) পরলোক গমনের পর তিনিই এস্‌লাম সাম্রাজ্যের আধিপত্য গ্রহণ করেন এবং মুসলমানদিগের নেতৃপদে অভিষিক্ত হন। তাঁহার আধিপত্য কালে মুসলমানদিগের দুর্জ্জয় প্রতাপে সমগ্র জগৎ কম্পিত হইয়াছিল। ৩৬ সহস্র গ্রাম ও নগর তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। তিনি একদিকে যেমন অমিত পরাক্রমশালী, তেজস্বী, ধর্ম্মভীরু ও ন্যায়পরায়ণ খলিফা ছিলেন, অপরদিকে তেমনি ঈশ্বরানুরাগী সাধুমণ্ডলীর অগ্রগণ্য ও সংসার-বিরাগী প্রেমিক ঋষিদিগের শিরোভূষণ ছিলেন। অতুল রাজ্য-সম্পদের অধিকারী হইয়াও পদ্মপত্রের জলের ন্যায় তিনি সংসারে নির্লিপ্ত ছিলেন। তাঁহার আহারে, বিহারে আশ্চর্য্য বৈরাগ্য ছিল,—সামান্য আহারে দিনযাপন করিতেন, যষ্টি হস্তে একাকী যথেচ্ছা ভ্রমণ করিতেন, প্রাসাদে অবস্থিতি না করিয়া মস্‌জেদে ও তরুতলে অবস্থান করিয়া খোদানুধ্যান ও খোদাপাদ-স্মরণে দিনাতিবাহিত করিতেন।

একদিন তিনিও অনবধানতা বশতঃ এক ব্যক্তির চরণ মর্দ্দন করিয়াছিলেন। সে তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া "অন্ধ" বলিয়া গালি দিল। খলিফা ইহাতে বিরক্ত না হইয়া প্রশান্তস্বরে কহিলেন,—"ভাই, আমাকে ক্ষমা কর, আমি অন্ধ নহি,—অপরাধী।"

মহাত্মা শেখ সাদী (রহঃ) বলিয়াছেন,—

"প্রকৃত মানব যেবা বিনয়ী সে হয়,
পুরুষত্বহীন জন নিষ্প্রভ নিশ্চয়।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মাতাল।

অতুল বিদ্যাবিশারদ, গভীর তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন মহর্ষি হজরত জোনেদ বোগদাদি (রহঃ) একদিন বোগদাদ নগরের এক পথে জনৈক অপরিচিত যুবককে দেখিতে পাইলেন ;—সে কর্দ্দমের উপর দিয়া মত্ত মাতালের মত টলিতে টলিতে চলিয়াছে। মহর্ষি তাহাকে সুরাসেবী বিবেচনা করিয়া বলিলেন,—"পা' স্থির রাখ, পড়িয়া যাইবে!"

সে বলিল,—"জোনেদ, তুমি স্বীয় চরণ স্থির রাখিও ; যেহেতু তুমি ধার্ম্মিক ঋষি। সমগ্র বোগদাদ তোমার আদর্শের অনুগামী। আমি পড়িলে বিশেষ কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি হইবে না,—উহাতে কেবল আমি একাই পড়িব ; কিন্তু তুমি পড়িলে, তোমার সেই পতন সহজ হইবে না,—সমুদয় বোগদাদ তাহাতে পতিত হইবে এবং নরকের সম্মুখীন হইবে।"

এমন সময় দৈববাণী হইল,—"জোনেদ, এই যুবক আমার প্রেমমদিরা পানে প্রমত্ত ;—ইহাকে আঙুরের আসবে মত্ত মনে করিও না। নিশ্চয় তুমি স্বীয় অনভিজ্ঞতা বশতঃ সুরাপায়ী বলিয়া ইহাকে অবজ্ঞা করিয়াছ।"

ইহা শুনিয়া হজরত জোনেদ অত্যন্ত ভীত ও লজ্জিত হইলেন। ৪০ দিন পর্য্যন্ত ক্রন্দন করিয়া খোদাতায়ালার নিকট ক্ষমাভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

ভ্রাতঃ স্থূলদর্শী সংসারী! দরিদ্রকে দেখিয়া ঘৃণা করিও না। খোদা-

তায়ীলার প্রিয় কিঙ্করগণ এই বেশেই অবস্থান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বাহ্যিক ব্যবহার তোমার ঘৃণার উদ্রেক করিতে পারে; কিন্তু তাঁহাদের হৃদয়গুহা কোটি কোহিনূরের উজ্জ্বল স্নিগ্ধ কিরণমালায় সমুদ্ভাসিত। তাঁহাদের লক্ষ্য—এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অধিপতি—দয়াময় খোদাতায়ীলার দিকে।

প্রেম-সাধনা।

হজরত দাউদের (আঃ) প্রতি এই আদেশ হইয়াছিল,—"হে দাউদ, যে ব্যক্তি আমার প্রেমের দাবী করে, অথচ সমগ্র রজনী সাধনভজন না করিয়া ভার্য্যা ও সন্তানাদির সহিত নিদ্রাসুখ ভোগ করে, তাহাকে বলিয়া দাও, সে মিথ্যাবাদী।"

খোদাতায়ীলা, হজরত নূহ্‌কে (আঃ) বলিয়াছিলেন,—"হে নূহ্‌! শিশু যেমন স্বীয় জননী ব্যতীত অন্যকে জানে না,—ভালবাসে না, জীবনের সম্পূর্ণ ভার জননীকে সমর্পণ করিয়া থাকে,—জননী-ই যেমন তাহার হৃদয়ের একমাত্র লক্ষ্য; আমার বন্ধুগণও তদ্রূপ আমা ভিন্ন পার্থিব অন্য কোন বস্তুকে প্রেমের চক্ষুতে নিরীক্ষণ করে না;—জীবনের সমুদয় কার্য্য আমার প্রতি অর্পণ করিয়া নিরুদ্বেগে কালযাপন করে, আমি ভিন্ন তাহাদের জীবনের অপর কোন লক্ষ্যই থাকে না।"

মহাত্মা সাদী (রহঃ) বলিয়াছেন,—

"প্রসন্ন সে মন যেই মুগ্ধ প্রিয়াননে,
প্রসন্ন সে জন যার স্থিতি প্রিয়-সনে।"

প্রেমের প্রতিদান।

একদিন হজরত মুসা (আঃ) এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—"দয়াময়! আমি তোমার কোন এক প্রিয় ব্যক্তিকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করি।"

তখন তুর পর্ব্বতে গমনের আদেশ হইল।

তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া এক ক্ষত বিক্ষত দেহ, শিথিল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, মরণোন্মুখ সাধুকে দেখিতে পাইলেন। নিকটে গিয়া শুনিতে পাইলেন—সাধু গুন্ গুন্ স্বরে খোদাতায়ালার গুণানুবাদ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশে নিযুক্ত রহিয়াছেন।

এতদ্দর্শনে হজরত মুসা (আঃ) অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আর্য্য, আপনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিকৃত, শরীর ক্ষত বিক্ষত। এমত অবস্থায় খোদাতায়ালাকে ধন্যবাদ দিতেছেন কেন?"

সাধু বলিলেন—"দুইটী বিষয়ের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। ১ম—আমার রসনা তাঁহার নামোচ্চরণে সমর্থ; ২য়—আমার অন্তর সর্ব্বদা তাঁহার প্রেমে সঞ্জীবিত রহিয়াছে।"

হজরত মুসা (আঃ) প্রশ্ন করিলেন—"কতদিন যাবৎ আপনার এই অবস্থা?" বলিলেন—"শত বৎসর।" তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে আপনার মনে কোন বাসনার উদ্রেক হইয়াছিল কি?" সাধু বলিলেন,—"হাঁ, দুইটী বিষয়ে অভিলাষ রহিয়াছে। ১ম—প্রেরিতপুরুষ মুসার সাক্ষাৎলাভ। ২য়—শীতল জল পান।"

হজরত মুসা (আঃ) বলিলেন,—"খোদাতায়ালা আপনার বাসনা পূর্ণ করুন;—আমি-ই সেই মুসা।" এই বলিয়া তিনি শীতল জলের অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। জল লইয়া আসিয়া দেখিলেন,—সাধু

ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। হিংস্রজন্তুরা তাঁহার শবদেহ ভক্ষণ করিয়া ফেলিয়াছে।

ইহা দেখিয়া হজরত মুসা (আঃ) ব্যথিত চিত্তে রোদন করিতে লাগিলেন এবং প্রার্থনা করিলেন—"প্রভো! এই কি তোমার বন্ধুর প্রতি ব্যবহার?"

আদেশ হইল—"হে মুসা! যে আমার প্রেমের দাবী করে, তাহার পক্ষে সংসার-সুখের আশা করা সমুচিত নহে।"

তদ্গতচিত্ত তাপস।

তাপস প্রবর হজরত বশর হাফি (রহঃ) বলিয়াছেন,—একদা আমি এক প্রেমিক সাধুকে মৃত্তিকায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম;—মক্ষিকাদল তাঁহার শরীরের মাংস তৃপ্তির সহিত ভক্ষণ করিতেছে। এইরূপ বিপদাপন্ন হইয়াও তিনি মুখে সর্ব্বদা "আল্লাহ্" "আল্লাহ্" বলিতেছেন! তাঁহার অবস্থা সম্বন্ধে কোন এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করায়, সে উত্তর করিল,—৪০ বৎসর যাবৎ ইঁহার এই অবস্থা।

তখন আমি সদয়ভাবে তাঁহার মস্তকটী আমার ক্রোড়ে ধারণ করিলাম। ইহাতে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"কে তুমি, আমার বন্ধুর স্মরণ হইতে আমাকে অন্যমনস্ক করিলে এবং তাঁহা হইতে আমাকে পৃথক করিয়া দিলে!" এই বলিয়া মস্তকটী তুলিয়া আবার পূর্ব্বের ন্যায় ভূমিতে রাখিয়া দিলেন!!

মশ্বাতার কাহিনী।

মিশরাধিপতি আল্লাদ্রোহী ফের্‌ওন আত্মপূজা প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষায় স্বরাজ্যে এইরূপ ঘোষণা করিয়া দিল যে,—"আমি-ই তোমাদের শ্রেষ্ঠ উপাস্য—খোদা। আমারই অর্চ্চনা করিতে হইবে। যে কেহ এই আদেশ অমান্য করিবে, তাহার শিরশ্ছেদ করা হইবে।"

দুর্ব্বৃত্তের এই কঠোর আদেশ শুনিয়া মিশরবাসী অজ্ঞ জনসাধারণ অত্যন্ত ভীত হইল এবং তাহাকেই একমাত্র খোদা জ্ঞানে কায়মনে অর্চ্চনা করিতে লাগিল।

ফের্‌ওনের অন্তঃপুরে তাহার কন্যার এক কেশ-বিন্যাসকারিণী ছিল; আরব্য ভাষায় তাহাকে "মশ্বাতা" কহে। ফের্‌ওনের প্রতি তাহার আদৌ ভক্তি-বিশ্বাস ছিল না। সে হজরত ইউসফের (আঃ) প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মানুযায়ী, রাত্রিকালে গোপনে উপাসনা করিত এবং দিবসে পরিচারিকার কার্য্য করিত। তাহার এই ব্যাপার বহুদিন যাবৎ কেহই জানিতে পারে নাই।

একদিন মশ্বাতা, ফের্‌ওন-কন্যার চুল বাঁধিয়া দিতেছিল; হঠাৎ তাহার হাত হইতে চিরুণীখানি পড়িয়া গেল। মশ্বাতা "বিস্‌মিল্লা" বলিয়া চিরুণীখানি কুড়াইয়া লইল। এই কথা শুনিয়া ফের্‌ওন-কন্যা কহিল—"মশ্বাতা, তুমি যাহা বলিলে, তাহা আমার পিতার নাম।" ইহাতে মশ্বাতা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল,—"পাপীয়সি, মুখ বন্ধ কর্;—যিনি অনন্ত আকাশে ভ্রাম্যমাণ নক্ষত্রপুঞ্জ এবং অনন্ত জগতে অশেষবিধ তরু-লতা-জীবজন্তুর সৃষ্টি করিয়া কল্পনাতীত মহিমা ও শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, এই পবিত্র নাম সেই মহিমময় খোদাতায়ালার। মানব

মাত্রেই তাঁহার দাস; সুতরাং দাসের এমন্ কি ক্ষমতা যে, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে স্বীয় প্রভুর নামে আপনাকে অভিহিত করে!"

কন্যা অবিলম্বে এই কথা পিতার গোচরীভূত করিল। দুর্দ্দান্ত ফের্‌ওন দাসীর ধৃষ্টতায় জ্বলিয়া উঠিল। মশ্বাতাকে ধরিয়া আনিবার জন্য তৎক্ষণাৎ রাজার প্রহরিগণ ছুটিয়া চলিল!

বন্দিনী, রাজসমক্ষে আনীত হইলে ফের্‌ওন কহিল,—"মশ্বাতা, আমা ছাড়া আরও এক খোদাতায়ালা আছেন, তুমি আর এমন কথা বলিও না। আমার দয়া ও মহিমার প্রতি বিশ্বাসী হও।"

মশ্বাতা কহিল—"করুণাময়, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। অনন্ত শক্তিশালী খোদাতায়ালার নিকটে তুমি অতি তুচ্ছ;—সুতরাং তুমি তাঁহার নাম গ্রহণের দাবী করিতে পার না। এতদিন অতি সংগোপনে যে মহানাম হৃদয়ে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, ঘটনাচক্রে তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া, তৎপ্রতি বিশ্বাস হারাইতে পারি না। বরং মরিব;—তথাপি ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে অধর্ম্ম ক্রয় করিয়া হৃদয় কলুষিত করিব না।"

মশ্বাতার এই তেজোগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া ফের্‌ওন প্রথমতঃ অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িল। কারণ সাধারণ্যে এই সকল কথা যত বেশী আলোচিত হইবে, রাজ্যে ততই শাসন-শৃঙ্খলা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। লোকে আর তাহাকে খোদা বলিয়া বিশ্বাস করিতে চাহিবে না। সুতরাং দণ্ড, পুরস্কার প্রভৃতির ভয় ও প্রলোভন দেখাইয়া তাহাকে বাধ্য করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু মশ্বাতা বিশ্বাসে অচলবৎ অটল। ফের্‌ওনের কথায় সে কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত হইল না;—বরং নির্ভীক হৃদয়ে বলিল,—"আমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেও আমি তোমাকে খোদাজ্ঞানে পূজা করিতে পারিব না।"

বিফলমনোরথ হইয়া ফেরূওন, মন্ত্রী হামানকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিল। মন্ত্রী কহিল,—"জাঁহাপানা, আজ'কার মত মশ্বাতাকে কারাগারে রাখিবার আদেশ করুন; দেখা যাউক তাহাতে উহার মনোভাবের পরিবর্ত্তন হয় কি না।" তাহাই হইল। দুঃখিনী মশ্বাতাকে কারাগারে প্রেরণ করা হইল।

নির্জ্জন কারাগারে মশ্বাতার হৃদয়াবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে প্রার্থনা করিল,—"দয়াময়! আমি তোমাকে প্রেম করিয়া শেষে কি না তোমার শত্রুর কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলাম!" দৈববাণী হইল—"মশ্বাতা, স্থির হও; যে আমার সৃষ্ট বস্তুকে প্রেমের চক্ষে নিরীক্ষণ করে, সে সংসার সুখে সুখী হয়; কিন্তু যে আমার প্রেমের বাসনা করে, আমি তাহাকে বিপৎপাবকে দগ্ধীভূত করিয়া থাকি! প্রমাণ—আদম আমাকে ভালবাসিয়া বেহেশ্‌ত (স্বর্গ) হইতে তাড়িত এবং অশেষ দুর্গতিগ্রস্ত হইয়াছিল; নূহ্ জলপ্লাবনের কষ্টে এবং এব্রাহিম, নমরূদের প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল; আইউব সুদীর্ঘ অষ্টাদশ বৎসর কাল দুর্নিবার রোগ-যন্ত্রণায় উৎপীড়িত হইয়াছিল, জেকৃরিয়া করপত্রে দ্বিখণ্ডিত হইয়া অশেষ যাতনা ভোগ করিয়াছিল। লোকে বন্ধুকে বস্ত্র, আহার্য্য ভার্য্যা ও সুখৈশ্বর্য্য দান করে; কিন্তু আমি বন্ধুকে অন্ন-বস্ত্রে ক্লিষ্ট, ধনৈশ্বর্য্যহীন ও স্ত্রীপুত্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া থাকি। ইহাই আমার বন্ধুর প্রতি ব্যবহার।"

মশ্বাতা এই দৈবাদেশ শুনিয়া চিত্ত স্থির করিল। বলিল—"প্রভো! অনন্ত নিখিলের অধীশ্বর আমার আরাধ্য দেবতা! প্রাণ যায় ক্ষতি নাই; কিন্তু তোমা' হইতে যেন বিমুখ না হই।"

পরদিন পিশাচ ফেরূওন, মশ্বাতাকে কারাগার হইতে আনাইয়া নানাপ্রকারে বুঝাইয়া বলিতে লাগিল,—"দেখ মশ্বাতা, তুমি আমার

সেবিকা ; তোমার যাহাতে অমঙ্গল হয়, আমি এরূপ মন্দ ইচ্ছা করিতে পারি না। জীবনের প্রতি মমতা কর, আমাকে "খোদা" বলিয়া উপাসনা কর ; নচেৎ তোমার হস্তপদচ্ছেদন ও চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটন করিয়া ফেলিব। কেন ইচ্ছা করিয়া এমন ভয়ানক যন্ত্রণা ভোগ করিতে চাহিতেছ ?"

মশ্বাতার হৃদয় ব্যথিত হইল। সে ক্রুদ্ধস্বরে কহিল—"রে খোদাদ্রোহী পাষণ্ড, যে হস্তে তোর সেবা করিয়াছি, সে হস্তের ছেদন হওয়াই ভাল ; যে চক্ষু তোর পাপমুখ দর্শন করিয়াছে, তাহা উৎপাটিত হওয়াই উচিত।"

মশ্বাতার এই জ্বলন্ত বাক্যে ফের্‌ওন ক্রোধে অধীর হইয়া তাহাকে তপ্ত তৈলপূর্ণ কটাহে জীবদবস্থায় নিক্ষেপ করিবার আদেশ প্রদান করিল।

অবিলম্বে সমুদয় আয়োজন সমাপ্ত হইল। ঘাতকেরা একটী বৃহৎ তৈলপূর্ণ পাত্র অগ্নিতাপে ফুটাইয়া, ফের্‌ওনের আদেশে, প্রথমতঃ মশ্বাতার একটী শিশুকে মস্তকের কেশাকর্ষণ করিয়া তাহাতে নিক্ষেপ করিল। শিশু ছাই হইয়া গেল!

এই নৃশংস কাণ্ড দর্শনার্থ তথায় লক্ষ লক্ষ দর্শকের সমাবেশ হইয়াছিল ; শিশুর যন্ত্রণা দেখিয়া তাহারা "হায়" "হায়" করিয়া উঠিল।

কিন্তু মশ্বাতা একটু'ও নড়িল না,—একটু'ও কাঁদিল না ;- তাহার চক্ষু অশ্রুহীন,—হৃদয় সংযত। ফের্‌ওন মশ্বাতার ভাব দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল।

ঘাতকেরা তখন সম্রাটের আদেশে তাহার দ্বিতীয়া কন্যাটীকে ধরিতে গেল। প্রাণভয়ে বালিকা মাতার বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল এবং "মা আমাকে রক্ষা কর," "মা আমাকে রক্ষা কর" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

মখ্বাতা তনয়ার কাতর ক্রন্দনে নিমেষের তরে বিচলিত হইল। পরক্ষণেই আবার অশ্রুসংবরণ করিয়া বলিল—"বৎসে, ভয় কি, ধৈর্য্য ধারণ কর; দয়াময় খোদাতায়ালা সমুদয় ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতেছেন।"

নিষ্ঠুর ঘাতকেরা মায়ের বস্ত্রপ্রান্ত হইতে সজোরে কন্যাটীকে ছাড়াইয়া লইয়া প্রতপ্ত তৈলে নিক্ষেপ করিল! এবার দর্শকগণের হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদে দিঙ্‌মণ্ডল পূর্ণ হইয়া গেল!

এইরূপে দুর্ব্বৃত্ত ফেব্‌ওন অনাথা মখ্বাতার ৫টী কন্যাকে নিহত করিয়া, অবশেষে মখ্বাতার ক্রোড়স্থিত শিশুটীকে কাড়িয়া আনিয়া তৈলে নিক্ষেপ করিতে আদেশ করিল!

দর্শকবৃন্দ হাহাকার করিয়া উঠিল;—বায়ু রুদ্ধ হইল;—পৃথিবী শিহরিয়া উঠিল।

হায়! কে এমন্ নিষ্ঠুর হৃদয়হীন চিত্রকর, যাহার তুলিকা এই ভয়াবহ ঘটনার অশ্রুসিক্ত কাহিনী চিত্রিত করিবার সময় তিলেকের তরেও কম্পিত হইয়া না উঠিবে? কে এমন জননী, যাহার প্রাণ সন্তানের এইরূপ দারুণ বিপদের সময় বিচলিত না হইয়া থাকিতে পাবে!

মখ্বাতাও পারিল না। ঘাতকেরা যখন তাহার নয়নমণি, হৃদয়কুসুম, জীবন-সরোবরের প্রফুল্ল কমলকোরকটী ছিঁড়িয়া আনিয়া প্রতপ্ত তৈলে নিক্ষেপ করিল, তখন সে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। দর্শকেরাও তাহার আর্ত্তনাদে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

মখ্বাতার মর্ম্মন্তুদ ক্রন্দনে খোদাতায়ালার সিংহাসন টলিল। স্বর্গদূতেরা হাহাকার করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"প্রভো, তুমি দয়াময়; তোমার চির আজ্ঞাধীনা দাসীর প্রতি অনুগ্রহ কর। আমাদিগকে আদেশ কর, তাহার সাহায্য করি।" তখন খোদাতায়ালা বলিলেন,—"হে ফেরেশ্‌তা-

গণ! রসনা সংযত কর। আমি যাহা জানি, তোমরা তাহা জান না। আমার গূঢ়রহস্যের মর্ম্মোদ্ঘাটনে তোমরা সমর্থ নহ।"

বাস্তবিক তাহাই হইল। যাহা স্বপ্নাতীত, কল্পনাতীত,—কেহই যে বিশ্বাস অন্তরে স্থান দিতে পারে নাই, সেই অচিন্ত্যপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিল। শিশু তৈলে নিক্ষিপ্ত হইবা মাত্র তপ্ত তৈল শীতল হইয়া গেল। স্বর্গীয় সৌরভে চতুর্দ্দিক মাতিয়া উঠিল। শিশু তৈলাধারে ভাসিয়া ভাসিয় উচ্চৈস্বরে ডাকিয়া কহিল—"মা, আমার ভ্রাতৃভগিনীগণ এই পথে স্বীয় বন্ধুর দর্শন লাভে কৃতার্থ হইয়াছেন; তুমিও শীঘ্র আমাদের অনুসরণ কর।'

ফের্‌ওন এই অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া নির্ব্বাক হইয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ডাকিয়া বলিল,—"মখ্বাতা, এখনও সময় আছে, আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর; সন্তানদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া নিজের প্রাণের মায়া কর।"

কিন্তু মুক্তবন্ধন মখ্বাতা প্রভুর নামে প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিল। মানুষের ভয় ও প্রলোভন তাহার অন্তর স্পর্শ করিতে পারে না। সে প্রাণের আবেগে বলিয়া উঠিল—"রে দুষ্কর্ম্মান্বিত নরপাংশুল, ইহা আমার বন্ধুদর্শনের সময়,—স্বর্গ হইতে ফেরেশ্‌তাগণের অভ্যর্থনা ধ্বনি শুনিতে পাইতেছি, আর তোর পাপমুখ দর্শন করিতে ইচ্ছা করি না।" এই বলিয়া উদ্ধদিকে দৃষ্টি করিতেই দেখিতে পাইল,—সপ্ত আকাশের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে এবং পবিত্র আর্‌শের উপর লিখিত রহিয়াছে—"বিস্‌মিল্লাহের্ রহ্‌মানের রহিম।" এতদ্দর্শনে মখ্বাতার অন্তর্নিহিত প্রেমাগ্নি প্রবলবেগে জ্বলিয়া উঠিল। সে খোদা-সম্মিলন আশায় একেবারে ব্যাকুল হইয়া পড়িল।

এই অবস্থায় ফের্‌ওন তাহার হস্তপদ ছেদন করিয়া চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটন করিতে আদেশ করিল। ঘাতকেরা তৎক্ষণাৎ প্রভুর আদেশ পালন

করিল। দুঃখিনী মখ্যাতার বিশ্বাসী আত্মা নশ্বর পৃথিবীর জ্বালাযন্ত্রণা উপেক্ষা করিয়া হাসিতে হাসিতে শান্তিরাজ্যে প্রস্থান করিল। সেখানে সম্রাট ফের্‌ওন ও দুঃখিনী মখ্যাতায় কত প্রভেদ!

মিষ্টকথা।

১। প্রেরিত-কুল-পতি হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বলিয়াছেন,—যাহা নিজে ভালবাসিবে না, তাহা অন্যের জন্যও মনোনীত করিবে না।

২। কাহারও নিকট অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইও না। শপথকারী মনুষ্য খোদাতায়ালার শত্রু।

৩। মহাত্মা মথ্‌বর সাদেক বলিয়াছেন,—যাহার অন্তরে বিন্দুমাত্র অহঙ্কার থাকিবে, সে স্বর্গসুখে বঞ্চিত হইবে।

৪। কাহাকেও ঘৃণার চক্ষে দেখিও না। কারণ খোদাতায়ালার ভক্ত দাসগণ দীনবেশে, দাসদিগের মধ্যেই অবস্থিতি করিয়া থাকেন; তুমি হয় তো চিনিতে না পারিয়া তাঁহাদিগকে ঘৃণা করিবে।

৫। কাহারও নিন্দা করিও না। নিন্দুক ব্যক্তি মহাপাপী।

৬। হজরত পয়গম্বর (দঃ) সাহেব বলিয়াছেন—নিন্দুক ব্যক্তি কথনও স্বর্গে যাইতে পারিবে না। তাহারা মিথ্যাবাদী। তাহাদের সংসর্গ হইতে দূরে থাকা আবশ্যক।

৭। যে ব্যক্তি তোমার নিকট পরনিন্দা করে, সে নিশ্চয় অন্যের সাক্ষাতেও তোমার নিন্দা করিবে।

৮। কাহারও মিথ্যাপবাদ রটনা করিও না।

৯। তিনদিনের বেশী কোন মোসলমানের সহিত শত্রুতা রাখিও না।

১০। খোদাতায়ালার নিকটে সেই ব্যক্তিই ধন্য, যে ভাই মুসলমানকে সেলাম দান করে এবং সর্ব্বদা বন্ধুভাবে সম্মিলিত হয়।

১১। খোদাতায়ালা বলিয়াছেন,—ইউসফ (হজরত ইউসফ—পয়গাম্বর) তাহার ভ্রাতৃগণের অপরাধ মার্জ্জনা করিয়াছিল,—প্রতিশোধ গ্রহণ করে নাই; এই জন্য আমি তাহাকে গৌরবান্বিত করিয়াছি।

১২। শিষ্টাচার ও সদ্ব্যবহার প্রদর্শনের সময় ভাল মন্দ লোক বিবেচনা করিও না;—সকলের সহিত-ই সাধু ব্যবহার করিও।

১৩। সদ্ব্যবহারের বিনিময়ে-ই সদ্ব্যবহার পাওয়া যায়।

১৬। যে ব্যক্তি পক্ককেশের সম্মান এবং বালকের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করে না, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) বলিয়াছেন,—সে আমার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মাবলম্বী নহে।

১৭। কথিত আছে, হজরত মোহাম্মদের (দঃ) ভক্ত পারিষদগণের মধ্যে যদি কেহ কখনও স্ব স্ব সন্তানের নাম রাখিতে বা আশীর্ব্বাদ-গ্রহণ করিতে হজরতের সমীপে আনয়ন করিতেন, তাহা হইলে তিনি স্নেহের সহিত তাহাদিগকে ক্রোড়ে ধারণ করিতেন। যদি কোন শিশু মূত্রত্যাগ করিত এবং তাহার পিতা তাহাকে লইতে চাহিতেন, তাহা হইলে হজরত বলিতেন—"কোন দোষ নাই; থাকিতে দাও। কটুবাক্য কহিও না,—স্নেহ প্রদর্শন কর। জল দিয়া ধৌত করিলেই বস্ত্র পবিত্র হইবে।"

১৮। সকলের সহিত প্রফুল্লচিত্তে মিশিবে ও উদারতা প্রদর্শন করিবে। খোদাতায়ালা সরল ও প্রফুল্লচিত্ত ব্যক্তিকেই ভালবাসেন। তাঁহাদের স্থান স্বর্গে। কুটিল ও অনুদার চিত্ত মানবের স্থান নরকে।

১৯। শপথ ভঙ্গ করিও না ; যাহার সহিত যে শপথ করিবে তাহা পালন করিও।

২০। যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে, শপথ রক্ষা করে না, এবং চুরি করে, সে ভণ্ড মুসলমান। সে রোজা, নামাজ পালন করিলেও নরকে যাইবে।

২১। তর্কের সময় কাহাকেও গালি দিও না !

২২। উপাসনা (নামাজ) ত্যাগ করিও না।

২৩। প্রকৃত মুসলমান কাহারও সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হয় না।

২৪। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার পদমর্য্যাদা অনুসারে সম্মান করিবে। যাহার অধিক সম্মান, তাহাকে অধিকতর মান্য করিবে। যদি কোন দলপতি এবং একজন মেথর একত্র তোমার নিকটে আগমন করে, তবে মেথর অপেক্ষা দলপতিকেই অধিক সম্মান করিবে।

২৫। প্রেরিত মহাপুরুষের সহধর্ম্মিণী হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাজিঃ) এক সময়ে দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন, তৎকালে এক ফকির আসিয়া তাঁহার কাছে একখণ্ড রুটী প্রার্থনা করে ; ইতিমধ্যে এক উষ্ট্রারোহী তথায় উপস্থিত হইল। তখন হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাজিঃ) উষ্ট্রারোহীকে ডাকিয়া সমাদরের সহিত আহার করাইলেন। ইহাতে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি ফকিরকে ছাড়িয়া অগ্রে ধনবানকে আহার করাইলেন কেন ?" তদুত্তরে হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাজিঃ) বলিলেন—"প্রত্যেক ব্যক্তিকে খোদাতায়ালা ভিন্ন ভিন্ন পদমর্য্যাদা প্রদান করিয়াছেন ; একজন ফকির একখণ্ড রুটীতেই তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে ; কিন্তু একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি প্রচুর সম্মান ও সদ্ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়।"

২৬। যখন দুই ব্যক্তির মধ্যে পরস্পর হিংসা দ্বেষ আছে জানিতে

পারিবে, তখন তাহা মীমাংসা করিয়া তাহাদিগকে মিলিত করিতে চেষ্টা করিবে। দশ সহস্র নফল নামাজ অপেক্ষা এই কার্য্যে অধিক পুণ্য।

২৭। অন্যের দোষ উদ্ঘাটন করিবে না,—যথাসাধ্য গোপন রাখিবে। যে ব্যক্তি পৃথিবীতে কাহারও দোষ ঢাকিয়া রাখে, পরলোকে খোদা-তায়ালা তাহার পাপ পর্ব্বত প্রমাণ হইলেও ঢাকিয়া রাখিবেন।

২৮। কাহারও মনে মন্দ ভাবের উদ্রেক করিবে না।

২৯। পবিত্র রমজান মাসের এক দিবস প্রেরিত পুরুষ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার সহধর্ম্মিণী সফিয়া খাতুনের সহিত মসজেদে বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন। এমন সময় দুই ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইল। হজরত তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন—"ইনি আমাব স্ত্রী।" ইহাতে সফিয়া খাতুন নিবেদন করিলেন—"নাথ! অন্যের সম্বন্ধে লোকে যেমন ধারণাই করুক না কেন, আপনার সম্বন্ধে তাহা কখনই সম্ভবপব হইতে পারে না।" তদুত্তরে মহাপুরুষ কহিলেন,—"রক্ত যেমন মানুষেব শরীরে প্রবাহিত হয়, শয়তানও তদ্রূপ বেড়াইয়া থাকে।"

৩০। উৎপীড়িত লোকের জন্য অনুরোধ করিতে গিয়া পদমর্য্যাদানু-সারে প্রশংসা করিবে,—অতিরিক্ত করিবে না।

৩১। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বলিয়াছেন—তিনটী কার্য্যে মুসল-মানের মুক্তি। এই ৩টী কার্য্য ৭০ বার নফেল হজ্জ্ করা অপেক্ষা উত্তম। (ক) বিনা অপরাধে হত্যা না করা, (খ) মুসলমানকে কষ্টদান না করা, (গ) অনর্থক বিবাদ করিয়া রক্তপাত না করা।

৩২। যদি শুনিতে পাও কেহ কাহারও বিরুদ্ধে অন্যায় কথা বলিতেছে বা তাহার সম্মানের হানি করিতে চেষ্টা করিতেছে অথচ সে ব্যক্তি তথায় উপস্থিত নাই; তবে তুমি স্বয়ং তাহার সদুত্তর প্রদান করিয়া

তাহাকে কলঙ্কমুক্ত করিতে চেষ্টা করিবে। ইহার পরিবর্ত্তে খোদা-তায়ালা তোমাকে বিপদের সময় সাহায্য করিবেন।

৩৩। যদি হঠাৎ কোন কুকার্য্যনিরত ব্যক্তি তোমার নিকট উপস্থিত হয়, তবে মিষ্টবাক্যে তাহাকে উপদেশ দিবে। রূঢ় ব্যবহারে ব্যথিত করিবে না।

৩৪। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) একদা এক ব্যক্তির বিশেষ সম্মান করিলেন। সে চলিয়া গেলে, পারিষদেরা তাহার সম্মানের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন,—"এই ব্যক্তি নিন্দুক; তজ্জন্য আমি তাহার সম্মান করিলাম। সে আর অন্যত্র আমার নিন্দা করিবে না। সদ্ব্যবহার ব্যতীত নিন্দুককে পরাস্ত করিবার উত্তম অস্ত্র নাই।"

৩৫। দরিদ্র ব্যক্তির সংসর্গ ত্যাগ করিও না। হজরত মুসা (আঃ) দরিদ্রদিগকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। কেহ তাঁহাকে "দরিদ্র" বলিয়া সম্বোধন করিলে তিনি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইতেন।

৩৬। প্রেরিত কুলকেতু হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—"করুণাময়, যতদিন আমাকে জীবিত রাখিবে, দরিদ্রাবস্থায় রাখিও। দরিদ্র হইয়া যেন প্রাণত্যাগ করি এবং কেয়ামতে (শেষ বিচারের দিন) দরিদ্রদিগের সঙ্গ লাভ করি।"

৩৭। যে কেহ হউক, দেখা হইলে সর্ব্বাগ্রে সালাম দেওয়ার অভ্যাস করিবে। হাদিস শরীফে উক্ত হইয়াছে,—যখন দুই ব্যক্তি পরস্পর সালাম করে, তখন খোদাতায়ালা তাহাদের প্রতি শত অনুগ্রহ বর্ষণ করেন। যে ব্যক্তি সালাম দান করে, সে নবতি অনুগ্রহের অধিকারী হয়, আর যে ব্যক্তি তাহা গ্রহণ করে, সে দশটি অনুগ্রহ লাভ করিয়া থাকে।

৩৮। যখন কেহ কোন মুসলমানের সহিত "মোসাফা" (হস্তমিলন)

করে, তখন সপ্ততি অনুগ্রহ প্রদর্শিত হয়। তন্মধ্যে অগ্রে যে ব্যক্তি হস্তবিস্তার করে, সে ৬৯ অনুগ্রহ এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি একটী অনুগ্রহ লাভ করে।

৩৯। হাঁচি পড়িলে "আলহামদো লিল্লাহে" বলিবে এবং কেহ হাঁচিলে "ইয়া রহ্‌মোকাল্লাহো" বলিবে।

৪০। দূর হউক, নিকট হউক, রোগী ব্যক্তির তত্বাবধান করিবে। প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়াছেন,—যে ব্যক্তি রোগীর শুশ্রূষা ও তাহার অবস্থা জানিতে যাইবে, তাহার স্বর্গলাভ হইবে। পীড়িত ব্যক্তিকে দেখিয়া প্রত্যাবর্ত্তনের সময় সপ্ততি সহস্র ফেরেশ্‌তা—খোদাতায়ালার সমীপে তাহার পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া থাকেন। রোগশয্যায় যে ব্যক্তি খোদাতায়ালার নিন্দা না করিয়া তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে, তাহাব পূর্ব্বকৃত সমস্ত পাপের মার্জ্জনা হইয়া থাকে।

৪১। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বলিয়াছেন,—যখন কোন ব্যক্তি পীড়িত হয়, তখন খোদাতায়ালা তাহার জন্য দুইজন ফেরেশ্‌তা নিযুক্ত করেন। তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া দেখেন—কেহ দেখিতে আসিলে, রোগী তাহার সমক্ষে খোদাতায়ালার প্রশংসা কি নিন্দা করিতেছে। রোগী যদি স্বীয় অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং বলে,—"আল্‌হাম্‌দো লিল্লাহে রব্বেল আলামিন', তখন খোদাতায়ালা বলেন, এখন আমার কর্ত্তব্য যে, যদি ইহাকে ইহলোক হইতে অপসারিত করি, তাহা হইলে স্নেহের সহিত গ্রহণ করিব ও বেহেশ্‌তে স্থান দান করিব। যদি আরোগ্য প্রদান করি, তবে তাহার পূর্ব্বকৃত সমস্ত পাপ মার্জ্জনা করিব। তাহার শরীরে পূর্ব্বে যে রক্ত মাংস ছিল, তাহা আর থাকিবে না।"

৪২। রোগ যাতনায় অধীর হইয়া খোদাতায়ালার নিন্দা করা

কর্ত্তব্য নহে ; বরং কৃতজ্ঞতা স্বীকার করাই উচিত। সকল সময়ে মনে করিও যে, এই রোগ আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ হইবে। ঔষধ সেবন কালে চিকিৎসক বা ঔষধের প্রতি নির্ভর করিবে না ;—নির্ভর করিবে তোমার স্রষ্টার উপরে।

৪৩। মোসলমানের শবদেহ সমাহিত করিতে হইবে এবং পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য জানাজার নামাজ পড়িবে।

৪৪। তৌরিতে উক্ত হইয়াছে—যে ব্যক্তি জানাজার (সমাধিস্থ করিবার প্রাক্কালে পারলৌকিক মঙ্গলার্থ উপাসনা) সঙ্গে এক মাইল পথ গমন করে এবং নামাজ পড়ে, তাহার প্রভূত পুণ্যার্জ্জন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ৪ মাইল পথ গমন করে, সে যাহা প্রার্থনা করে খোদাতায়োলা তাহা পূর্ণ করেন। নামাজ অন্তে মৃতদেহ সমাধিস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত।

৪৫। গোরস্থানে শবদেহ লইয়া যাইবার সময় হাস্য করা বা কোন কথা বলা কর্ত্তব্য নহে। খোদাতায়ালাকে স্মরণ করিয়া নিম্নদৃষ্টিতে গমন করিবে।

৪৬। সমাহিত ব্যক্তির পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিবে এবং স্মরণ করিবে যে, আমাকেও একদিন এইরূপে কবরে যাইতে হইবে।

৪৭। মোসলমানকে সুখী করিবে, সাহায্য করিবে। দরিদ্রকে দান করিবে। প্রার্থীর প্রার্থনা পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিবে।

৪৮। পবিত্রপুরুষ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বলিয়াছেন,—যে ব্যক্তি কোন বিপদাপন্ন দুঃখী লোকের প্রার্থনা মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করে এবং সাধ্যানুসারে তাহা পূর্ণ করিতে চেষ্টা পায়, খোদাতায়ালা তাহাকে সহস্র বৎসরের উপাসনার পুণ্যদান করিয়া থাকেন এবং সহস্র বৎসরের উপাসনার পুণ্য তাহার "আমলনামায়" লিখিত হইয়া থাকে।

৪৯। কথিত আছে—খোরাসান হইতে এক ব্যক্তি মক্কা শরীফে হজ্জ করিতে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিলে, লোকে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, পথে কোন অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছিল কি না? তদুত্তরে তিনি বলিলেন,—"আমি এক নগরে জনৈক কর্ম্মকারকে দেখিয়াছি। সে তপ্ত লৌহখণ্ড হাতে ধরিয়া হাতুড়ি দ্বারা পিটিতেছে, অথচ তাহার হাত পুড়িয়া যাইতেছে না! এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা দর্শনে; আমি তাহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল,—"প্রথমে আমি এক রুটীবিক্রেতা ছিলাম; একদিন মসজেদে নামাজ পড়িতে গিয়া দেখি, এক ব্যক্তি নীরবে শায়িত রহিয়াছে। আমাকে দেখিয়া মস্তকোত্তলন পূর্ব্বক বলিল,- "যদি কিছু আহার্য্য থাকে, আমাকে খাইতে দাও।" এতচ্ছ্রবনে আমি তাহাকে কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিতে বলিলাম এবং দোকানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কিছু খাদ্য সামগ্রী ও একবাটী শীতল জল লইয়া গিয়া আহার করিতে দিলাম। ভোজনান্তে সে বলিল—"খোদা-তায়ালা তোমার প্রতি অগ্নি শীতল করুন।" যখন দোকানে আসিয়া রুটী প্রস্তুত করিতে লাগিলাম, তখন রুটী চুল্লিতে পড়িলে তাহা হাত দিয়া উঠাইতে গেলাম। ইহাতে কিছুমাত্র অগ্নির উত্তাপ বোধ হইল না। সেই দিবস হইতে রুটীবিক্রেতার কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মকারের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি।

৫০। শান্তিরাজ্যের অন্বেষণ কর। যে বিদ্যা অনুশীলন করিলে খোদাতায়ালা এক এবং তাঁহার রসুল সত্য বলিয়া বিশ্বাস জন্মে, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা।

রমজান-মাহাত্ম্য । (ক)

পূর্ব্বকালে মোহাম্মদ নামক এক ব্যক্তি বৎসরে একদিনও নামাজ পড়িত না ; কিন্তু রমজান মাস উপস্থিত হইলেই উত্তম বস্ত্রাদি পরিধান ও সুগন্ধি লেপন করিয়া সমগ্র মাসটী বৎসরের "কাজা নামাজ" সহ পালন করিত। একদা কেহ তাহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, "—ইহা রমজান মাস—অতীব পবিত্র। এই মাসে খোদাতায়ালার অসীম অনুগ্রহ বর্ষিত হইয়া থাকে। আমার ইচ্ছা যে,: খোদাতায়ালা আমার এই কার্য্যে প্রীত হইয়া আমার পূর্ব্ববর্ত্তী পাপসমূহ মার্জ্জনা করিবেন।"

অতঃপর এই ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, কেহ তাহাকে স্বপ্নাবস্থায় দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"খোদাতায়ালা তোমাকে কেমন অবস্থায় রাখিয়াছেন ?" সে বলিল,—"আমি তাঁহার পবিত্র রমজান মাসের সম্মান করিয়াছি বলিয়া, তিনি আমার যাবতীয় পাপ ক্ষমা করিয়াছেন।"

রমজান-মাহাত্ম্য । (খ)

এক অগ্নি-উপাসক, রমজান মাসে দিনের বেলায় তাহার পুত্রকে বাজারে বসিয়া আহার করিতে দেখিয়া, ক্রোধভরে বলিল—"হতভাগ্য, তুই কি জানিস না, ইহা পবিত্র রমজান মাস!" এই বলিয়া তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল।

কিয়দ্দিবস অন্তে সেই অগ্নি উপাসকের মৃত্যু হইলে, একজন সাধু তাহাকে স্বপ্নাবস্থায় উচ্চ সিংহাসনে সমারূঢ় দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা

করিলেন—"তুমি অগ্নির উপাসক ছিলে ; কোন্ পুণ্যফলে আজি এই গৌরবের আসন লাভ করিয়াছ ?" সে বলিল—"সত্য বটে, আমি অগ্নি উপাসক ছিলাম ; কিন্তু আমার মৃত্যুর সময় এইরূপ দৈববাণী শুনিতে পাই—"হে আমার ফেরেশতাগণ ! এই ব্যক্তিকে অগ্নি-উপাসকের দলে গণ্য করিও না। ইহাকে আদর ও সম্মান কর। এই ব্যক্তি আমার পবিত্র রমজান মাসের সম্মান রাখিয়াছে।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পণ্ডিতের নিদ্রা ও মূর্খের উপাসনা।

একদা হজরত মোহাম্মদ (দঃ) পবিত্র কাবা মসজেদে প্রবেশকালে, শয়তানকে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে ইব্লিস! তুমি এই পুণ্যক্ষেত্রে কি করিতে আসিলে?" শয়তান বলিল—"হজরত, এই যে দুই ব্যক্তিকে দেখিতেছেন, একজন নিদ্রিত এবং অপর ব্যক্তি নামাজ পড়িতেছে, ইহাদের মধ্যে নামাজি ব্যক্তিকে আমার আয়ত্ত করিয়া তাহার উপাসনা নষ্ট করিবার জন্য আমি এখানে ওঁৎ পাতিয়া আছি।" হজরত বলিলেন—"রে নরকের কীট! যে ব্যক্তি নামাজে প্রবৃত্ত,—খোদাতায়ালার গুণগানে প্রমত্ত, তাহাকে দেখিয়া তুই ভীত হইতেছিস্ না, আর যে ব্যক্তি নিদ্রিত তাহাকে দেখিয়া তোর এত ভয় কেন?" শয়তান বলিল—"মহাভাগ! ঐ যে নামাজি ব্যক্তি দেখিতেছেন, ও মূর্খ; আর এই নিদ্রিত ব্যক্তি মহাপণ্ডিত। আমি যদি নামাজিকে আমার ফাঁদে ফেলিবার জন্য চেষ্টা করি, আর এই পণ্ডিত ব্যক্তি জাগিয়া উঠিয়া খোদাতায়ালার শরণাপন্ন হন, তবে নিশ্চয় আমাকে তাড়িত হইতে হইবে। আলেমেরা (অধ্যাত্মতত্ত্বে সুপণ্ডিত) যে আমার পরম শত্রু!" এই কথা শুনিয়া হজরত বলিলেন—"পণ্ডিতের নিদ্রা মূর্খের উপাসনার সমান।"

মানবসমাজের ভিত্তি।

হজরত বলিয়াছেন—"৪টী বিষয়ের উপর মানব-সমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। ১ম—আলেমের (কোরান-হাদিসে সুপণ্ডিত) জ্ঞান, ২য়—বিচারকের বিচার, ৩য়—দাতার দান, ৪র্থ—সাধুর আশীর্ব্বাদ।

জ্ঞানী না থাকিলে মূর্খ ব্যক্তি পথহারা হইত। সুবিচার না থাকিলে পৃথিবীতে ঘোর অশান্তি উপস্থিত হইত, একজন আর একজনকে হিংস্র পশুর ন্যায় গ্রাস করিয়া ফেলিত। দাতা না থাকিলে দরিদ্রেরা ধ্বংস-প্রাপ্ত হইত এবং সাধুর আশীর্ব্বাদ না হইলে ধনবান্ লোকেরা উৎসন্ন যাইত।

নরকের ভয় ও খোদা-সম্মিলন।

একদিন হজরত ইসা (আঃ) একদল দুর্ব্বল শীর্ণকায় লোকের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাহাদের দৌর্ব্বল্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিল,—"রোগে নহে,—নরকের ভয়ে আমাদের এই অবস্থা।" ইহা শুনিয়া হজরত ইসা (আঃ) বলিলেন,—"খোদাতায়ালা পরম দয়ালু; তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করুন ও বেহেশ্‌তে স্থান দান করুন।"

অতঃপর তিনি অন্য একদল দুর্ব্বল ব্যক্তির নিকট উপনীত হইয়া তাহাদিগকেও পূর্ব্বোক্তরূপ প্রশ্ন করিলেন। তাহারা কহিল,—"খোদা-সম্মিলন আশায় প্রাণ ব্যাকুল; পশুজীবন নিহত ও কামনা বিচূর্ণ হইয়াছে।" এই কথা শুনিয়া হজরত তাহাদের নিকট উপবেশন করিলেন ও বলিলেন,—"তোমরাই ধন্য;—সাধু প্রেমিকমণ্ডলীর শিরোভূষণ তোমরা,—তোমাদের নিকট উপবেশন করায় মহাপুণ্য।"

ধৈর্য্য ও সদ্ব্যবহার।

কিস্ নামক এক ব্যক্তি কয়েসের পুত্র হোসেনকে (রহঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি ধৈর্য্য ও সদ্ব্যবহার কোথায় শিক্ষা করিলে?" তিনি বলিলেন,—"আমার পিতার নিকট। একদিন আমি আমার পিতার নিকট উপবেশন করিয়াছিলাম; আমার স্নেহাস্পদ ছোট ভাইটীও সেখানে বসিয়াছিল। এমন সময় দাসী ঘর হইতে উষ্ণজলপূর্ণ একটী কটাহ লইয়া উপস্থিত হইতেই, তাহার হস্তচ্যুত হইয়া কড়াইটী আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার মস্তকে নিপতিত হইল। তাহাতে সে প্রাণত্যাগ করিল। এই ভয়াবহ ঘটনায় দাসী একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া পড়িল; তাহার বাক্‌শক্তি তিরোহিত হইল; ভয়ে কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গেল। পিতা তাহার দিকে চাহিতেই সে অবসন্ন দেহে সেইখানে বসিয়া পড়িল। তাহার এই অবস্থা দর্শনে পিতা কিছুই বলিলেন না,—নীরবে খোদা-তায়ালার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া রহিলেন। দাসীকেও তিনি দাসীবৃত্তি হইতে মুক্তি দিলেন।"

পুত্রশোকাতুর পিতা।

এক ব্যক্তি তাহার পুত্রকে সঙ্গে লইয়া প্রায়ই হজরতের নিকট যাতায়াত করিত, হজরতও তাহাকে বিশেষ আদর যত্ন করিতেন। হঠাৎ তাহার ছেলেটী মরিয়া গেল; সে পুত্রশোকে এরূপ বিমূঢ় হইয়া পড়িল যে, আর ঘর হইতেও বাহির হয় না। একদিন হজরত নামাজ পড়িয়া, তাহার অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পারিষদেরা কহিলেন—"তাহার পুত্রটীর মৃত্যু হইয়াছে; সেই শোকে সে নিতান্ত কাতর হইয়া

পড়িয়াছে।” ইহা শুনিয়া হজরত স্বয়ং তাহার গৃহে গমন করিলেন এবং অশেষ প্রকারে উপদেশ দিয়া বলিলেন—“ভাই, মহাবিচারের দিন যখন খোদাতায়ালা তোমার সন্তানকে বেহেশ্‌তবাসী করিবেন, তখন তোমা ছাড়া কিছুতেই সে যাইতে স্বীকৃত হইবে না, তাহার অনুরোধে আল্লাহ-তায়ালা তোমাকেও জেন্নতবাসী করিবেন।” এতচ্ছ্রবণে সে আর মৃত-সন্তানের জন্য আক্ষেপ করিত না।

সম্রাটনন্দিনীর বিবাহ।

বিশ্ব-বিখ্যাত সম্রাট হারুন অর্‌-রশিদ তাঁহার কন্যার বিবাহের সময় পণ্ডিতবর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“হজরতের কন্যা ফাতেমা দেবীর কত মোহর ছিল?” তাঁহারা বলিলেন—“চারি শত দের্‌হম্‌” (চারি আনা আট পাইতে এক দের্‌হম্‌।) ইহা শুনিয়া সম্রাট কহিলেন—“তিনি ইহকাল পরকালের সম্রাট-নন্দিনী। আমার কন্যা তেমন নহে; সুতরাং তাহার দশ দের্‌হম্‌ মোহর স্থির কর। তাহা হইলেই উচ্চ নীচের পার্থক্যটা বেশ সুস্পষ্ট বুঝা যাইবে।”

স্বর্ণপিণ্ডের ইতিহাস।

একদা হজরত ইসা (আঃ) তিন জন সঙ্গি সহ কোন স্থানে গমন করিতেছিলেন। পথে তাঁহারা ৩টী স্বর্ণপিণ্ড দেখিতে পাইলেন। হজরত তাঁহার সঙ্গীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“বলতো ইহা কোন্‌ বস্তু?” তাহারা বলিল—“মূল্যবান স্বর্ণপিণ্ড।” হজরত বলিলেন—

"বন্ধুগণ! এই বস্তুই সংসার; ইহার নিকটবর্ত্তী হইও না। ইহা নিতান্ত প্রলোভনের সামগ্রী। যে ব্যক্তি ইহার প্রেমে মুগ্ধ হয়, সে বিনষ্ট হয়;— এই স্বর্ণই তাহাকে বিনাশ করে।" এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

কিন্তু লোভী সঙ্গিত্রয় হজরতের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার উপদেশামৃত বিস্মৃত হইল। তাহারা সযত্নে স্বর্ণপিণ্ড তিনটি উঠাইয়া লইল।

অতঃপর এক গ্রামে উপস্থিত হইয়া তাহারা স্বর্ণপিণ্ড তিনটি পুতিয়া রাখিয়া আহারের চেষ্টা দেখিতে লাগিল। তিনজন-ই তখন ক্ষুধাতুর হইয়াছিল, সুতরাং শীঘ্র একজনকে আহার্য্য আনিবার জন্য বাজারে পাঠাইয়া দিল।

তৃতীয় ব্যক্তি বাজারে চলিয়া গেলে, তাহার বন্ধুদ্বয় পরামর্শ করিল, "ভাই, স্বর্ণপিণ্ড তিনটি আমরা দুইজনেই গ্রহণ করিব। উহাকে ইহার অংশ দিব না। বাজার হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে যে কোন সূত্রে বিবাদ বাধাইয়া উহাকে হত্যা করিয়া ফেলিতে হইবে। তাহা হইলে আমরা নির্ব্বিঘ্নে আহার করিয়া স্বর্ণপিণ্ড তিনটী লইয়া সরিয়া পড়িতে পারিব।"

ওদিকে যে ব্যক্তি বাজারে খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহের জন্য গিয়াছিল, সে ভাবিল,—"আচ্ছা, অতি সামান্য বুদ্ধি খরচ করিলেই তো স্বর্ণপিণ্ড তিনটী আমার হয়,—উহাদিগকে ভাগ দিতে হয় না; তবে না করি কেন? খাদ্যের সহিত কিছু বিষ মিশাইয়া দিলেই তো উহারা পঞ্চত্ব পাইবে; আমিও নিষ্কণ্টক হইব।" এইরূপ ভাবিয়া সে খাদ্য দ্রব্যে কিছু বিষ মিশ্রিত করিয়া আনিল!

পূর্ব্ব পরামর্শমত উভয় বন্ধু উহাকে হত্যা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া ছিল। সুতরাং তাহারা বিবাদ বাধাইবার সূত্র খুঁজিতে লাগিল।

স্বত্রের অভাব কি? তাহারা বলিল,—"তুই মূর্খ ও অকর্ম্মণ্য লোক! সামান্য একটু কাজের জন্য বাজারে গিয়া এত বিলম্ব করিলি!"

সে বলিল,—"তোমরাই মূর্খ; আমি কি পাখী হইয়া উড়িয়া আসিব!"

এইরূপে বচসা যখন চরমে উঠিল, তখন তাহারা দুই জনে ধরিয়া তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিল। বলা বাহুল্য মিষ্টান্নগুলির লোভ সম্বরণ করা তাহাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল; তাহারা উহা পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করিল! মিষ্টান্ন ভোজনের পরক্ষণেই উভয়ের শরীরে বিষের ক্রিয়া প্রকাশ পাইল; তাহাদের অবসন্ন দেহ ঢলিয়া পড়িল;—প্রাণপাখী খাঁচা ছাড়িল!

যেখানকার স্বর্ণ সেইখানেই পড়িয়া রহিল, তাহারাও মরিয়া পচিতে লাগিল। কুক্কুর, শৃগালে শবদেহের সৎকার করিয়া গেল!

কিয়দ্দিবস পরে হজরত ইসা (আঃ) পুনরায় একবার সেই পথে গমন করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন,—সেই স্বর্ণপিণ্ড তিনটী মাটীতে গড়াগড়ি যাইতেছে আর নিকটে তিনটী নর-কঙ্কাল!

তদ্দর্শনে মহাপুরুষ আমূল বৃত্তান্ত বুঝিতে পারিয়া মর্ম্মাহত হইলেন এবং আক্ষেপ করিয়া কহিলেন,—"হায় স্বর্ণ! তুই এমন প্রতারক যে, যে তোকে ভালবাসে, তুই তার সর্ব্বনাশ করিস্। তোর প্রার্থিগণ ইহলোকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে, পরলোকেও নিগৃহীত হয়!"

মাতৃদ্রোহের শাস্তি।

মালেকের পুত্র হজরত আনস (রাজিঃ) বলিয়াছেন,—প্রেরিত পুরুষ হজরত মোহাম্মদের (দঃ) সময় আরবের মক্কা নগরে আল্‌কোমা নামে এক ব্যক্তি বাস করিত। যখন তাহার আসন্নকাল উপস্থিত হইল তখন

তাহার স্ত্রী কাঁদিতে কাঁদিতে হজরতের নিকট আসিয়া কহিল—"হজরত, আমার স্বামীর মুমূর্ষু অবস্থা।"

ইহা শ্রবণ করিয়া হজরত পারিষদবর্গের মধ্যে প্রধান হজরত আলী (কঃ), হজরত ওসমান (রাজিঃ) ও হজরত সোলেমানকে (রাজিঃ) তাহার নিকট প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা আলকোমাকে অন্তিমকালীন মুক্তিবচন—"কলেমা শাহাদত" পড়াইতে ইচ্ছা করিলেন। আলকোমাও পড়িতে চাহিল; কিন্তু তাহার জিহ্বার জড়তা এতাদৃশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে, তাঁহাদের পুনঃ পুনঃ চেষ্টাতেও সে তাহা উচ্চারণ করিতে পারিল না!

যখন তাঁহারা কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, তখন হজরতকে আসিয়া সমুদয় নিবেদন করিলেন। হজরত শুনিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তাহার কি মা জীবিত আছেন?' পারিষদেরা কহিলেন "হাঁ"।

তখন হজরত মহাত্মা বেলালকে (রাজিঃ) পাঠাইয়া দিয়া তাহার মা'কে ডাকিয়া আনিলেন। বৃদ্ধা, হজরতের নিকট আসিলে, তিনি তাঁহার সম্মানার্থ উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং স্নেহমধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা! তোমার আল্‌কোমা জীবনে কিরূপ পুণ্যশীল ছিল?" বৃদ্ধা কহিল,—"বাবা! জীবনে সে যথেষ্ট পুণ্যকার্য্য করিয়াছে;— উপাসনা এবং উপবাস একদিনের নিমিত্তও অবহেলা করে নাই; কিন্তু সে আমার সন্তোষকামনা করিত না,—স্ত্রীর কথায় বিশ্বাস করিয়া আমার সহিত বিবাদ করিত,—স্ত্রীকেই সে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসিত। আমি তাহার প্রতি সন্তুষ্ট নহি।"

বৃদ্ধার কথা শুনিয়া হজরত কহিলেন,—"এই জন্যই তাহার মুখ হইতে কলেমা বাহির হয় না!" অতঃপর তিনি হজরত বেলালকে

(রাজিঃ) ডাকিয়া বলিলেন,—"কতকগুলি কাষ্ঠ সংগ্রহপূর্ব্বক অগ্নি সংযোগ কর ;—আল্‌কোমাকে জীবন্ত দগ্ধ করিব।"

এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া আলকোমার মা অধীরা হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মাতৃস্নেহ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। হায় মায়ের প্রাণ! কুসন্তান অনেক-ই হয় ; কিন্তু কুমাতা কেহই নহে!

বৃদ্ধা কাঁদিতে কাঁদিতে হজরতকে কহিলেন,—"বাবা, আমার মৃতপ্রায় আল্‌কোমা কি অপরাধ করিয়াছে যে, তাহাকে জীবন্ত দগ্ধ করিতে চাহিতেছেন ?"

হজরত বলিলেন,—"পিতমাতা যাহার প্রতি বিরূপ খোদাতায়ালাও তাহার প্রতি অপ্রসন্ন। সুতরাং তাহার দোজখ নিশ্চিত। পরলোকে যখন সে দোজখেই জ্বলিবে, তখন পৃথিবীর নরকাগ্নিতেও তাহাকে দগ্ধ করিব। শুন মা! যাঁহার অনন্ত মহিমায় মোহাম্মদের প্রাণ নিমগ্ন, সেই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর খোদাতায়ালার নাম লইয়া বলিতেছি,—যে পর্য্যন্ত তুমি তাহার প্রতি প্রসন্ন না হইবে, সে পর্য্যন্ত তাহার জীবন-ব্যাপি—নামাজ—রোজার কোনই ফল প্রাপ্ত হইবে না।"

মাতা কাঁদিয়া কহিলেন—"হজরত, আমার পীড়িত আল্‌কোমা দগ্ধ হইবে, ইহা আমি প্রাণ থাকিতে দেখিতে পারিব না। আপনি পয়গম্বর। আপনাকে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি—আমি আমার সন্তানের সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিলাম।"

হজরত পুনর্ব্বার উক্ত তিন সহচরকে আলকোমার নিকট যাইয়া কলেমা পড়াইতে বলিলেন। এবার আল্‌কোমা অতি অল্প আয়াসেই কলেমা উচ্চারণে সমর্থ হইল এবং এই অবস্থায় তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল।

সংবাদ পাইয়া হজরত স্বয়ং তাহার সৎকারের জন্য শুভাগমন করিলেন

এবং অন্তিম কালীন উপাসনা শেষ করিয়া, সমাগত লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"ভ্রাতৃগণ! স্মরণ রাখিও,—যাহারা অন্যের অনুরোধে পিতা-মাতাকে অসুখী করিবে, তাহাদের কোন উপাসনাই গৃহীত হইবে না;—তাহারা খোদাতায়ালার নিগ্রহভাজন হইবে।"

অন্তিমের কথা।

মহাবল পরাক্রান্ত হজরত আলী (কঃ) প্রেরিতপুরুষ হজরত মোহাম্মদের (দঃ) নিকট শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন,—যখন বিশ্বাসী লোকের মৃত্যু হয়, তখন আকাশ হইতে তিনটী শব্দ হয়:—

(১) হে মানবসন্তান! তুমি সংসারকে ত্যাগ করিলে, না সংসার তোমাকে ত্যাগ করিল?

(২) তুমি সংসারের প্রতি আসক্ত ছিলে, না সংসার তোমার প্রতি আসক্ত ছিল?

(৩) তুমি সংসারকে ধ্বংস করিলে, কি সংসার তোমাকে ধ্বংস করিল?

শবদেহ প্রক্ষালনের সময় তিনটি শব্দ হয়;—

(১) এখন কোথায় গেল তোমার বলবীর্য্য! কে তোমাকে বলহীন করিল?

(২) এখন কোথায় গেল তোমার অট্টহাস্য,—গর্ব্বিত বাক্য,—হায়! কে তোমাকে মূক করিল?

(৩) এখন কোথায় গেল তোমার বন্ধুগণ,—তোমার খেলার সাথী,—প্রেয়সীবৃন্দ, আজ কে তোমাকে সঙ্গীহারা করিল?

কাফন পরিধানের সময় তিনটি শব্দ হয়:—

(১) হে আদম-সন্তান! যদি তুমি সৎকর্ম্মশীল, ধর্ম্মভীরু হও, তবে তোমার এই বস্ত্র পরিধান উপকারে আসিবে,—খোদাতায়ালা প্রীত হইবেন। যদি দুরাচার হও, তবে তোমার এই সৌন্দর্য্য কোন কাজেই লাগিবে না,—খোদাতায়ালা রুষ্ট হইবেন।

(২) হে আমার দাস! সুখী হও যদি তোমার জন্য স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত হয়।

(৩) হে আমার আশ্রিত! আক্ষেপ কর যদি তোমার জন্য নরকের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়।

যখন শবদেহ খাটুলীতে তুলিয়া, বাহকেরা গোরস্থানাভিমুখে যাইতে প্রস্তুত হয়, তখন আকাশবাণী হয়:—

(১) হে আদম-সন্তান! এখন তুমি এমন এক গৃহে উপস্থিত হইলে যেখান হইতে আর ফিরিতে পারিবে না। এই স্থানে সংসারের স্বাদ বেশ বুঝিতে পারিবে।"

তৎপর যখন কবরের নিকট আনীত হয়, তখন এইরূপ দৈববাণী হয়:—

(১) "হে আদমের সন্তান! এখন কোথায় গেল তোমার বন্ধু-বর্গ—যাহারা তোমার সহিত বন্ধুত্বের দাবী করিত! এখন কোথায় গেল তোমার প্রাণের প্রাণ প্রেয়সিগণ—যাহারা মুহূর্ত্ত মাত্র অদর্শনে ব্যথিত হইয়া পড়িত! হায়, আজ সেই হিতৈষিগণ-ই তোমাকে কণ্টকময় অন্ধকার গহ্বরে প্রোথিত করিতে উপস্থিত হইয়াছে; কেহ কেহ তোমার বিয়োগ ব্যথায় অশ্রুপাত করিতেছে সত্য; কিন্তু অন্যায় অত্যাচারে জর্জ্জরিত করিয়া তুমি যাহাদের ধন গ্রহণ করিয়াছ, তাহারা আজ তোমার মৃত্যুতে হাস্য করিতেছে! কেহ বা তোমার ধনসম্পত্তির অংশ পাইবে বলিয়া উল্লসিত! মোট কথা সকলেই আপন আপন স্বার্থ চিন্তায় নিমগ্ন;

কেহই আজ এ কথা ভাবিতেছে না যে,—তোমার কি ভীষণ বিপদ সমুপস্থিত। হে পরলোক যাত্রি পথিক! জীবনে তুমি যাহা কিছু পুণ্যার্জ্জন করিয়াছ, এক্ষণে সেই পুণ্যধন-ই তোমার জন্য সর্ব্বাগ্রে উপস্থিত হইয়াছে। যাহাদের সুখের জন্য বৈধ, অবৈধ বিবেচনা না করিয়া ধন-সঞ্চয় করিয়াছিলে, আজ আর তাহারা তোমার ক্লেশের লাঘব করিতে সমর্থ নহে।"

যখন শবদেহ সমাধিস্থ করা হয়, তখন এইরূপ দৈবাদেশ হয়:—

(১) "হে মনুষ্যসন্তান! এই অন্ধকার গৃহের জন্য তুমি কোন্ আলোক লইয়া উপস্থিত হইলে?"

(২) "হে আদম-তনয়! এই নির্জ্জন আগারে তোমার কোন্ সঙ্গী, ও সঙ্গিনীকে সঙ্গে লইয়া আসিলে?"

যখন কবর দেওয়া শেষ হয়, তখন শব্দ হয়:—

(১) "জীবনে তুমি আমার উদরে হাসিতেছিলে;—বিবিধ প্রকার রহস্যালাপ করিয়া মনুষ্যকে হাসাইয়া ফিরিতে,—এখন্ কেন এমন নীরব—ক্ষুব্ধ হইয়া রহিলে? এখন্ সে রহস্যালাপ কোথায়?"

যখন সমাহিত করিয়া লোকজন চলিয়া যায়, তখন দৈববাণী হয়:—

(১) "হে আমার দাস! এখন্ আর তোমার দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী হইবার কেহই রহিল না,—সকলেই চলিয়া গেল! এখন তুম নিঃসঙ্গ—একা। আমার দয়াই তোমার পরম সম্বল।"

———

পুনরুত্থান-সমস্যা।

একদিন পাপপুরুষ শয়তান সমুদ্রকূলে উপনীত হইয়া দেখিতে পাইল,—শকুনী-গৃধিনী, শৃগাল-কুক্কুর ও মীনদল মহোল্লাসে একটী শবদেহ ভক্ষণ করিতেছে। এতদ্দর্শনে সে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া ভাবিল,—"মৃত্যুর পর যখন মানবদেহ ভূচর, খেচর ও জলচর প্রাণিগণেরই উদরস্থ হইয়া থাকে,—কতক বা বায়ুর সহিত বিলীন হইয়া যায়,—তখন "কেয়ামতে" (মহাবিচারের দিন—The day of Resurrection) (কবর হইতে) পুনরুত্থানের কথাটা একটা অসম্ভব ব্যাপার। আমি এই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা এক্ষণে লোকসমাজকে তাহাদের ভ্রম বুঝাইয়া দিব।"

সেই সময় খোদাতায়ালা, হজরত এব্রাহিমের (আঃ) প্রতি আদেশ করিলেন,—"এব্রাহিম! তুমি সমুদ্রকূলে গমন কর; সেখানে শয়তান আমার দাসদিগকে পথভ্রষ্ট করিবার জন্য দুরভিসন্ধির মায়াজাল বিস্তার করিতেছে।"

হজরত এব্রাহিম, খোদাতায়ালার আদেশে সেই সমুদ্রতীরে উপনীত হইলেন। শয়তান তাঁহাকে দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া ভূমিতে পদাঘাত করিতে লাগিল। হজরত কহিলেন—"যিনি অনস্তিত্ব হইতে অস্তিত্বের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে মৃতকে জীবিত করা কি কোন' অসাধ্য ব্যাপার?"

শয়তান ভাবিতে লাগিল—"কি বিপদ! এ আবার আমার কল্পনা কি করিয়া জানিতে পারিল!" সে তখন নিরুত্তর হইয়া প্রস্থান করিল।

শয়তান প্রস্থান করিলে হজরত এব্রাহিম (আঃ) প্রার্থনা করিলেন,—"হে আমার প্রতিপালক! তুমি কি প্রকারে মৃতকে জীবিত কর, আমাকে দেখাও।"

প্রশ্ন হইল—"এব্রাহিম! তুমিও কি তাহা বিশ্বাস কর না?" এব্রাহিম (আঃ) কহিলেন,—"হাঁ, (বিশ্বাস করি) কিন্তু ইহাতে আমার মনে প্রবোধ জন্মিবে।" আদেশ হইল—"চারিটী পক্ষী গ্রহণ কর এবং তাহাদিগকে উত্তমরূপে চিনিয়া রাখ; তৎপর (উহাদিগকে হত্যা করিয়া) মাংসখণ্ডগুলি এক এক পর্ব্বতে নিক্ষেপ কর। অতঃপর তাহাদিগকে আহ্বান কর; তাহারা দ্রুতগতিতে তোমার নিকট চলিয়া আসিবে। জানিও, খোদাতায়ালা পরাক্রান্ত ও নিপুণ।" (কোরান শরীফের অনুবাদ)

হজরত এব্রাহিম (আঃ) তদনুসারে একটী ময়ূর, একটী কুক্কুট, একটী পারাবত ও একটী বায়স—এই চারিটী পক্ষীকে আনয়ন করিয়া তাহাদের কণ্ঠচ্ছেদ করিলেন এবং পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ—চারিদিকের পর্ব্বতে, কোথাও একের পক্ষ, অন্যের দেহ, কোথাও একের পালক, অন্যের অস্থি রাখিয়া মস্তকগুলি স্বহস্তে রাখিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিলেন,—"তোমরা সকলে অখণ্ডপ্রতাপশালী খোদাতায়ালার আদেশে পুনর্জ্জীবিত হও।"

মুহূর্ত্তের মধ্যে পক্ষীচতুষ্টয়ের পক্ষ, পালক, অস্থি, মাংস, উড়িয়া আসিয়া একত্র সংযোজিত হইল,—পক্ষীগুলি বাঁচিয়া উঠিল।

সাধনশাস্ত্রের ব্যাখ্যাকারগণ বলিয়াছেন,—ময়ূর প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট পক্ষীচতুষ্টয় বধের যে আদেশ হইয়াছিল, তাহার তাৎপর্য্য—মানবীয় কুপ্রবৃত্তিগুলিকে বলিদান করিয়া শুদ্ধশান্ত জীবন লাভ করা।

ময়ূর সৌন্দর্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ,—বেশ-বিন্যাসেই সে পাগল। তাহার কণ্ঠচ্ছেদ অর্থে—বাহ্যিক চাকচিক্য প্রকাশে নিবৃত্ত হও—ধর্ম্মভূষায় হৃদয় সুসজ্জিত কর।

কুক্কুট অত্যন্ত কামাসক্ত, তাহাকে হত্যা করা অর্থে—কুপ্রবৃত্তি দমন কর,—কামকে জয় কর।

কপোত আসঙ্গলিপ্সু; তাহার মস্তকচ্ছেদ অর্থে—লোকসহবাসের ইচ্ছা ত্যাগ কর;—নির্জ্জনে উপাসনা কর।

কাক অতিশয় লোভী; তাহাকে নিহত করা অর্থে—লোভ সংবরণ কর;—কামনাকে চূর্ণ করিয়া ফেল।

অধ্যাত্ম-সাধনার তীক্ষ্ণ তরবারিতে এই চারি শত্রুকে নিহত করিয়া মুক্ত হও; মানবজন্ম সার্থক হইবে। পক্ষান্তরে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এই চারি বস্তু দ্বারা মানবদেহ গঠিত—সৃষ্ট।* এই চারি বস্তুর চারি-প্রকার বিকার। অগ্নির বিকার অহঙ্কার, বায়ুর বিকার কামাসক্তি, মৃত্তিকার বিকার মলিনতা, সলিলের বিকার লোভ। খোদাতায়ালার জন্য সাধন-ভজনের তীক্ষ্ণ অস্ত্রে এই বিকারসমূহ নিধন কর এবং জ্ঞান, বিশ্বাস ও প্রেমে সঞ্জীবিত হও।

শক্তিতত্ত্ব।

হজরত আনস (রাজিঃ) বলেন যে, হজরত রসুল মকবুল (দঃ) কহিয়াছেন—"খোদাতায়ালা যখন ভূমি সৃষ্টি করিলেন, তখন ভূমি কম্পিত হইতে লাগিল। অতঃপর পর্ব্বতের সৃষ্টি করিলে পৃথিবী স্থির হইল। তৎকালে স্বর্গদূতগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া প্রার্থনা করিলেন,—"হে আমাদের প্রতিপালক! পর্ব্বত অপেক্ষা শক্তিযুক্ত আর কোনও

---

* মুসলমান মনিষিগণের মতে ভূত চারিটী,—পাঁচটী নহে। তাঁহারা পঞ্চভূত "ব্যোম" স্বীকার করেন নাই। গ্রীক দার্শনিক আরিষ্টটল্‌ও "ব্যোম" অস্বীকার করিয়াছেন।

পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছ কি?" খোদাতায়ালা বলিলেন—"লৌহ।" তৎপর তাঁহারা বলিলেন—"হে সর্ব্বশক্তিমান! তোমার সৃষ্টির মধ্যে কি লৌহ অপেক্ষাও কোন শক্তিবিশিষ্ট বস্তু আছে?" উত্তর হইল—"অগ্নি।" ফেরেশ্‌তাগণ আবার বলিলেন—"অগ্নি অপেক্ষা শক্তিশালী কোন্ বস্তু?" বলিলেন—"জল।" পুনরায় তাঁহারা নিবেদন করিলেন—"প্রভো! জল অপেক্ষা শক্তিমান পদার্থ কি?" আদেশ হইল—"বায়ু।" ফেরেশ্‌তাগণ ইতঃপূর্ব্বে ঐ সকল বস্তু দর্শন করেন নাই, সুতরাং তাঁহারা অগ্নি, জল, বায়ু প্রভৃতির বিষয় অবগত হইয়া সবিস্ময়ে প্রার্থনা করিলেন,—"ইচ্ছাময়, বায়ু অপেক্ষা শক্তিশালী পদার্থ কি?" উত্তর হইল—"মানবসন্তানের মধ্যে যে দক্ষিণ হস্তে দান করে, বামহস্তকে তাহা জানিতে দেয় না, সে-ই বায়ু অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী।"

দানের মহিমা।

হজরত পয়গাম্বর (দঃ) বলিয়াছেন,—"দাতা যখন দানের নিমিত্ত অর্থ উদ্‌ঘাটন করেন, তখন সেই অর্থ পাঁচটী কথা কহিয়া থাকে:—

(১) আমি ক্ষুদ্র ছিলাম, আজ তুমি আমাকে বৃহৎ করিলে।

(২) ইতঃপূর্ব্বে তুমি আমার রক্ষক ছিলে, আজ হইতে আমি তোমার রক্ষক হইলাম।

(৩) ইত্যগ্রে আমি তোমার শত্রু ছিলাম, কিন্তু আজ হইতে তুমি আমাকে মিত্র করিলে।

(৪) আমি নশ্বর ছিলাম; কিন্তু তুমি আমাকে অবিনশ্বর করিলে।

(৫) এতদিন আমি অল্প ছিলাম; কিন্তু আজ তুমি আমাকে অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি করিলে।”

সংসার-মরুভূমি।

একদা জনৈক পথিক মরুপ্রান্তরের পথে চলিতেছিল। সে সেই ভয়ঙ্কর স্থানে কিয়দ্দূর গমনের পর দেখিতে পাইল—এক দুর্দ্দান্ত শার্দ্দূল তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইতেছে! পথিক এই আকস্মিক বিপদে আত্মহারা হইয়া প্রাণরক্ষার্থ দ্রুতপদে ছুটিতে লাগিল। কিন্তু হায়! বৃক্ষলতাহীন সেই মরুপ্রান্তরে নিরাশ্রয় ব্যক্তির প্রাণরক্ষা করিবার মত কোনই আশ্রয় দেখিতে পাইল না। এদিকে ব্যাঘ্রও তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়াছে দেখিয়া সে প্রাণের আশায় কেবলই ছুটিতে লাগিল। এমন সময় দেখিল,—সম্মুখে একটী কত কালের পুরাতন কূপ! কূপ দেখিয়া তাহার প্রাণে আশার সঞ্চার হইল। সে উহাতে অবতরণ করিয়া প্রাণ বাঁচাইতে মনস্থ করিল; কিন্তু যেই তাহাতে অবতীর্ণ হইবার উদ্যোগ করিয়াছে, অমনি নিম্নদেশ হইতে অসংখ্য অজাগর এক সঙ্গে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। আর সময় নাই,—প্রাণরক্ষা করিতেই হইবে,—এই ভাবিয়া সে কূপে অবতরণ করিল এবং তদুৎপন্ন তৃণগুচ্ছ দুই হাতে আঁকড়াইয়া ধরিয়া শূন্যে ঝুলিয়া রহিল।

বিধাতার কি আশ্চর্য্য মহিমা! সেই কূপের অভ্যন্তরে তৃণগুচ্ছের মধ্যে একখানি মৌচাক লাগিয়াছিল; ঈশ্বরের অনুগ্রহে সেই মধুচক্র হইতে মধু ক্ষরিত হইয়া পথিকের মুখে পড়িতে লাগিল। পথিক সেই মধুপানে প্রমত্ত হইয়া সর্প ও শার্দ্দূলের কথা ভুলিয়া গেল। ইতোমধ্যে

পিপীলিকাচয় তাহার আশ্রয়স্বরূপ—সেই তৃণগুচ্ছের মূলোৎপাটন করিয়া বাহির হইতে লাগিল ;—মধুপানে প্রমত্ত পথিক কিয়ৎক্ষণ পরেই সর্পমুখে প্রাণবিসর্জ্জন করিল !

প্রিয় ভ্রাতৃগণ ! এই বিপন্ন পথিকের অবস্থার সহিত একবার আপনার অবস্থার তুলনা করিয়া দেখ। সংসার-মরুভূমি মাঝে জীবন-পথের পথিক আমরা,—মায়া-মধু পানে সব ভুলিয়া আছি। আমাদের পশ্চাতে মৃত্যুরূপী শার্দ্দূল,—সম্মুখে অজাগরপূর্ণ অন্ধকার কবর-কূপ ! আয়ু-তৃণ ধরিয়া ঝুলিয়া আছি বটে ; কিন্তু কোন্ দিন কাল-পিপীলিকা সেই মূল উন্মূলিত করিবে, কে জানে !

মহতের জীবন।

বিশ্বাসীদলের নেতা, আমিরুল-মুমেনিন হজরত ওমর (রাজিঃ) দিবারাত্র খোদাতায়ালার উপাসনায় নিমগ্ন থাকিতেন। এক ব্যক্তি তাঁহার সাধন-ক্লেশ দেখিতে না পারিয়া কহিল—"হজরত, আপনি কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করুন,—অতিরিক্ত পরিশ্রমে আপনার শরীর যে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে !"

তদুত্তরে তিনি বলিলেন,—"ভাই ! আমি যদি বিশ্রাম করি, তবে মহাবিচারের দিন কি বলিয়া প্রভুর নিকট জবাব দিব ? দিবসে বিশ্রাম করিলে, প্রজামণ্ডলীর তত্ত্বাবধান করিবে কে,—দীন-দরিদ্রের বিচার হইবে কি প্রকারে ?"

অমিতগত্যাচার্য্য বিরচিত "ধর্ম্ম-পরীক্ষা" নামক সংস্কৃত গ্রন্থেও এইরূপ একটী গল্প বর্ণিত আছে ; কিন্তু সকল স্থলে মিল নাই। "সাহিত্য"—২২শ বর্ষ, ১২ সংখ্যা (১৩১৮) "জৈনকথা-সাহিত্য" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

বলা বাহুল্য হজরত ওমর (রাজিঃ) সমস্ত রাত্রি ঈশ্বরোপাসনা ও ছদ্মবেশে প্রজাবর্গের অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার ন্যায়পরতা সর্ব্বজনবিদিত।

ধার্ম্মিকের হৃদয়।

বীরকেশরী হজরত আলী (কঃ) স্বীয় অতুল শৌর্য্যের জন্য "শেরে খোদা" অর্থাৎ ঈশ্বরের শার্দ্দূল আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। নামাজের সময় উপস্থিত হইলেই তাঁহার শরীব কাঁপিতে থাকিত এবং দেহের বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইত! এ সম্বন্ধে লোকে তাঁহাকে প্রশ্ন করিলে তিনি উত্তর করিলেন,—"এক্ষণে এরূপ গুরুভার বস্তু বহনের সময় হইয়াছে, যাহা আকাশ ও পৃথিবী বহনে অসমর্থ হইয়া, অস্বীকার করিয়াছিল!"

তাপস হবিব আজমী।

তাপস হবিব আজমী (রহঃ) ৪০ বৎসর যাবৎ আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। সকল সময়েই অবনত মস্তকে ক্রন্দন করিতেন। খোদার ভয়ে একদিনের নিমিত্ত তাঁহার বিশ্রাম ছিল না,—কখন উঠিতেন, কখন বসিতেন, এইরূপ বিহ্বল অবস্থায় তাঁহার দিন কাটিত! তিনি সকল সময়েই এই কথা মনে করিতেন যে, পৃথিবীতে যত কিছু বিপদ আসিতেছে, সব-ই আমার পাপের জন্য। এই ভাবিয়া তিনি শরীরকে বলিতেন,—"দেহ! দিবারাত্র আল্লাহ্‌তায়ালার উপাসনা কর্; চক্ষু! দেখ্,—ঐ মৃত্যু আসিতেছে! মরিতে হইবেই, মহাবিচারের স্থানে উপস্থিত হইয়া হিসাব নিকাশ দিতেই হইবে! পাপ ও পুণ্যের দণ্ড-পুরস্কার ভোগ

করিতেই হইবে! সেখানে কাহারও অনুরোধে কাজ হইবে না। সাবধান!"

তাঁহার পরলোক গমনের পর এক ব্যক্তি তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"মহাত্মন্! আপনি কিরূপ অবস্থায় আছেন?" তিনি বলিলেন,—"পৃথিবীতে আমি যত উপাসনা করিয়াছি, তাহার কিছুই গৃহীত হয় নাই; কেবল একরাত্রি খোদার ভয়ে ক্রন্দন করিয়াছিলাম, তাহাই আমার উপকারে আসিয়াছে। সেই রাত্রির পুণ্যফলে দয়াময় আমাকে মুক্তি দান করিয়াছেন!"

চিলের অভিযোগ।

একদিন প্রেরিত পুরুষ হজরত সোলেয়মান (আঃ) বসিয়াছিলেন। এমন সময় একটী চিল আসিয়া অভিযোগ করিল,—"হজরত! অমুক বৃক্ষে আমার বাসা; সেখানে আমি ডিম দিয়াছি; এক নিষ্ঠুর ব্যাধ প্রত্যহ আসিয়া তাহা লইয়া যায়। আপনি আমার বিচার করুন।"

আল্লাহ্ তায়ালা, হজরত সোলেয়মানকে (আঃ) জিন্-পরী ও পশু-পক্ষী সকলের অধীশ্বর করিয়া দিয়াছিলেন। চিলের অভিযোগ শুনিয়া, তিনি দুইজন জিন্‌কে সেই বৃক্ষের প্রহরী নিযুক্ত করিলেন এবং বলিয়া দিলেন—"সেই নির্ম্মম ব্যাধ পুনরায় উহার ডিম লইতে আসিলে ধরিয়া সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করিও।" এতচ্ছ্রবণে চিল চলিয়া গেল।

কিয়দ্দিবস পরে ব্যাধ পুনরায় সেই চিলের ডিম লইতে মনস্থ করিল এবং ঈশ্বরের নামে কিছু দান করিয়া, নিরাপদে সেই বৃক্ষে আরোহণপূর্ব্বক ডিম লইয়া প্রস্থান করিল! জিনেরা তাহার কিছুই করিতে পারিল না।

শোকতপ্ত প্রাণে চিল আসিয়া আবার হজরতের নিকট কাঁদিয়া

পড়িল। হজরত, রক্ষী জ্বিনদ্বয়কে ডাকিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা কহিল—"প্রভু, আমরা আপনার প্রত্যেক আদেশ যথাযথ পালন করিয়াছি; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সেই ব্যাধ যখন ডিম লইতে গাছে উঠিল এবং আমরা তাহাকে ধরিতে অগ্রসর হইলাম, তখন খোদাতায়ী-লার আদেশে দুইজন ফেরেশ্‌তা আসিয়া, আমাদের পা সজোরে আকর্ষণ করিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দিল! শেষে জানিলাম, বৃক্ষে উঠিবার সময় সে কিছু দান করিয়াছিল; সেইজন্য খোদাতায়ালা তাহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন!"

দৈন্য ও নির্ভর।

খোদাতায়ালা বলিয়াছেন--"হে আমার দাস, যদি তুমি শোকাকুল হৃদয়ে, অনুতপ্ত প্রাণে, আমার নিকট আগমন কর, তবে আমি তোমাকে সন্তোষ দান করিব। দীনতার সহিত আসিলে তোমাকে ধনী করিয়া দিব। আর যদি সম্পূর্ণরূপে আমার প্রতি নির্ভর কর, তবে ইন্দ্রিয়সমূহকে তোমার বাধ্য করিয়া দিব।"

সন্দেহ-ভঞ্জন।

একদিন এমাম আবু হানিফা (রহঃ) একটী মসজেদে বসিয়াছিলেন। এমন সময় একদল নাস্তিক সশস্ত্র আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল এবং কাটিয়া ফেলিবার ভয় দেখাইতে লাগিল।

এমাম সাহেব কহিলেন—"ভ্রাতৃগণ! আমার একটী মাত্র কথা শুনিয়া লও; তারপর যাহা ইচ্ছা করিও।"

তাহারা কহিল—"কি কথা? শীঘ্র বল।"

এমাম সাহেব কহিলেন,—"এক ব্যক্তি বলিতেছিলেন,—আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি,—নাবিকহীন একখানি বিপুল জাহাজ, বিবিধ দ্রব্যপূর্ণ হইয়া স্রোতের প্রতিকূলে ভাসিয়া যাইতেছে; তোমরা কি এ কথা বিশ্বাস কর?"

নাস্তিকেরা কহিল,—"ইহা পাগলের প্রলাপ। কর্ণধারহীন হইয়া স্রোতের প্রতিকূলে কোন্ কালে জাহাজ চলিতে পারিয়াছে?"

তখন আবু হানিফা (রহঃ) সাহেব বলিলেন,—"ভাই সকল, যখন সামান্য একখানি জাহাজ কর্ণধারহীন হইলে, স্রোতের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে পারে না—বলিতেছ,—তখন সময়ের পরিবর্ত্তনে নিত্য-পরিবর্ত্তনশীল এই বিচিত্র জগৎ বিনা-রক্ষকে পরিচালিত হইতেছে, এ কথা কি তোমরা বিশ্বাস কর?"

এই কথা শুনিয়া তাহারা কাঁদিয়া উঠিল এবং প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্বক ইসলাম্ গ্রহণ করিল।

নাস্তিকের মত পরিবর্ত্তন।

এক নাস্তিক, এমাম জাফর সাদেকের (রহঃ) সহিত তর্ক-বিতর্ক করিতে করিতে ঈশ্বর অস্বীকার করিল। তিনি বলিলেন,—"ভাই, আপনি কখন সমুদ্রযাত্রা করিয়াছেন কি?" নাস্তিক কহিল—"হাঁ, করিয়াছি।" এমাম সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কখনও সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন?" নাস্তিক বলিল—"একদিন প্রবল ঝড়ে জাহাজ সমুদ্র-জলে নিমগ্ন হইল; নাবিকেরা ডুবিয়া মরিল, আমি একখণ্ড তক্তা

ধরিয়া ভাসিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহাও হস্তচ্যুত হইল! শেষে সৌভাগ্যবশতঃ আপনা হইতে ভাসিয়া আসিয়া তীরে লাগিলাম!"

এমাম সাহেব প্রশ্ন করিলেন—"ভাই, ঝড়ের সময় আপনার জীবনের ভার কাহার প্রতি নির্ভর করিতেছিল?" সে বলিল—"জাহাজ ও নাবিকদের প্রতি।" এমাম সাহেব বলিলেন—"জাহাজ ডুবিলে,—নাবিকগণ মরিলে?"—নাস্তিক কহিল—"একখণ্ড তক্তার উপর।" এমাম সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যখন তক্তাখানি আপনার হস্তচ্যুত হইল, তখন কি মৃত্যুর উপর আপনার জীবন নির্ভর করিতেছিল,—না অন্য কিছু?" নাস্তিক ইহা শুনিয়া নীরব হইল। এমাম সাহেব কহিলেন—"বলুন না কেন,—কিসের প্রতি তখন আপনি নির্ভর করিয়াছিলেন?" নাস্তিক নিরুত্তর। এমাম সাহেব বলিলেন,—"ভাই, তিনিই আল্লা,—যিনি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়।"

নাস্তিক তাহার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিল।

ইঁদুর পোষা

একজন ধার্ম্মিক লোকের ইঁদুরে বিস্তর ক্ষতি করিতেছিল। এক ব্যক্তি তাঁহাকে বলিল,—"মহাশয়, আপনি বিড়াল পুষুন না কেন? ইঁদুরগুলি যে আপনার সর্ব্বনাশ করিল!" তদুত্তরে তিনি বলিলেন,—"না ভাই, আমি উহা পুষিব না। আমার আশঙ্কা হয়, বিড়ালের ভয়ে ইঁদুরগুলি শেষে পলাইয়া গিয়া আমার প্রতিবেশীর গৃহে অত্যাচার না করে! আমি নিজে যাহা ভালবাসি না, তাহা প্রতিবেশীর সম্বন্ধে ঘটিতে দিব কেন?"

মানুষের দান ও বিধাতার দান।

একদা হজরত আবদুল্লা (রাজিঃ) হজ্জব্রত সমাপন করিয়া, মক্কা শরীফের একস্থানে ঘুমাইয়াছিলেন। স্বপ্নে দেখিলেন, দুইজন ফেরেশ্‌তা স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন অপর সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ বৎসর কত লোক হজ্জ করিতে আসিয়াছে?" তিনি উত্তর করিলেন, –"৬ লক্ষ।" প্রথম ফেরেশ্‌তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কত লোকের হজ্জ কবুল (গৃহীত) হইয়াছে?" দ্বিতীয় ফেরেশ্‌তা বলিলেন,—"একজনের-ও নহে,—কেবল দামেস্ক নগরে অলিওল মত্তফক নামে এক চর্ম্মকার বাস করে, তাহারই হজ্জ কবুল হইয়াছে।"

এই স্বপ্ন দেখিয়া মহর্ষি জাগিয়া উঠিলেন এবং আক্ষেপ করিয়া কহিলেন—"হায়! পৃথিবীর নানাস্থান হইতে সুদূর পথ অতিক্রম করিয়া, কত লোক হজ্জ করিতে আসিয়াছে, তাহাদের কাহারও হজ্জ কবুল হইল না,—হইল কি না একজন চামারের! সে এমন্ কি পুণ্যকর্ম্ম করিল!"

প্রাতে উঠিয়াই তিনি দামেস্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া, বহু অনুসন্ধানে সেই মুচির সাক্ষাৎ পাইলেন। দেখিলেন, মুচি তাহার নিত্যকর্ম্ম—জুতা সেলাই করিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভাই, তোমার নাম কি?" সে তাহার নাম বলিলে, তিনি বলিলেন—"আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি,—এবার ৬ লক্ষ লোক হজ্জ করিতে গিয়াছিল; কিন্তু তাহাদের কাহারও হজ্জ গৃহীত হয় নাই,—কেবল তোমার-ই হইয়াছে। তুমি কি এবার হজ্জ করিতে গিয়াছিলে?" ইহা শুনিয়া সে

ভাবাবেশে অজ্ঞান হইয়া পড়িল ; জ্ঞান সঞ্চার হইলে বলিল—"না, আমি তো হজ্জ করিতে যাই নাই, তবে ৩০ বৎসর যাবত হজ্জ করিবার ইচ্ছা করিয়া কিছু টাকা জমাইয়াছিলাম। এ বৎসর হজ্জ করিতে যাইব এমন সময় একদিন আমার স্ত্রী কহিল,—"প্রতিবেশীর গৃহ হইতে কিছু তরকারি চাহিয়া আন।" আমি তরকারি সংগ্রহে তাহাদের বাড়ীতে গিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে প্রাণ অত্যন্ত ব্যথিত হইল। দেখিলাম—আমার প্রতিবেশীর ছেলেপিলেরা ক্ষুধার জ্বালায় ক্রন্দন করিতেছে,—তাহারা ৭ দিন অবধি সকলে অনাহারে আছে। পেটের জ্বালায় তাহারা একটী মৃত গাধার মাংস আনিয়া রন্ধন করিয়াছে!" প্রতিবেশী আমাকে সমুদয় অবস্থা জানাইয়া শেষে কহিল—"ভাই, তুমি মুসলমান ; তোমার পক্ষে তো মৃত গাধার মাংস খাওয়া হারাম (নিষিদ্ধ)।" আমি তাহাদের দুর্দ্দশা দর্শনে বিষণ্ণ চিত্তে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম এবং সুদীর্ঘ ৩০ বৎসরে যাহা কিছু সংগ্রহ করিয়াছিলাম, সমুদয় দুস্থ প্রতিবেশীদিগকে দান করিলাম।"

চর্ম্মকারের মহানুভবতার কথা শুনিয়া মহর্ষি সানন্দে কহিলেন—"ভাই! তুমি অতি উত্তম কার্য্য করিয়াছ ; এইজন্যই তোমার হজ্জ গৃহীত হইয়াছে।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা।

মহাজ্ঞানী হজরত শিব্‌লী (রহঃ) বলিতেন,—"ভাই সকল! "আল্লাহ্" "আল্লাহ্" বল; যে ব্যক্তি আল্লার নাম করিবে, আমি তাহাকে চিনি খাওয়াইব।" একদিন তিনি সকলকে ডাকিয়া বলিলেন,—"আজ যদি তোমরা আল্লার নাম কর, তবে আমি তোমাদিগকে টাকা আধুলি প্রভৃতি দান করিব। তখন সকলে "আল্লাহ্" "আল্লাহ্" বলিতে লাগিল।

কয়েকদিন পরে শিব্‌লী (রহঃ) শাণিত তরবারি হস্তে বহির্গত হইয়া, ডাকিয়া বলিলেন,—"আর যদি তোমরা আল্লার নাম কর, তাহা হইলে আমি তোমাদের শিরশ্ছেদ করিব।" এই কথা শুনিয়া লোকে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,--"হজরত, যে "আল্লার" নাম করিলে আপনি শর্করা ও রৌপ্য দান করিতেন, আজ সেই নাম উচ্চারণ করিলে হত্যা করিতে চাহিতেছেন, ইহার কারণ কি?" তিনি বলিলেন, —"প্রথমে আমি মনে করিয়াছিলাম—তোমরা শুদ্ধমনে, পবিত্রভাবে আল্লার নাম করিবে; সেই জন্য শর্করা ও রৌপ্য দান করিতেছিলাম, কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি—লোভী তোমরা, পশুর ন্যায় শুচি-অশুচির বিচার না করিয়া খোদাতায়ালার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিতেছ। আমি আল্লার নামের এই অপমান আর সহ্য করিতে পারি না!"

বাহির ও ভিতর।

একদা ঈদের দিনে হজরত শিবলী (রহঃ) শোকপ্রকাশক কাল কাপড় পরিধান করিয়া কাঁদিতেছিলেন। লোকে তাঁহাকে বলিল,—"মহর্ষে! আজ ঈদের দিন;—সকলেই আনন্দ করিতেছে, আপনি কাঁদিতেছেন কেন?" তিনি বলিলেন,—"আজ সকলেই বহুমূল্য আচকান-চোগায় দেহ সুসজ্জিত করিয়া হাস্য করিতেছে;—কিন্তু হায়! এই সকল লোক ধর্ম্মহীন, ঈশ্বর-বিমুখ। ইহারা যদি প্রকৃত ধার্ম্মিক হইত, তবে শরীরকে বাহ্যিক শোভায় সজ্জিত না করিয়া, অন্তরকে ধর্ম্মালঙ্কারে বিভূষিত করিত। ইহাদের পরিণাম চিন্তা করিয়াই আমি কাঁদিতেছি।"

দুই প্রকারের বিচ্ছেদ।

কতকগুলি লোক একটী মরা মানুষকে কবর দিতে লইয়া যাইতেছে, পশ্চাতে মৃতের পিতামাতা কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়াছে এবং দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিতেছে—"হায়! কি দারুণ পুত্রবিচ্ছেদ।" ইহা দেখিয়া হজরত শিব্‌লি (রহঃ) ললাটে করাঘাত পূর্ব্বক—ব্যাকুল হইয়া কহিতে লাগিলেন—"হায়, কি খোদা-বিচ্ছেদ! হা' দয়াময়! তুমি কোথায়!"

পৃথিবীর বন্ধু।

একদিন কতকগুলি লোক হজরত শিবলীর (রহঃ) নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিল—"মহাশয়, আমরা আপনার বন্ধু।" এতচ্ছ্রবণে মহর্ষি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং কতকগুলি প্রস্তরখণ্ড

লইয়া তাহাদের প্রতি ছুড়িতে লাগিলেন। আগন্তুকেরা ঢিলের ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিল, ইহা দেখিয়া মহর্ষি তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন—"ভ্রাতৃগণ! যদি প্রকৃতই তোমরা আমার বন্ধু হও, তাহা হইলে এই সামান্য অত্যাচারটুকু সহ্য করিতে পারিলে না! যে ব্যক্তি প্রকৃত বন্ধু হইবে, সে বন্ধুকৃত সহস্র অত্যাচারকেও সম্পদ বিবেচনা করে,—পলায়ন করে না। প্রকৃত বন্ধুগণ আল্লার প্রেমে হাসিতে হাসিতে প্রাণ উৎসর্গ করেন! হজরত এব্রাহিম (আঃ) আল্লার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া, স্বীয় পুত্রকে "কোরবানী" করিয়াছিলেন;—স্বয়ং প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া গভীর প্রেমের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। কারবালা-প্রান্তরে এমাম হোসেন (রাজিঃ) ষষ্টি সহস্র সহচরসহ আল্লার পথে "কোরবানী" হইয়াছিলেন;—তাঁহারাই প্রকৃত প্রেমিক এবং তাঁহাদেরই প্রেম সত্য।"

খোদাতায়ালা বলিয়াছেন,—"তোমার মন খোদাকে ছাড়িয়া অন্য বস্তুতে আসক্ত হইলে, সেই বস্তুর সহিত তোমাকে দগ্ধ করা হইবে।" সুতরাং আমাদের উচিত,—সর্ব্বদা আল্লার প্রেমমুগ্ধ থাকিয়া, তাঁহাতেই আসক্ত হই।

অগ্নি ও জল।

হজরত আওল হোসেন খের্কাণী (রহঃ) বলিয়াছেন,—"স্ত্রীলোক এবং পুরুষ পরস্পরের পোষাক পরিবর্ত্তন করিলে যেমন পুরুষ স্ত্রীলোক হয় না, স্ত্রীলোকও পুরুষ হয় না, তেমনি অসাধু ব্যক্তি সাধুর বসনে শরীর আচ্ছাদিত করিলেই সাধু হইতে পারে না;—সাধুতা বাহিরে নহে, ভিতরে।" প্রকৃত প্রেমিক অহোরাত্র আল্লার ভয়ে রোদন করিতে থাকেন। বর্ষাকালে যেমন জল ঝরে, বিদ্যুৎ হাসে, ঠাণ্ডা বাতাস বয়,

সুগন্ধি ফুল ফুটে, পাখীরা কূজন করে, তেমনি প্রকৃত প্রেমিক যিনি, তাঁহারও অন্তরে প্রেমাগ্নি খেলে,—নয়নে অবিরলবর্ষিণী শ্রাবণের ধারার মত জল ঝরে, প্রকৃতির মুক্ত সৌন্দর্য্যে দামিনীর হাস্যচ্ছটার মত প্রাণ বিধাতার সৃষ্টিমহিমায় পুলকিত হইয়া উঠে! তাঁহার মানসকাননে তখন কত শত ভাব-কুসুমের সৌরভ ছুটে,—অশান্ত পরাণে ক্ষণিকের তরে শান্তির বাতাস বহিয়া যায়! সে কি আনন্দ! সে কি তৃপ্তি!

একদা মহর্ষি শিবলী (রহঃ) দেখিলেন,—একখানি কাঠের একদিকে আগুন ধরিয়াছে, অপরদিকে জল পড়িতেছে। ইহা দেখিয়া তিনি রোদন করিতে লাগিলেন। লোকে রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন,—"ভ্রাতৃগণ! কাঠের একদিকে আগুন লাগিয়া, অপরদিকে জল ঝরিতেছে। তোমরা বল আমরা মুসলমান,—প্রকৃত উপাসক,—প্রেমিক; কিন্তু কৈ—তোমাদের হৃদয়ে ঈশ্বর-প্রেমের অনল জ্বলিয়া, নয়নে ধারা বহায় কৈ? যদি তোমরা ভক্ত মুসলমান হইতে, তবে তোমাদেরও ঐ অবস্থা দেখিতাম;—"আল্লাহ্" "আল্লাহ্" বলিতে বলিতে, তোমাদের হৃদয়তটিনী উভয়কূল প্লাবিত করিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত—দু'নয়ন দিয়া অপ্রতিহত বেগে প্রেমাশ্রু বহিতে থাকিত। আর তোমাদের দেহ-যষ্টি স্রোত-উন্মূলিত কদলীকুঞ্জের মত সেই আবেগ ও ব্যাকুলতায় কম্পিত হইত! তোমাদের সে অবস্থা হয় কৈ?"

প্রেমান্ধতা।

একদিন হজরত শিবলী (রহঃ) তাঁহার একখানি মূল্যবান নূতন কাপড় পোড়াইয়া ফেলিলেন। লোকে বলিল,—"মহাত্মন! সম্পত্তি নষ্ট করা উচিত নহে—হাদিস শরীফে নিষেধ আছে।"

তিনি কহিলেন—"ভাই! আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন,—"যদি তোমরা আমাকে ভাল না বাসিয়া অন্য বস্তুকে ভালবাস, তবে তোমাদিগকে সেই বস্তুর সহিত নরকানলে দগ্ধ করা হইবে।" কাপড়খানা গায়ে দিয়াছিলাম,—বেশ ভাল লাগিল। তখনই আবার খোদাতায়ালার আদেশের কথা মনে পড়িল;—তাই উহা দগ্ধ করিলাম।"

ধর্ম্মভীরুতা

প্রখ্যাতনামা তাপস হজরত:বশর হাফীর (রহঃ) বৃদ্ধা ভগিনী একদা এমাম আহ্মদ হম্বলের (রহঃ) সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—"আর্য্য! একদিন রাত্রিকালে আমি আমার ঘরের ছাদে বসিয়া কার্পাসসূত্র কাটিতেছিলাম, এমন সময় দেখিলাম,—খলিফার ভৃত্যগণ তাঁহার শিবিকার অগ্র-পশ্চাতে মশাল জ্বালিয়া যাইতেছে; আমি সেই মশালের আলোকে খানিকটা সূতা কাটিয়া লইলাম। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল,—না জানি সম্রাট সদুপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা এই তৈল:ক্রয় করিয়াছেন কি না!—আমি তাঁহার মশালের আলোকে সূতা কাটিলাম,—আমারও সূতা কাটা বৈধ হইল কি না!" এই কথা শুনিয়া মহাত্মা আহ্মদ হম্বল (রহঃ) কাঁদিতে লাগিলেন এবং বলিলেন,—"তুমি এইরূপ সূক্ষ্মবিচার করিয়া চলিও; নিশ্চয় তোমার জীবন নির্ম্মল ও পাপ-নির্ম্মুক্ত হইবে।"

রাজভোগ ও উদ্ধতপুত্র।

নেশাপুরের কতিপয় ভদ্রলোক একদা তাপস আহ্‌মদের (রহঃ) গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,—সাধুর এক দুর্ব্বৃত্ত পুত্র মদ্যপানে প্রমত্ত হইয়া, রবাব নামক বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে বাজাইতে তাঁহাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল! ভদ্র ব্যক্তিরা তাহার উদ্ধত আচরণ দর্শনে মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন। হজরত আহ্‌মদ তাঁহাদের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন,—"মহাশয়গণ, একদিন রাত্রিকালে আমি কিছু খাদ্যদ্রব্য উপহার পাইয়া ভক্ষণ করিয়াছিলাম; পরে জানিতে পারিলাম, উহা রাজভোগ,—রাজভাণ্ডার হইতে আসিয়াছে। সেই রাত্রেই এই বালক তাহার মাতৃগর্ভে স্থানলাভ করে। রাজার অসদুপায়ে অর্জ্জিত অর্থ দ্বারা খাদ্যদ্রব্য ক্রীত হইয়াছিল,—সেই অপবিত্র "হারাম" (নিষিদ্ধ) বস্তু ভক্ষণের ফলেই আমার ঔরসে এই পাষণ্ড পুত্রের জন্ম। আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

মনের বল।

মহর্ষি জোন্নুন মিস্‌রীর (রহঃ) প্রতি তৎকালীন বাদশাহ কুপিত হইয়া তাঁহাকে ৪০ দিন কারারুদ্ধ করিবার আদেশ দেন। এক বৃদ্ধা প্রতিদিন ঋষির আহারের জন্য একখানি করিয়া রুটী রাখিয়া যাইত। ৪০ দিন গত হইবার পর বৃদ্ধা দেখিল,—মহর্ষি সেই সকল রুটীর এক-খানিও স্পর্শ করেন নাই,—সবগুলিই যেমন তেমনি আছে। এতদ্দর্শনে বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিল—"হজরত, এই রুটী পবিত্র ও নির্দ্দোষ,—আপনি তাহা ভোজন না করায় আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি।" মহর্ষি কহিলেন—"না, উহা অত্যাচারী কারারক্ষক ও পাহারাওয়ালাদের হস্ত দ্বারা প্রেরিত হইয়াছে,—সুতরাং অপবিত্র,—অস্পৃশ্য।"

নিষ্ঠা।

লিখিত আছে,—এমাম আহ্‌মদ হম্বল (রহঃ) তাপসকুলের অগ্রণী ও শ্রেষ্ঠ ঈশ্বরপ্রেমিক ছিলেন। প্রতি রাত্রে দুই ঘণ্টার অধিক তিনি ঘুমাইতেন না,—সর্ব্বক্ষণ-ই উপাসনা করিতেন।

একদা তাঁহার পুত্র সালেহ্‌, রুটী প্রস্তুত করিয়া পিতার নিকট পাঠাইয়া দিলেন; মহর্ষি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিরূপে এই রুটী প্রস্তুত হইয়াছে ?" পাচক কহিল,—"আপনার পুত্র সালেহ্‌ প্রদত্ত ময়দায় ইহা প্রস্তুত।" আহ্‌মদ হম্বল বলিলেন,—"না, আমি ইহা খাইব না।" পাচক আশ্চর্য্য হইয়া নিবেদন করিল—"হুজুর, খাবেন না কেন ?" তদুত্তরে তিনি বলিলেন,—"সালেহ্‌ যে এক বৎসর ইস্পাহানের কাজি (বিচারক) ছিল, সেই সময়ের উপার্জ্জিত উৎকোচের অর্থ দ্বারা ময়দা ক্রয় করিয়া রুটী প্রস্তুত করিয়াছে; এ রুটী খাইলে আমার গলায় বাধিবে।"

পাচক বলিল,—"হুজুর, এখন এ রুটী কি করিব ?" তিনি বলিলেন,—"যদি কোন ফকির আসে, তাহাকে দিও ; কিন্তু বলিয়া দিও যে, সালেহের ময়দায় ইহা প্রস্তুত। যাহার ইচ্ছা হয় গ্রহণ করিতে পারে।"

চারিদিন অতীত হইয়া গেল; কিন্তু কোন ফকির সে রুটী গ্রহণ করিতে আসিল না দেখিয়া পাচক উহা দজ্‌লা নদীতে নিক্ষেপ করিল। এমাম হম্বল সাহেব তাহা শুনিয়া কহিলেন,—"আর সমস্ত জীবনে মাছ খাওয়া হইল না; উৎকোচের অর্থে ক্রীত ময়দার রুটী যদি দজ্‌লা নদীর মৎস্যেরা ভক্ষণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে, সেই মাছ খাইলে দেহ অপবিত্র হইবে। সুতরাং জীবনের মত মাছ খাওয়া শেষ!"

ঈশ্বর-ভীতি।

তাপস অৎবা (রহঃ) একদা দুর্জ্জয় শীতের রাত্রিতে তাঁহার সাধনাগারে বসিয়াছিলেন ; তাঁহার দেহ হইতে অনবরত স্বেদধারা বহিতেছিল। তদ্দর্শনে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল,—"মহাত্মন্, এই দুরন্ত শীতে আপনি ঘর্ম্মাক্ত কলেবর কেন ?" ঋষি বলিলেন,—"কয়েকদিন হইল আমার কুটীরে ৪টী অতিথি আসিয়াছিলেন ; আমি তাঁহাদিগকে পরম সমাদরের সহিত গ্রহণ করিয়া, আহার করাই। ভোজনান্তে দেখিলাম, তাঁহারা আমার প্রতিবেশীর গৃহপ্রাচীর হইতে বিনানুমতিতে মৃত্তিকা গ্রহণ করিয়া হাত ধুইতেছেন। তাঁহাদের এই অবৈধ আচরণ,—পাপকার্য্যে নির্ভয় ভাব স্মরণ করিয়া এখনও আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে ! প্রাণ দুরু দুরু কাঁপিতেছে। "বিনানুমতিতে পরের দ্রব্য কেন গ্রহণ করিলে ?" কল্য যদি প্রভু এই প্রশ্ন করেন, তবে তাঁহারা কি উত্তর দিবেন ?—এই চিন্তাতেই আমি চিন্তিত ;—এই মহা ভাবনায় দেহ ঘর্ম্মাক্ত হইতেছে।"

অনুতাপ।

এক ব্যক্তি তাপস এব্‌নে আতার (রহঃ) দর্শনার্থে যাইয়া দেখেন, তিনি অধীরভাবে পদচারণা করিয়া বেড়াইতেছেন,—কাঁদিতেছেন। তদ্দর্শনে দর্শক জিজ্ঞাসা করিল—"হজরত, আপনি এরূপ ব্যাকুল কেন ?" ঋষি কহিলেন,—"ভ্রাতঃ ! অদ্য আমার একটী পুরাতন পাপের কথা স্মরণ হওয়ায় ঈদৃশ কাতর হইয়া পড়িয়াছি যে, আর হৃদয়াবেগ দমন করিতে পারিতেছি না। বাল্যকালে আমি একজনের একটী পারাবত চুরি করিয়া আনিয়াছিলাম ; যৌবনে তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সহস্র মুদ্রা

বিতরণ করিয়াছি; কিন্তু তথাপি প্রাণ অস্থির হইতেছে,—হৃদয় আল্লার ভয়ে কম্পিত হইতেছে, অশ্রু সংবরণ করিতে পারিতেছি না। কি জানি, সেই মহাবিচারক আমার প্রতি এজন্য কি গুরুদণ্ডের-ই না ব্যবস্থা করেন!"

রিপুদমন।

তাপস সহল তশ্‌তরী (রহঃ) তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব বিতরণ করিয়া দিয়া হেজাজের দিকে যাত্রাকালে মনকে বলিলেন—"মন! নিঃস্ব হইয়াছ;—আর কিছুর-ই অভিলাষ করিও না,—করিলেও পাইবে না।"

মন বলিল—"আচ্ছা,—আর কিছু চাহিব না।"

কিন্তু সহল কুফানগরে পদার্পণ করিলে মন বলিল,—"এতদিন কোন দ্রব্য চাহি নাই, আ'জ একটী সামান্য দ্রব্য চাহিতেছি,—একটু' মাছভাজা ও শুষ্ক রুটী;—আর কিছু না!"

সহল উপেক্ষার হাসি হাসিয়া কহিলেন,—"আচ্ছা, আচ্ছা, মাছভাজা দিয়া রুটী খাওয়াইব!"

অতঃপর তিনি শহরে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন,—এক ব্যক্তি উষ্ট্রের সাহায্যে যাঁতাকল চালাইতেছে। সহল তাহাকে কহিলেন,—"ভাই, এই উষ্ট্রটীকে যদি তুমি সমস্ত দিনের জন্য ভাড়া দাও, তাহা হইলে কত পাইবে?" উটওয়ালা কহিল—"দুই দেরহেম,—৷৴৪ পাই।" তাপস বলিলেন,—"তবে উটকে ছাড়াইয়া দিয়া আমাকে উহার সহিত আবদ্ধ কর; সন্ধ্যার নামাজের পূর্ব্বে একটী দেরহেম পারিশ্রমিক দিয়া আমাকে মুক্ত করিও।"

কলের অধিকারী তাঁহাকে জানিত না। সে তাঁহার কথা শুনিয়া

সহাস্যে উটকে ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাকে যন্ত্রের সহিত আবদ্ধ করিল এবং সন্ধ্যার সময় নির্দ্দিষ্ট পারিশ্রমিক দিয়া বিদায় দিল। সহল বাজারে উপস্থিত হইয়া সেই পয়সায় কিছু ভাজা মাছ ও শুষ্ক রুটী ক্রয় করিয়া আনিলেন এবং সম্মুখে স্থাপন পূর্ব্বক বলিলেন,—"মন! যখনই মাছ ভাজা ও রুটী ভক্ষণের অভিলাষ করিবে, তখনই তোমাকে প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এইরূপ হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খাটিতে হইবে! সাবধান,—আর কিছু চাহিও না!!"

তাপস ও তস্কর।

জনৈক ঋষি তাঁহার অন্ধকারময় গৃহে উপাসনা করিতেছিলেন; এমন সময় চোর আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। চারিদিক অনুসন্ধান পূর্ব্বক কিছু না পাইয়া চোর যখন চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল, তখন ঋষি নামাজ পড়া বন্ধ রাখিয়া উঠিলেন এবং আক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"হায়! এই চোর আমার গৃহে কিছু না পাইয়া অবশ্যই আমার প্রতিবেশীর গৃহে সিঁদ কাটিবে।" এই ভাবিয়া তিনি চোর যে পথ অবলম্বনে গমন করিয়াছিল, অন্যদিক দিয়া সেই পথের অগ্রে গিয়া তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব—সেই একখানি মাত্র কম্বল পথে ফেলিয়া রাখিলেন এবং নিজে পথের ধারে একটী ঝোপে লুকাইয়া রহিলেন। ইত্যবসরে চোর সেই স্থলে উপস্থিত হইলে কম্বল দেখিয়া তাহার আনন্দের সীমা রহিল না। তখন তাপস "চোর", "চোর" বলিয়া চীৎকার করিয়া প্রতিবেশীদিগকে জাগাইয়া তুলিলেন।

নিজের দ্রব্য ইচ্ছাপূর্ব্বক চোরকে দিয়া বিদায় দিবার কারণ কি, জিজ্ঞাসা করায়, সাধু কহিলেন,—"আমি যদি আমার কম্বলখানি দিয়া

তাহাকে বিদায় না করিতাম, তবে নিশ্চয় সে অন্য কাহারও গৃহে চুরি করিত;—প্রতিবেশীর ধনসম্পত্তি রক্ষা করা একটী মহাধর্ম্ম।"

আত্মবিচার।

ধার্ম্মিক প্রবর হজরত আব্দুল্লা জোম্বরনের (রহঃ) নিকটে এক ব্যক্তি দীনতা সম্বন্ধে উপদেশ প্রার্থনা করিল। ঋষি তাহাকে কোনই উত্তর না দিয়া পাদুকা পরিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। লোকে জিজ্ঞাসা করিল—"হজরত, একজন লোক আপনার কাছে উপদেশ প্রার্থনা করিল, আর আপনি তাহাকে উপদেশ না দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন, একি কথা!" তিনি বলিলেন,—"আমার কাছে ২৪ রতি ওজনের একখণ্ড রৌপ্য ছিল; আজ তাহা দরিদ্রকে দান করিলাম। যতক্ষণ আমার কাছে রৌপ্যখণ্ড ছিল, ততক্ষণ আমি ধনবান হইয়া কি প্রকারে দরিদ্রতা সম্বন্ধে উপদেশ দিব? এজন্য অগ্রেই তাহা দান করিলাম। এক্ষণে আমি কপর্দ্দকশূন্য—কাঙ্গাল; উপদেশ দিতে আর কোন বাধা নাই।"

সদাশয়তা।

এক দুর্ব্বৃত্ত ইহুদীকে মসজেদে মূত্রত্যাগ করিতে দেখিয়া সাহাবাগণ* শাস্তি দিতে উদ্যত হইলেন। তদ্দর্শনে প্রেরিতশ্রেষ্ঠ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) দুই হাত তুলিয়া বলিলেন,—"ভ্রাতৃগণ! তোমরা উহার বিচার-ভার লইও না;—প্রস্রাব করিতে দাও।"

* হজরত মোহাম্মদের (দঃ) ভক্ত পার্শ্বচরবর্গকে সাহাবা বলে।

যখন ইহুদীর প্রস্রাব করা শেষ হইল, তখন প্রেরিতপুরুষ ধীরগম্ভীর পদে অগ্রসর হইয়া কহিলেন,—"ভাই, ইহা উপাসনার স্থান,—প্রস্রাব করিবার নহে। এস্থানে মূত্রত্যাগ করা পাপ।" তৎপর নিজ হাতে এক পাত্র জল আনিয়া ধৌত করিতে দিলেন!

শুদ্ধিবিচার।

মহর্ষি আহ্‌মদ হরব্‌কে তাঁহার মাতা একটী মুরগী রাঁধিয়া খাইতে দিলেন। তিনি বলিলেন,—"না মা, আমি ইহা খাইব না।" মাতা কহিলেন,—"চিন্তা করিও না বাছা, এ মুরগী আমি নিজে বাড়ীতে পুষিয়াছি।" তাপস বলিলেন,—"মা, ঐ মুরগীকে আমি একদিন আমার প্রতিবেশীর গৃহে শস্য খাইতে দেখিয়াছি। আমার ভয় হয়, সে যদি অসদুপায়ে অর্জ্জিত অর্থে ক্রীত শস্য দ্বারা পুষ্ট হইয়া থাকে,—তাহা হইলে উহার মাংস ভোজনে আমার রসনা অপবিত্র হইবে।"

সমদর্শিতা।

দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমরের (রাজিঃ) শাসনকালে এয়মন প্রদেশ হইতে এক প্রকার অত্যুৎকৃষ্ট কারুকার্য্য খচিত পট্টবস্ত্র প্রেরিত হয়। খলিফা তাহা মুসলমান সৈন্যদিগকে সমান অংশে বিভাগ করিয়া দেন; কিন্তু টুক্‌রাগুলি এত ছোট হইয়াছিল যে, উহা দ্বারা কাহারও একটী জামা প্রস্তুত হইতে পারে না। হজরত ওমর (রাজিঃ) তাঁহার পুত্র আব্দুল্লার অংশটা গ্রহণ করিয়া নিজের জন্য একটী জামা সেলাই

করিলেন এবং পরদিন সেই জামা গায় দিয়া ধর্ম্মযুদ্ধ সম্বন্ধে উপদেশ দিতে লাগিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি চীৎকার করিয়া কহিল,—"হজরত, আমি যুদ্ধে যাইব না, আপনার উপদেশও শুনিব না।" মহাত্মা ওমর (রাজিঃ) আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভাই, আমার অপরাধ কি? কি হইয়াছে, বল।" সে বলিল,—"হজরত, আপনি মুসলমান সমাজের খলিফা,—নেতা। আপনার ন্যায়বিচার করা কর্ত্তব্য। আপনি বলিয়াছেন, এয়মন হইতে প্রেরিত পট্টবস্ত্র তুল্যাংশে বণ্টন করা হইবে,—তদনুযায়ী বণ্টনও করা হইয়াছে; কিন্তু আমরা যে টুক্‌রাগুলি পাইয়াছি, তাহাতে একটা জামা প্রস্তুত হইতে পারে না, আর আপনি নিজের জন্য বেশ জামা তৈয়ার করিয়া ফেলিয়াছেন। আপনি অধিক লইলেন কেন?" অভিযোগ শুনিয়া মহাপ্রাণ হজরত ওমর (রাজিঃ) তাঁহার পুত্রকে ডাকিয়া সাক্ষ্য দিতে বলিলেন। পুত্র বলিলেন,—"আমার অংশের বস্ত্রটুকুও পিতাকে দিয়াছি, তাহাতেই তিনি বেশী পাইয়াছেন ও জামা তৈয়ার করিয়াছেন!"

ধর্ম্মের বল।

হজরত আকরমা (রাজিঃ) বলিয়াছেন, "এক ব্যক্তি একটী বৃক্ষমূলে উপস্থিত হইয়া দেখিল, কতিপয় লোক সেই বৃক্ষটীর পূজা করিতেছে। এতদ্দর্শনে সে ক্রোধান্ধ হইয়া একখানি কুঠার দ্বারা সেই বৃক্ষচ্ছেদনের জন্য অগ্রসর হইল। যেই সে বৃক্ষমূলের অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে, অমনি পাপপুরুষ শয়তান মানবমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া কহিল, "তুমি কোথায় যাইতেছ?" সে বলিল,—"এই বৃক্ষচ্ছেদন করিতেছি। দেখিতেছ না, ইহা দ্বারা কত অনিষ্ট হইতেছে, লোকে খোদাতায়ালাকে

ছাড়িয়া জড়ের পূজা করিতেছে !" শয়তান তাহাকে পুনঃ পুনঃ বৃক্ষটী কর্ত্তন করিতে নিষেধ জানাইতে লাগিল ; কিন্তু সে তাহা শুনিল না। ক্রমে শয়তানের সহিত সেই লোকটীর—পাপের সহিত পুণ্যের দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল। তিনবার যুদ্ধে পরাজিত করিয়া সে যখন শয়তানের শিরশ্ছেদ করিতে উদ্যত হইল, তখন শয়তান বিনতিপূর্ব্বক কহিল,—"ভাই, তুমি ফিরিয়া যাও ; আমি ইহার পরিবর্ত্তে প্রত্যহ তোমাকে ৪টী করিয়া দেরহেম (মুদ্রাবিশেষ) দিব।" ইহা শুনিয়া সে ব্যক্তির লোভ জন্মিল এবং অর্থপ্রাপ্তির আশায় উৎফুল্ল হইয়া গৃহে ফিরিয়া গেল।

প্রথম তিন দিন সে তাহার "জায়নামাজের" (যে বস্ত্রবিশেষের উপরে নামাজ পড়া হয় নীচে মুদ্রা পাইতে লাগিল ; কিন্তু চতুর্থ দিনে দেখিল—কিছুই নাই ! তখন ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া গর্দ্দভের পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক পুনরায় পরশু হস্তে বৃক্ষচ্ছেদন করিবার নিমিত্ত বহির্গত হইল। এবারও শয়তান আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কোথায় যাইতেছ ?" সে বলিল—"বৃক্ষচ্ছেদন করিতে।" উত্তর শুনিয়া পাপপুরুষ সহাস্যে কহিল—"আর তোমার সে সাধ্য নাই !" এইরূপে কথায় কথায় বাক্-যুদ্ধ আরম্ভ হইল,—বাক্‌যুদ্ধ ক্রমে বাহুযুদ্ধে পরিণত হইল ; কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! প্রথম দিন যে ব্যক্তি উপর্য্যুপরি তিনবার শয়তানকে পরাজিত করিয়াছিল, সে আজ পুনঃ পুনঃ শয়তানের হস্তে লাঞ্ছিত ও পরাজিত হইতে লাগিল। অবশেষে শয়তান তাহার শিরশ্ছেদ করিতে উদ্যত হইলে, সে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"প্রথম দিন কিছুতেই তুমি আমার সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছিলে না, আর আজ এত শক্তি কিরূপে লাভ করিলে ?" শয়তান বলিল,—"প্রথম দিন তুমি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বৃক্ষচ্ছেদন করিতে বাহির হইয়াছিলে,—তাই ঈশ্বর তোমার

সহায় ছিলেন; আর আজ স্বার্থের বশীভূত হইয়া অর্থ লালসায় আসিয়াছ;—সুতরাং তোমার প্রতি ঈশ্বরের করুণা অন্তর্হিত হইয়াছে। যদি মঙ্গল চাও, তবে গৃহে ফিরিয়া যাও; নতুবা আজ আমি নির্শ্চয় তোমার শিরশ্ছেদ করিব।"

সে তখন হতাশ হইয়া ফিরিয়া গেল।

ত্যাগী ভিক্ষুক।

হজরত সালেহ-বিন্-আব্দুল্লা ঈদের দিন উপস্থিত হইলে ময়দানে যাইয়া নামাজ পড়িয়া আসিতেন এবং গৃহে আসিয়া একখানি লৌহশৃঙ্খল গলায় দিয়া কাঁদিতেন। একদা কেহ এই বিষয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করিলেন,—"আজকার দিনে দয়াময় আমাদিগকে উপাসনা করিতে বলিয়াছেন; কিন্তু তাহা গৃহীত হইল কি না জানি না; তাই এরূপভাবে প্রভুর কাছে উপস্থিত হই।"

ময়দানে নামাজ পড়িবার সময়ও তিনি নীরবে এক পার্শ্বে বসিয়া রোদন করিতেন। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন,—"ভিক্ষুকেরা যেমন ভিক্ষার জন্য একপার্শ্বে বসিয়া থাকে, আমিও তেমনি প্রেমময়ের কৃপার আশায় সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া রহিয়াছি।"

কবরের কঠোরতা।

হজরত ফাতেমা (রাজিঃ) পরলোকগতা হইলে চারি ব্যক্তি তাঁহার শবদেহ বহন করিয়া লইয়া যান। ১ম হজরত আলী (কঃ) ২য়, হজরত হাসন, ৩য় হজরত হোসায়ন, ৪র্থ হজরত আবুজর গোফারী

(রাজিঃ)। কবরের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া ধার্ম্মিকপ্রবর হজরত আবুজর গেফারী বলিলেন,—"হে কবর! তুমি কি জান, তোমার নিকট আজ কাহার দেহ বহন করিয়া আনা হইয়াছে?—ইনি হজরত রসুলে-করিমের (দঃ) কন্যা,—বীরকেশরী হজরত আলীর সহধর্ম্মিণী এবং হজরত হাসন-হোসায়নের জননী।"

দৈববাণী হইল,—"আমার নিকট বংশমর্য্যাদা ও পদ-গৌরবের কোনই আদর নাই,—আদর কেবল সৎকর্ম্মের। সত্যবিশ্বাসী-ই আমার কাছে নিষ্কৃতি পাইয়া থাকে; বংশমর্য্যাদায় পরিত্রাণ নাই।"

ক্ষমা।

একদা হজরত আবু ওসমান হয়রী (রহঃ) রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন; এমন সময় একটী উচ্চ গৃহের ছাদ হইতে একব্যক্তি কতকগুলি অঙ্গার তাঁহার মস্তকে নিক্ষেপ করিল। সঙ্গী শিষ্যেরা মহর্ষির প্রতি এই অন্যায় ব্যবহারের প্রতিশোধ লইতে কৃতসংকল্প হইলে, মহর্ষি কহিলেন,—"ভ্রাতৃগণ! এজন্য কোন দুঃখ করিও না; বরং এই ব্যক্তিকে ধন্যবাদ দাও। শেষ বিচারের দিন নিষ্কৃতি না পাইলে যাহার মস্তকে নরকাগ্নি বর্ষিত হইবে, তাহার মাথায় শীতল অঙ্গার পতিত হইয়াছে, ইহাতে আর দুঃখ কি? বরং সুখের-ই বিষয়।"

রত্নমুষ্টি।

পবিত্রপুরুষ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বলিয়াছেন,—"যে ব্যক্তি প্রাতঃ-কালে দরিদ্রতার নিন্দা করিতে করিতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করে,

সে স্বীয় প্রতিপালক খোদাতায়ালার নিন্দা করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি সংসার-চিন্তায় চিন্তিত হইয়া শয্যাত্যাগ করে, সে যেন খোদাতায়ালার প্রতি বিরক্ত হইয়া গাত্রোত্থান করে এবং যে ব্যক্তি ধনের নিমিত্ত (ধন দেখিয়া) ধনীলোকের সম্মান করে, তাহার ধর্ম্মের দুই-তৃতীয়াংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।"

প্রথম খলিফা হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) বলিয়াছেন,—"তিন বস্তু তিন বস্তুতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ১ম—আশায় ধনলাভ হয় না; ২য়—কলপ ব্যবহারে যৌবন ফিরিয়া আসে না; ৩য়—ঔষধে স্বাস্থ্যলাভ হয় না। যেহেতু খোদাতায়ালাই একমাত্র স্বাস্থ্যসুখদাতা; তাঁহার কৃপা ব্যতীত সহস্র ঔষধেও রোগনাশ হইতে পারে না।"

দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর ফারুক (রাঃ) বলিয়াছেন,—"লোকের সঙ্গে প্রীতি স্থাপন করা অর্দ্ধেক জ্ঞান। উত্তমরূপে প্রশ্ন করা অর্দ্ধেক বিদ্যা এবং সৎপথে চেষ্টা করা অর্দ্ধেক উপার্জ্জন।

তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমান গনি (রাঃ) বলিয়াছেন,—"যে ব্যক্তি সংসারকে ত্যাগ করিয়াছে, খোদাতায়ালা তাহাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি পাপকর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে, ফেরেশ্‌তাগণ (স্বর্গদূতবৃন্দ) তাহাকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং যে ব্যক্তি লোভ ত্যাগ করিতে পারিয়াছে, মুসলমানগণ তাহাকে প্রেম করেন ও বন্ধু বলিয়া সমাদর করেন।"

চতুর্থ খলিফা হজরত আলী (কঃ) বলিয়াছেন,—"পৃথিবীতে খোদাতায়ালার প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ সমূহের মধ্যে ইসলাম ধর্ম্ম একটী। কার্য্য সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কার্য্য খোদাতায়ালার উপাসনা।"

বিলাস-বর্জ্জন।

ভুবনবিজয়ী হজরত ওমর ফারুক (রাঃ) তেত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং হজরত মোহাম্মদের (দঃ) স্বর্গারোহণের পর বায়ান্ন বৎসর বয়সে খলিফা পদে অভিষিক্ত হন। তিনি দশ বৎসর, ছয় মাস, চারি দিন খলিফার পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তেষট্টি বৎসর বয়ঃক্রম কালে প্রসিদ্ধ মদিনা নগরীতে দেহত্যাগ করেন। অতুল সম্পদের অধিকারী হইয়াও তিনি ফকিরের বেশে দিনযাপন করিতেন। বিলাসিতাকে তিনি প্রাণের সহিত ঘৃণা করিতেন। এ সম্বন্ধে "ফতুহ্‌ মেসর" নামক প্রসিদ্ধ আরব্য ইতিহাসে একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রকটিত রহিয়াছে।

একদিন আরফজ্জা নামক এক ব্যক্তি সিরিয়া দেশ হইতে প্রধান সেনাপতির পত্র লইয়া মদিনা নগরীতে হজরত ওমরের (রাঃ) নিকটে উপস্থিত হন। তাঁহার অঙ্গে "দেবাজ্জ" নামক তুরস্ক দেশীয় বহুমূল্য রেশমী বস্ত্রের আচ্ছাদন এবং মস্তকে স্বুবর্ণ-খচিত কোষেয় শিরস্ত্রাণ ছিল।

আরফজ্জা, খলিফাশ্রেষ্ঠ হজরত ওমরকে (রাঃ) দেখিয়াই সেলাম করিলেন; কিন্তু তিনি আরফজ্জাকে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে তুমি?" আরফজ্জা বলিলেন,—"আমি মাজেলের পুত্র।" ইহাতে হজরত ওমর (রাঃ) তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন,—"আরফজ্জা! প্রেরিত পুরুষ হজরত মোহাম্মদের (দঃ) প্রচারিত ইস্‌লাম ধর্ম্ম-বিধি কি তোমার জন্য নয়? কোষেয় বস্ত্র পুরুষদিগের জন্য অসিদ্ধ (হারাম)—ইহা যুবতী স্ত্রীলোকদিগেরই শোভা পায়; তোমার পরিধেয় বস্ত্রাদি এখনই মদিনার দরিদ্রদিগকে বিতরণ কর।"

এই বলিয়া তিনি প্রেরিত-প্রবর হজরত মোহাম্মদের (দঃ) প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন—"একদিন দিবাভাগে প্রেরিত পুরুষ একখানি ক্ষুদ্র খাটে শয়ন করিয়া ছিলেন। খোরমা বৃক্ষের তন্তু দ্বারা জালের ন্যায় সেই খাট গাঁথা হইয়াছিল, তাহাতে কোনরূপ শয্যা ছিল না। সেই অনাবৃত রজ্জুজালের খট্টায় শয়ন করায়, তাঁহার শরীরের স্থানে স্থানে রক্তবর্ণ রেখাসমূহ অঙ্কিত হইয়াছিল। আমি প্রেরিত পুরুষের তদবস্থা দর্শনে রোদন করিতে লাগিলাম। ইতোমধ্যে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) গাত্রোত্থান করিলেন এবং আমাকে রোরুদ্যমান দর্শনে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ওমর, তোমার কি হইয়াছে,—কাঁদিতেছ কেন?" আমি বলিলাম,—"প্রেরিত পুরুষ! রোমের সম্রাট হিরাক্লিয়াস এবং পারস্যের সম্রাট কসরা ধর্ম্মহীন হওয়া সত্বেও পৃথিবীতে স্বর্গের সুখ উপভোগ করিতেছেন, আর খোদাতায়ালার প্রেরিত আপনি,—মানবজাতির কল্যাণের ভার লইয়া জগতে আসিয়াছেন, আপনার এত অভাব—এরূপ শোচনীয় অবস্থা! তাই আমি কাঁদিতেছি।"

এই কথা শুনিয়া হজরত মোহাম্মদ (দঃ) মৃদুহাস্য পূর্ব্বক কহিলেন,—"প্রিয় বন্ধু, পৃথিবীর সম্পদের পরিবর্ত্তে আমার স্বর্গীয় সম্পদ লাভ হয়, ইহা কি তুমি ইচ্ছা কর না? পথিক যেমন পথ চলিতে চলিতে ক্লান্ত-কলেবরে কিয়ৎকাল তরুতলে বিশ্রাম লাভ করে,—তথায় কোন সুখ-শয্যার আয়োজন করে না,—শ্রান্তি দূর হইলেই আবার গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে থাকে, আমরাও তেমনি সংসার-প্রান্তরে জীবন-পথের যাত্রী। বিলাসিতায় আমাদের প্রয়োজন কি?"

"প্রেরিত পুরুষের এই মহামূল্য উপদেশে আমার মনের ক্লেশ দূরীভূত হইল। আমি আহ্লাদ সহকারে খোদাতায়ালার গুণানুবাদ করিলাম।"

খলিফা ওমরের (রাঃ) মুখে এই সকল কাহিনী শুনিয়া আরফজা

স্বীয় মাতৃস্বসার গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং বিলাস-ব্যঞ্জক যাবতীয় বস্ত্রাদি দরিদ্রদিগকে দান করিয়া সামান্য বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক তৎপর দিবস হজরত ওমরের (রাঃ) নিকটে উপস্থিত হইলেন। হজরত ওমর (রাঃ) আরফজ্জার এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মাজেলের পুত্র, তোমার সেই সকল কৌষেয় বসন কি হইল?" আরফজ্জা বলিলেন,—"আমি উহা দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিয়াছি।"

জননীর গৌরব।

ফরগণা প্রদেশের এক ব্যক্তি মক্কা শরীকে হজ্জ্ করিবার বাসনায় নেশাপুরে গমন করে। তথায় তাপস আবু ওসমান হয়রীর (রহঃ) সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হয়। আগন্তুক, তাপসকে সেলাম করিলে তিনি তাহার উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিলেন; ইহাতে সেই ব্যক্তি বিরক্ত হইয়া বলিল—"হজরত, এই কি সাধু পুরুষের ব্যবহার?" তাপস বলিলেন,—"তুমি তোমার জননীকে পীড়িতাবস্থায় ফেলিয়া হজ্জ্ করিতে চলিয়াছ; এরূপ লোকের হজ্জ্ সিদ্ধ নহে।" এই কথা শুনিয়া সে গৃহে ফিরিয়া গেল।

তিতিক্ষা।

ধার্ম্মিকপ্রবর হজরত আবু আলী মোহাম্মদ (রহঃ) অতিশয় দয়ালু ও সহিষ্ণু ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার প্রতিবেশিগণের মধ্যে এক ব্যক্তি প্রায়ই পারাবত উড়াইয়া তামাসা করিত। এক দিবস সে তাহার

সাধের কপোতগুলিকে উড়াইয়া দিয়া প্রস্তর ছুড়িয়া মারিতেছিল ; হঠাৎ সেই প্রস্তরের এক খণ্ড আসিয়া উক্ত ধার্ম্মিক মহাত্মার মস্তকে পতিত হইল এবং মস্তক আহত হইয়া শোণিতস্রাব হইতে লাগিল। এতদ্দর্শনে সাধুর আত্মীয়গণ অভিযোগ করিতে উদ্যত হইলে, তিনি তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়া বলিলেন,—"পারাবত-পালককে একটী লাঠী উপহার দিয়া বলিয়া আইস যে, আজ হইতে যেন সে পারাবতগুলিকে আর পাথর ছুড়িয়া না মারে,—দরকার হইলে এই লাঠীর দ্বারা তাড়না করে।"

বিনয়ের আকর্ষণ।

একদা এক ঈশ্বরদ্রোহী ব্যক্তি হজরত আবু ওসমান হয়রীকে (রহঃ) নিমন্ত্রণ করে। সাধু যখন আহারের উদ্দেশ্যে তাহার গৃহে উপস্থিত হইলেন, তখন সেই ধর্ম্মদ্রোহী নরাধম, তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া বলিল,—"পেটুক, ভোজন করিতে আসিয়াছিস্? যা'—চলিয়া যা'; আমার খাদ্য সামগ্রী কিছুই নাই।" এই কথা শুনিয়া তিনি ফিরিয়া চলিলেন। কিছুদূর চলিয়া গেলে কাফের আবার তাঁহাকে আহ্বান করিল, তিনি তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিলেন। তখন সে বলিল,—"পেটুক, কি খাবি?—পাথরমুড়ি?" ইহা শুনিয়া তিনি আবার প্রত্যাবৃত্ত হইতে লাগিলেন। গৃহস্বামী পুনরায় তাঁহাকে ডাকিয়া আনিল এবং পরক্ষণেই অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিল। এইরূপে একাদিক্রমে ত্রিশবার তাঁহাকে আহ্বান ও অপমান করিল; কিন্তু তাহাতে সাধুর তিলমাত্র ভাবের পরিবর্ত্তন হইল না। তিনি অক্ষুব্ধচিত্তে তাহার সহিত সৌজন্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে পাপীর অন্তর দ্রবীভূত হইল ; সে

হজরতের চরণে পতিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল—"হায়, হায়, ইসলামের কি অপূর্ব্ব শিক্ষা,—মুসলমান সাধুর কি অদ্ভুত সহিষ্ণুতা! আমি ত্রিশবার আপনাকে অপমান করিলাম; আর আপনি নীরবে তাহা সহ্য করিলেন,—কি উদার হৃদয়!" সাধু বলিলেন,—"ইহা অতি সহজ কাজ। আমার বাড়ীর কুকুরটীরও এই অভ্যাস, তাহাকে ডাকিলে সে আসে,—চলিয়া যাইতে বলিলে চলিয়া যায়। ইহাতে সে একটু'ও বিরক্ত হয় না। যাহার ব্যবহার ক্ষুদ্র সারমেয় সদৃশ, তাহার গৌরব করিবার কি আছে?—প্রকৃত মনুষ্যের কার্য্য অন্যরূপ।"

মহাকবি হজরত শেখ সাদী (রহঃ) বলেন, "মনুষ্যগণ বিনয় দ্বারা উন্নত হয়, আর মহদ্ব্যক্তির নিদর্শনই বিনয়।"

বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী।

একদা জনৈক ধনবান অবিশ্বাসী ব্যক্তি মহর্ষি হাতম আসমের (রহঃ) নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কোথা হইতে তোমার জীবিকা প্রাপ্ত হইয়া থাক?" ঋষি বলিলেন,—"আল্লাহতায়ালার অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে।" সে বলিল—"কি আশ্চর্য্য! তুমি লোকের ধন লুঠিয়া খাইতেছ, আর বলিতেছ "আল্লার ভাণ্ডার" হইতে জীবিকা লাভ করি?" তাপস জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার ধনের কিছু ক্ষতি করিয়াছি কি?" সে বলিল,—"না।" অবিশ্বাসী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—"তবে কি তোমার জীবিকা আকাশ হইতে আসে?" হাতম বলিলেন,—"তোমার, আমার এবং সমগ্র জগতের জীবিকা তথা হইতেই আসিয়া থাকে।" অবিশ্বাসী হাসিয়া বলিল,—"বোধ হয় ঘরের জানালা দিয়া আসে! তুমি

বিছানায় যাইয়া শুইয়া পড়িলে আপনা হইতেই আহার আসিয়া তোমার মুখে পড়িবে !!"

ঋষি কহিলেন,—"সত্য বলিয়াছ ; যখন দুই বৎসরের শিশু ছিলাম, তখন বিছানায় শুইয়াও মুখের মধ্যে আহার পাইতেছিলাম।" অবিশ্বাসী কহিল,—"কি মূর্খতা ! রোপণ না করিয়া তুমি কি কাহাকেও কর্ত্তন করিতে দেখিয়াছ ?" ঋষি বলিলেন,—"তুমি কিছুই বুঝ না ; তোমার মাথার কেশগুচ্ছ তুমি রোপণ কর নাই ; কিন্তু পক্ষান্তে তাহা ছেদন করিতেছ।" ধর্ম্মদ্রোহী বলিল,—"ভাল কথা,—বোধ হয়, তুমি শূন্যমণ্ডলে ভ্রমণ করিলেও আহার পাইবে।" সাধু বলিলেন,—"যদি পক্ষী হইতাম, তবে আকাশেও আহার পাইতাম।" অবিশ্বাসী কহিল, —"বোধহয় তুমি গর্ত্তে প্রবেশ করিলেও অভুক্ত থাকিবে না।" তাপস বলিলেন,—"যদি আমি পিপীলিকা হইতাম, তবে সেখানেও আহার প্রাপ্ত হইতাম।"

এইরূপ প্রশ্নোত্তরে মহাপাপীর হৃদয় কম্পিত হইল ; সে ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। তৎপর মহর্ষির নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিল। মহর্ষি কহিলেন,—"তুমি লোকের সেবা করিও ; তাহা হইলে তুমিও লোকের সেবা পাইবে। তুমি নীরবে পুণ্যকর্ম্ম করিও ; তাহা হইলে খোদা তোমাকে প্রকাশ্যে গৌরব দান করিবেন। তুমি খোদার প্রতি নির্ভর করিও,—মানুষের ভরসা করিও না ; তাহা হইলে ইহসংসারে আর তোমাকে মানুষের মুখ চাহিয়া চলিতে হইবে না।"

হৃদয়-পরীক্ষা।

একদা মহাপুরুষ হজরত মুসা (আঃ) ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন, এমন সময় একটী সুন্দর পক্ষী উড়িয়া আসিয়া তাঁহার স্কন্ধে বসিল এবং বিনতিপূর্ব্বক কহিল,—"হজরত, আমাকে বাজের কবল হইতে রক্ষা করুন। সে আমাকে খাইতে আসিতেছে।"

হজরত মুসা (আঃ) সেই ভয়ার্ত্ত পক্ষীটীকে জামার আস্তিনের মধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন; ইতোমধ্যে বাজ আসিয়া বলিল,—"হজরত, আমার আহার ফিরাইয়া দিন।" মহাপুরুষ কহিলেন,—"একটী ছাগ জবেহ করিয়া তোমাকে খাইতে দিব।" বাজ বলিল,—"ছাগলের মাংস আমার ভাল লাগে না।" তখন হজরত বলিলেন,—"তবে তোমাকে আমি স্বীয় জানুর মাংস কাটিয়া দিতেছি; তাহাই ভক্ষণ কর।"

এই কথা বলিতেই লুক্কায়িত পক্ষী ও বাজ উভয়ে উড়িয়া গেল এবং মুহূর্ত্তমধ্যে ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—"আমরা জিব্রিল ও মেকাইল; আপনাকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিলাম,—আপনি খোদার সৃষ্ট জীবের প্রতি কিরূপ দয়া করিয়া থাকেন!"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বৈরাগ্য।

আমিরোল মুমেনিন হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) খলিফা-পদে বৃত হইয়া দামেস্ক, এন্টিয়োক, আলেপো, এজনাদিন প্রভৃতি তুরস্ক সাম্রাজ্যের প্রধানতম নগরসমূহ অধিকার করিয়া, ইহুদী ও খৃষ্টানদিগের অধিকৃত প্রধান তীর্থস্থান, মহাপুরুষ দাউদের (আঃ) রাজধানী জেরুজিলাম নগর অধিকারের নিমিত্ত যুদ্ধনীতি-বিশারদ সেনাপতি আবু ওবায়দার নেতৃত্বাধীনে পঞ্চ সহস্র মুসলমান সৈন্য প্রেরণ করেন। আবুওবায়দা জেরুজিলাম নগর অবরোধ পূর্ব্বক খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী নগরাধ্যক্ষকে জ্ঞাপন করিলেন—"হয় ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ কর; নয় অধীনতা স্বীকার করিয়া কর দান কর। নতুবা আমরা তোমাদের সহিত সংগ্রামের জন্য এরূপ রণনিপুণ বীরসমূহ প্রেরণ করিব, যাহারা ধর্ম্মের জন্য স্বীয় জীবন উৎসর্গ করাকে সমধিক প্রিয়কার্য্য মনে করে।"

নগরাধ্যক্ষ মোস্লেম সেনাপতির বাক্যে কর্ণপাত করিলেন না,—অবিলম্বে যুদ্ধঘোষণা করিলেন। ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইহাতে উভয় পক্ষের অসংখ্য সৈন্য হতাহত হইল; কিন্তু বীরকেশরী মুসলমান সৈন্যগণ ভীত বা পশ্চাৎপদ হইল না। প্রচণ্ড শীতে দীর্ঘ চারি মাস কাল ধরিয়া তাহারা নগর অবরোধ করিয়া রহিল। ইহাতে নগরবাসী নরনারীগণ খাদ্য সামগ্রীর অভাবে নিতান্ত বিপন্ন হইয়া পড়িল। অবশেষে নিরুপায় হইয়া তথাকার প্রধান ধর্ম্মযাজক, প্রাজ্ঞ, প্রবীণ রেভারেণ্ড

সফ্রোনিয়সের (Sufronious) নিকট কাতরপ্রাণে স্ব স্ব দুঃখকাহিনী নিবেদন করিতে লাগিল। পাদ্রী বলিলেন,—"গ্রন্থবিশেষে উক্ত হইয়াছে, "বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত মদিনার ধর্ম্মাধ্যক্ষ (আমিরোল মুমেনিন) উপস্থিত হইয়া এই নগর অধিকার করিবেন। তিনি উপস্থিত থাকিলে অনতি-বিলম্বে তাঁহার হস্তে আত্মসমর্পণ কর, আর বৃথা যুদ্ধবিগ্রহ করিও না।"

বৃদ্ধ ধর্ম্মযাজকের উপদেশানুসারে নগরের প্রধান প্রধান পুরুষগণ যথানিয়মে সেনাপতি আবু ওবায়দাকে জানাইলেন যে,—"ইহা পবিত্র তীর্থস্থান; সুতরাং স্বয়ং খলিফা ব্যতীত আমরা অন্য কাহারও হস্তে এই নগর সমর্পণ করিতে প্রস্তুত নহি।"

কর্ত্তব্যপ্রাণ আবু ওবায়দা সত্বর এই সংবাদ মদিনা নগরে হজরত ওমরের (রাজিঃ) নিকট প্রেরণ করিলেন এবং জেরুজিলামে আগমনের জন্য পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন।

প্রিয় পাঠক পাঠিকা! যিনি বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য ও বিপুল সম্পদ লাভ করিয়া ভুবনবিজয়ী "ফারুক" (সত্যাসত্য প্রভেদকারী) উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন, আবু ওবায়দার পত্রপাঠে সেই মহাযোগী হজরত ওমর (রাঃ) কিরূপে জেরুজিলাম নগরে গমন করিয়াছিলেন,—রাজাধিরাজ হইয়া তাঁহার ভোজ্য, পরিচ্ছদ ও আচার-ব্যবহারে কিরূপ আশ্চর্য্য বৈরাগ্য ছিল, তাহা আপনি শ্রবণ করিয়াছেন কি? ঐতিহাসিক উইক্লি সাহেব লিখিয়াছেন,—"খলিফা প্রথমতঃ মসজেদে নামাজ পড়িলেন; তৎপর মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদের (দঃ) সমাধিমন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া, মহাত্মা আলীকে (কঃ) মদিনায় স্বীয় স্থলাভিষিক্ত রাখিয়া, কতিপয় বন্ধু * সমভিব্যাহারে উষ্ট্রারোহণে জেরুজিলাম অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি পাথেয় স্বরূপ দারুময় পাত্র, যবের ছাতু ও কিছু খোর্ম্মা ফল সঙ্গে লইয়া-

* বন্ধুগণ কিছুদূর গমন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ছিলেন। ভোজনের সময় উপস্থিত হইলে ভৃত্য সহ মিলিত হইয়া একই পাত্রে যবচূর্ণ ও খোর্ম্মা ভক্ষণ করিতেন।”

জেরুজিলাম, পবিত্র মদিনা শরীফ হইতে ৬০০ শত মাইল উত্তরদিকে অবস্থিত। বলা বাহুল্য এই সুদীর্ঘ পথ আমাদের দেশের মত ছায়া-শীতল সুপ্রশস্ত রাজবর্ত্মে পরিশোভিত নহে;—অধিকাংশ স্থলেই বৃক্ষ-লতাহীন অনুর্ব্বর মরুভূমি ও দুরারোহ পর্ব্বতমালা সমাকীর্ণ। মধ্যাহ্ন-কালে এই দেশের পথের বালুকা ও উপলখণ্ড সমূহ প্রজ্জ্বলিত বহ্নির ন্যায় উত্তপ্ত হয়। সুতরাং এইরূপ দুর্গম পথে ভ্রমণ করা কত কষ্টকর, তাহা পাঠক পাঠিকা, কল্পনা করিয়া লইবেন।

খলিফা এই ভয়ঙ্কর পথে উষ্ট্রারোহণ পূর্ব্বক তিন মাইল পথ অতিক্রম করিয়া অবতরণ করিতেন এবং ভৃত্যকে বাহনে উঠাইয়া দিয়া স্বয়ং তাহার নাসিকাবদ্ধ রজ্জু আকর্ষণ করিয়া আবার তিন মাইল গমন করিতেন। তৎপর ভৃত্য অবতরণ করিত, আবার খলিফা আরোহণ করিতেন। এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে আরোহণ ও অবতরণ করিয়া তিনি জেরুজিলাম অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

পথে একটী লোক বহুমূল্য কৌষেয় বসন পরিধান করা অপরাধে ধৃত হইয়া খলিফার নিকট আনীত হইল; দয়ালু খলিফা তাহাকে বিলাস-ব্যঞ্জক বস্ত্রাদি ব্যবহার নিষেধ করিয়া মুক্তিদান করিলেন।

অপর কয়েক ব্যক্তি করদানে অসমর্থ হওয়ায়, কর্ম্মচারিগণ তাহা-দিগকে প্রখর রৌদ্রে বসাইয়া রাখিয়াছিলেন, ক্ষমার আধার খলিফা তাহা দেখিতে পাইয়া তাহাদিগকে করদায় হইতে নিষ্কৃতি প্রদান করিলেন এবং দীন দরিদ্র লোকের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে কর্ম্মচারীদিগকে আদেশ করিলেন।

অতঃপর খলিফা জেরুজিলামের নিকটবর্ত্তী হইলে তাঁহার অবতরণের

পালা পড়িল। সুতরাং তিনি নামিয়া পড়িলেন এবং ভৃত্যকে আরোহণ করাইয়া, উষ্ট্ররজ্জু ধারণ করিয়া অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে মুষলধারে বারিবর্ষণ আরম্ভ হইল; তিনি পাদুকাযুগল উন্মোচন করিয়া বামকক্ষে ধারণ করিলেন; বৃষ্টির জলে সমুদয় অঙ্গ ভিজিয়া গেল।

এদিকে সেনাপতি আবু ওবায়দা, খলিফার শুভাগমন সংবাদে মহা সমারোহে তাঁহার অভ্যর্থনার নিমিত্ত অগ্রসর হইতেছিলেন; তিনি কিয়দ্দূর গমনের পর দেখিলেন যে, খলিফা ভৃত্যকে বাহনে চড়াইয়া, স্বীয় স্কন্ধদেশে উষ্ট্রের নাসিকারজ্জু স্থাপন পূর্ব্বক টানিয়া লইয়া চলিয়াছেন! উৎক্ষিপ্ত ধূলিপটলে তাঁহার মুখমণ্ডল মলিন, পরন্তু বৃষ্টির জলে সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত।

এই অভাবনীয় দৃশ্যে সেনাপতি আবু ওবায়দা ও অন্যান্য প্রধান পুরুষগণ চমৎকৃত হইলেন। তাঁহারা যথাবিধি খলিফার সম্বর্দ্ধনা করিয়া নিবেদন করিলেন,—"হজরত, জেরুজিলামের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ ও অন্যান্য নেতৃগণ আপনার অভ্যর্থনার জন্য আসিতেছেন। এক্ষণে আপনার এই অবস্থায় দর্শন দেওয়া অশোভনীয়।" খলিফা বলিলেন,— "ভ্রাতৃগণ, খোদাতায়ালার অসীম অনুগ্রহে আমি ইসলামের গৌরবে গৌরবান্বিত; লোকের নিন্দা-প্রশংসায় আমার কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।" এই বলিয়া তিনি মোসলেম সেনানিবাসে সামান্য মুটেদিগের পটমণ্ডপে ঘাসের উপর উপবেশন করিলেন। তাঁহাকে দর্শনমাত্র সৈন্যগণ "আল্লাহো আকবর" রবে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। সে জয়ধ্বনিতে জেরুজিলাম নগর প্রকম্পিত হইল।

নগরবাসিগণ মনে করিল—শত্রুপক্ষে কোন বিশেষ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, তজ্জন্য অকস্মাৎ এইরূপ হর্ষধ্বনি উত্থিত হইল। তাই সকলেই বিশেষ আতঙ্কিত হইল। এদিকে সেনাপতি আবু ওবায়দা জেরুজিলা-

মের প্রধান নেতাকে জ্ঞাপন করিলেন যে, "যাঁহাকে উপস্থিত দেখিলে তোমরা নগর সমর্পণ করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলে, সেই মহামতি হজরত ওমর (রাঃ) আজ উপস্থিত।" নগরাধ্যক্ষ এই সংবাদ অবগত হইয়া খলিফাকে দর্শন করিতে উৎসুক হইলেন। জেরুজিলামের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সকলেই সমবেত হইয়া নগর প্রাচীরে আরোহণ করিলেন। তখন ভুবনবিজয়ী হজরত ওমর (রাঃ) ফকিরের বেশে উষ্ট্রারোহণ পূর্ব্বক তাঁহাদের সম্মুখীন হইতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু সেনাপতি ও অপরাপর ব্যক্তিগণ বিশেষ অনুরোধ করিয়া বলিলেন, "হজরত, এই জীর্ণ বসন পরিহার পূর্ব্বক মূল্যবান বস্ত্র পরিধান করিয়া, তেজস্বী অশ্বে আরোহণ করুন।"

তখন খলিফা তাঁহাদের সকলের অনুরোধে জীর্ণ বসন ত্যাগ করিয়া মূল্যবান বস্ত্র পরিধান করিলেন এবং উষ্ট্রের পরিবর্ত্তে তেজস্বী আরবীয় অশ্বে আরোহণ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। নৃত্যনিপুণ অশ্ব আরোহীকে পৃষ্ঠে পাইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল।

খলিফা রাজবেশে সজ্জিত হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন এবং ব্যস্ততার সহিত সহচরদিগকে ডাকিয়া বলিলেন,—"সত্বর আমার জীর্ণ পোষাক আনয়ন কর; এই বসন যেন আমার শরীরে কণ্টকের ন্যায় বিদ্ধ হইতেছে। অশ্ব নৃত্য করিয়া আমার মনে অহং ভাবের সৃষ্টি করিতেছে। আমার দুর্ব্বল বাহন লইয়া আইস, তাহাতেই আরোহণ করিব।" এই বলিয়া খলিফাপ্রবর পরিধেয় বসনাবলী উন্মোচন করিলেন এবং খের্কা পরিয়া পূর্ব্বোক্ত উষ্ট্রে আরোহণ পূর্ব্বক দর্শনাভিলাষী সম্ভ্রান্ত জেরুজিলামবাসিগণের সম্মুখীন হইলেন। বৃদ্ধ ধর্ম্মাধ্যক্ষ খলিফাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন,—"ইনিই সেই মুসলমান সম্প্রদায়ের খলিফা হজরত ওমর (রাঃ)। পুস্তকের বর্ণিত লক্ষণ সমুহ ইঁহার দেহের সহিত

মিলিত হইয়াছে। ইনি সমুদয় দেশ অধিকার ও সর্ব্বস্থানে ইসলামের বিজয়পতাকা উড্ডীন করিবেন। ইঁহাকে কেহ পরাস্ত করিতে সমর্থ হইবে না ; তোমরা অবিলম্বে ইঁহার হস্তে নগর সমর্পণ কর।"

বিজ্ঞ ধর্ম্মাধ্যক্ষের মুখে এই কথা শুনিয়া নগরের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ সিংহদ্বার উন্মুক্ত করিতে আদেশ করিলেন। দ্বার উন্মুক্ত হইলে খলিফা, নগরবাসী সম্ভ্রান্ত পুরুষগণের সহিত বাক্যালাপ করিতে করিতে নগরে প্রবিষ্ট হইলেন। হিজরী পঞ্চদশ সালে (৬৩৬ খৃঃ) খৃষ্টানদিগের অধিকৃত পুণ্যভূমি মুসলমানদিগের করতলগত হইল। নগরবাসিগণ হজরত ওমরের (রাঃ) বশ্যতা স্বীকার পূর্ব্বক কতিপয় সন্ধিসর্ত্তে আবদ্ধ হইল। ইহার দশ দিবস পরে খলিফা পুনরায় মদিনাভিমুখে প্রত্যাগমন করেন।

কুসীদজীবী।

সমরাহ-বেন্-জন্দক বলিয়াছেন,—"একদা আমরা ফজরের নামাজ পড়িয়া বাহিরে আসিতেছি, এমন সময় প্রেরিত পুরুষ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) আমাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা কি কেহ অদ্য রাত্রে কোন স্বপ্ন দেখিয়াছ ?" আমরা বলিলাম—"না।"

তখন প্রেরিত পুরুষ বলিলেন,—"আমি আজ এক স্বপ্ন দেখিয়াছি। দুই ব্যক্তি আমার নিকট আসিয়া আমাকে এক প্রান্তরে ডাকিয়া লইয়া গেল। তথায় একটী ভীষণ রক্তনদী দেখিতে পাইলাম। তাহার দুই তীরে দুইজন লোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহাদের সম্মুখে বিস্তর

উপলখণ্ড পুঞ্জীভূত। অপর একটী লোক অসহায় অবস্থায় সেই নদীতে হাবুডুবু খাইতেছে। যখনই সে মস্তক উত্তোলন করিয়া তীরের দিকে অগ্রসর হইতে চাহিতেছে, তখনই তাহারা প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে আঘাত করিতেছে! আমি এই বিষয়ে জিজ্ঞাসু হইলে, একটী লোক উত্তর করিল,—"এই নরাধম কুসীদজীবী।"

জীবে দয়া।

ধার্ম্মিকপ্রবর হজরত আবু ওসমান হয়রী (রহঃ) বাল্যকাল হইতেই অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন। একদিন তিনি বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া বিদ্যালয়ে যাইতেছিলেন, চারিজন ভৃত্য তাঁহার সহিত রক্ষকস্বরূপ যাইতেছিল। পথে যাইতে যাইতে এক স্থানে তিনি একদল সওদাগরের একটী পীড়িত গর্দ্দভকে দেখিতে পাইলেন। ভার বহন করিতে করিতে তাহার পিঠে ঘা হইয়া গিয়াছিল। একটী কাক সেই ক্ষতস্থানে অনবরত চঞ্চুপ্রহার করিয়া মাংস ভক্ষণ করিতেছে। ছুটাছুটি করিয়া কিম্বা মাথা নাড়িয়া সেই দুর্ব্বল পশু কিছুতেই কাককে তাড়াইতে পারিতেছে না। ইহা দেখিয়া তাঁহার মনে দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত পরিচ্ছদগুলি ছিঁড়িয়া ভৃত্যদিগকে প্রদান করিলেন এবং উষ্ণীষ খুলিয়া বলিলেন,—"এই সকল পোষাক ক্ষতস্থানে দিয়া পাগড়ী দ্বারা দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া দাও।" চাকরেরা সমস্ত কার্য্য সমাধা করিলে তিনি এক বস্ত্রে বিদ্যালয়ে চলিয়া গেলেন।

আল্লার অন্বেষণ।

হজরত এব্রাহিম এব্‌নে আদ্‌হাম তখন বল্‌খের সম্রাট।

দ্বিযাম রজনী,—বিশ্বজগৎ সুষুপ্ত। হঠাৎ শয়নকক্ষের ছাদের উপর কি একটা শব্দ শুনিয়া সম্রাটের ঘুম ভাঙিয়া গেল।

সম্রাট জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে ওখানে?"

উত্তর হইল—"আমি উটওয়ালা।"

"উটওয়ালা!—এত রাত্রে ছাদেব উপর কি কাজ?"—সম্রাট বিস্ময়ের সহিত এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

সে বলিল—"আমার পলায়িত উষ্ট্রের সন্ধান করিতেছি।"

সম্রাট ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—"মূর্খ! উট কি কখনো ছাদের উপর আহার করিতে আসে?"

উটওয়ালা কহিল,—"জাঁহাপানা! তবে কি প্রমোদাগারের দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিলে খোদা মিলে?"

সম্রাট চমকিয়া উঠিলেন! এতো উটওয়ালা নহে,—এ-যে দৈবপুরুষ! কথিত আছে, সেইদিন-ই তিনি সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করেন।

সূক্ষ্মবিচার। (ক)

আথ্‌তা নামে একজন ধনী লোক ছিল, সে বড় অত্যাচারী।

কথিত আছে, তাহার মৃত্যুর পর একজন তাহাকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার এরূপ সুখসৌভাগ্য লাভ হইল কিরূপে?"

সে বলিল,—"ভাই, সত্যই আমি মৃত্যুর সময় আমার অবস্থা চিন্তা

করিয়া ব্যাকুল হইয়াছিলাম। কিন্তু সকলে যখন আমাকে কবর দিয়া চলিয়া গেল, তখন দয়াময় আমার প্রতি অসীম অনুগ্রহ-প্রদর্শন করিলেন। প্রার্থনা করিলাম—"প্রভো! কিসে তুমি আমার ন্যায় দুরাচারের প্রতি এত প্রসন্ন হইলে?" আদেশ হইল,—"তুমি একদিন বাজারে গিয়াছিলে, সেখানে এক মাদ্রাসা ছিল; সেই মাদ্রাসায় একজন গরীব ছাত্র কোরান শরীফ পড়িত। তুমি যখন আলো জ্বালাইয়া যাইতেছিলে, তখন সে সেই আলোকে কিছু কোরান শরীফ পড়িয়া লইতে পারিয়াছিল। এই পুণ্যফলেই আজি তুমি মুক্তিলাভ করিলে!"

সূক্ষ্মবিচার। (খ)

মহর্ষি হজরত জোনেদ বোগদাদীকে (রহঃ) এক ব্যক্তি স্বপ্নে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"মহাত্মন! আপনার মুক্তি-কাহিনী কিরূপ?"

তিনি বলিলেন,—"জীবিতাবস্থায় লোকে আমাকে "দরবেশ" বলিয়া সম্মান করিত, তজ্জন্য সমস্ত উপাসনা ব্যর্থ হইয়াছে। কেবল দুই রেকাত নামাজ—যাহা নির্জ্জন স্থানে রাত্রে সভয়ে পড়িয়াছিলাম, তাহাই আমাকে রক্ষা করিয়াছে।"

দিব্যদৃষ্টি।

একদা মহর্ষি বায়েজিদ (রহঃ) শুনিতে পাইলেন যে, কোন গ্রামে একটী স্ত্রীলোক অনবরত কাঁদাকাটা করিতেছেন। মহর্ষি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন এবং উপদেশচ্ছলে কহিলেন,—"মা, এরূপ কাঁদাকাটা করা ভাল নহে; উহাতে চক্ষের জ্যোতিঃ নষ্ট হয়।"

রমণী কহিলেন,—"বাবা! সংসারে কাঁদিলে যদি পরকালে খোদার দর্শন লাভ হয়, তবে চক্ষু নষ্ট হইলেই বা ক্ষতি কি? আর যে চক্ষু সে দিন ঈশ্বর-দর্শনে বঞ্চিত হইবে, তাহার অন্ধ হওয়াই ভাল।"

সময়ের মূল্য-বোধ।

লিখিত আছে—হজরত দায়ূদ তায়ী (রহঃ) জলে রুটী গুলিয়া সেই জল পান করিতেন। লোকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মহাত্মন! এ কি ব্যাপার?" তিনি বলিলেন—"যতক্ষণ চিবাইয়া খাইব, ততক্ষণ খোদার নাম করিলে পরকালের পথ প্রশস্ত হইবে।"

হাসিমুখ।

একদিন হজরত ইহ্ইয়া (আঃ) ও হজরত ইসা (আঃ) দুইজনে তর্ক হইতেছিল। হজরত ইহ্ইয়া বলিলেন—"হাসিমুখ ভাল।" হজরত ইসা বলিলেন—"না, ক্রন্দনশীল বিষণ্ণ মুখই ভাল।" এমন সময় দৈববাণী হইল,—"আমি হাসিমুখ ভালবাসি। যে ব্যক্তি সহাস্যবদনে কথা বলে, সে আমার প্রিয়বন্ধু। পোড়ামুখ খোদার দুশমন।"

মৃত্যু-স্মরণের ফল।

একদা কেহ হজরত মোহাম্মদকে (দং) জিজ্ঞাসা করিল—"হে রসুলোল্লা! কোন্ ব্যক্তি শহিদের (ধর্ম্মার্থে নিহত ব্যক্তির) পুণ্যলাভ করে?" তিনি বলিলেন,—"যে ব্যক্তি প্রতিদিন সাতবার করিয়া নিজের মৃত্যুচিন্তা করে, সে-ই শহিদের গৌরবপ্রাপ্ত হয়।"

প্রহরীর সাধুতা।

একজন ধনী লোক হজরত এব্রাহিম এব্‌নে আদ্‌হামকে (রহঃ) চিনিতে না পারিয়া তাঁহার বাগানের প্রহরী নিযুক্ত করিলেন। অনেক দিন পরে, তিনি বন্ধুবান্ধবদিগকে সঙ্গে লইয়া একবার বাগানে বেড়াইতে আসিলেন এবং প্রহরীকে ডাকিয়া কিছু মিষ্ট ফল আনিতে বলিলেন। প্রহরী, প্রভুর আদেশ পাইয়া তৎক্ষণাৎ তিনটী ফল আনিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিল; কিন্তু সে ফল খাওয়া দূরে থাক্,—কেহই মুখে দিতে পারিলেন না—এত টক! উদ্যানস্বামী ক্রোধান্বিত হইয়া কহিলেন—"তুমি এতদিন আমার বাগানে কাজ করিতেছ, কোন্ ফল কিরূপ তাহা জান না?" হজরত এব্রাহিম বিনতিপূর্ব্বক কহিলেন,—"মহাশয়। আপনি আমাকে শুদ্ধ বাগানের প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছেন; কিন্তু খাইতে তো অনুমতি দেন নাই!"

প্রহরীর কথা শুনিয়া ধনবান লোকটী কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"তুমি সামান্য লোক নহ; নিশ্চয় তুমি এব্রাহিম এব্‌নে আদ্‌হাম হইবে!"

অপূর্ব্ব পুরস্কার।

বোখারা সহরে নদীর ধারে বসিয়া এক দরবেশ সকল সময়ে উপাসনা করিতেন। একদিন তিনি দেখিলেন,—স্রোতের মুখে একটী নাশপাতি ফল ভাসিয়া যাইতেছে। ভাবিলেন—অনর্থক ফলটা পচিয়া নষ্ট হইয়া যাইবে, তার চেয়ে একটা কাজে লাগান ভাল। ইহা ভাবিয়া তিনি উহা ভক্ষণ করিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার মনে হইল—"হায়! এ ফল কাহার, তাহা আমি জানি না; না বলিয়া পরের দ্রব্য গ্রহণ করিলাম?" আত্মগ্লানির বেগ যখন অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন দরবেশ উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং নদীর ধারে ধারে সেই বাগানের সন্ধান করিতে করিতে যাইতে লাগিলেন। ইচ্ছা,—যদি কোন প্রকারে তার মালিকের সহিত দেখা হয়, তবে ক্ষমা চাহিবেন।

এইরূপে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তিনি একটী ফলের বাগান দেখিতে পাইলেন এবং ইহাও দেখিলেন যে, নাশপাতি গাছটীর একটী শাখা নদীর জলে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে!

দরবেশ সেই বাগানের ভিতর প্রবেশ করিলেন এবং কৃত অপরাধের জন্য মালীর নিকট ক্ষমা চাহিলেন।

মালী কহিল—"বাগান তো আমার নহে,—আপনি ইহার ম্যানেজারের কাছে যান।"

দরবেশ, ম্যানেজারের কাছে উপস্থিত হইলেন। ম্যানেজার বলিলেন,—"বাগান আমারও নহে,—আমি কর্ম্মচারী মাত্র। ইহার মালিক বল্‌খ শহরে বাস করেন, আপনি তাঁর কাছে যান।"

দরবেশ ভাবিলেন, না বলিয়া পরের দ্রব্য খাইয়া অপরাধ করিয়াছি; ইহার জন্য নরকে যাওয়া অপেক্ষা বল্‌খে যাওয়াই ভাল।

এই মনে করিয়া তিনি সুদূর বল্‌থ প্রদেশে যাত্রা করিলেন। কিছুদিন পর সেখানে উপস্থিত হইয়া, বাগানের মালিকের সন্ধান পাইলেন। মালিক বলিলেন,—"বাগান আমারই ছিল বটে; কিন্তু আমি উহা কাফী নগরের এক বণিকের নিকট বিক্রয় করিয়াছি।"

দরবেশ আবার কাফী অভিমুখে চলিলেন। সেখানে যাইয়া সেই বণিকের সাক্ষাৎ পাইলেন। বণিক তাঁহার কথা শুনিয়া ভাবিলেন,—

হায়! যিনি সামান্য একটী ফলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে এত দূর পথ আসিয়াছেন, তিনি কথনই সাধারণ মনুষ্য নহেন,—অবশ্যই কোন মহাজন হইবেন।

ইহা ভাবিয়া তিনি তাঁহাকে আদরের সহিত গৃহে লইয়া গেলেন এবং কিছু খাদ্যদ্রব্য সম্মুখে রাখিয়া গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন।

দরবেশ কহিলেন,—"আগে আমাকে ক্ষমা করুন; তারপর আহার করিব।"

বণিক বলিলেন—"তাহা হইবে না;—আগে আহার, তারপর ক্ষমা।"

এদিকে বণিক তাঁহার পত্নীকে যাইয়া বলিলেন,—"এই ফকিরের সহিত আমাদের কন্যার বিবাহ দি'।"

স্ত্রী বলিলেন—"তুমি কি পাগল হইয়াছ? এত বড় ধনী লোক হইয়া যদি ফকিরের সহিত কন্যার বিবাহ দাও, তবে লোকে কি বলিবে?"

বণিক আর কিছু বলিলেন না। তিনি বাহিরে আসিয়া দরবেশকে কহিলেন,—"এই বাগান আমার কন্যার। সে বলিতেছে,—"যদি দরবেশ সাহেব আমাকে বিবাহ করেন, তবেই আমি ক্ষমা করিতে পারি, নতুবা নহে।"

বিবাহের কথা শুনিয়া দরবেশ কহিলেন,—"আমি গৃহত্যাগী ফকির; —আমার বিবাহে প্রয়োজন কি?"

বণিক বলিলেন—"আমার কন্যার তিনটী দোষ; সেই জন্য আপনাকে দিতেছি। প্রথম—সে কানে শোনে না। দ্বিতীয়—সে চোখে দেখে না। তৃতীয়—সে বিকলাঙ্গ।"

দরবেশ ভাবিলেন—এরূপ কন্যাকে বিবাহ করিলে ক্ষতি কি? তাই তিনি বিবাহে সম্মত হইলেন।

মহা আড়ম্বরে বিবাহ হইয়া গেল। আজ ফুলশয্যার রজনী। কন্তার জননী, কন্তাকে সঙ্গে লইয়া বাসর ঘরে রাখিতে গেলেন।

দরবেশ, কন্তার চাঁদের মত রূপ দেখিয়া দুঃখিত হইলেন। তাঁহার শাশুড়ী জামাতার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা, কি হইয়াছে?"

তিনি বলিলেন—"না মা, কিছুই হয় নাই। তবে আমি শুনিয়াছিলাম,—মিথ্যা কথা বলিলে লোকে ইহ-পরকালে লাঞ্ছিত হয়; আর এখানে তাহার বিপরীত দেখিতেছি!"

শাশুড়ী কহিলেন—"বাবা, আমরা একটীও মিথ্যা কথা বলি নাই। আমার কন্যা তাহার পিতা ব্যতীত এ পর্য্যন্ত অপর কোন পুরুষকে দেখে নাই, তাই তাহাকে "অন্ধ" বলা হইয়াছে। সুকথা ব্যতীত কুকথা শ্রবণ করে নাই, তাই তাহাকে "বধির" বলা হইয়াছে। সুকাজ ব্যতীত কুকাজ করে নাই, তাই তাহাকে "বিকলাঙ্গ" বলা হইয়াছে।"

দরবেশ ইহা শুনিয়া সাষ্টাঙ্গে বিধাতাকে প্রণিপাত করিলেন। এমন সময় দৈববাণী হইল,—"হে দরবেশ! তুমি আমার প্রসন্নতার জন্য যেরূপ কষ্ট স্বীকার করিলে, আমিও তদ্রূপ প্রতিদান দিলাম; পরলোকেও তোমাকে পুরস্কৃত করিব।"

জীবিকাদাতা।

হজরত হাতম আসম (রহঃ) বিদেশে গমন করিবার ইচ্ছা করিয়া স্ত্রীকে বলিলেন,—"আমি এক স্থানে যাইতেছি; কত দিনে ফিরিব তাহার ঠিকানা নাই। তোমার জন্য কি পরিমাণ খাদ্যসামগ্রী রাখিয়া যাইব?"

ধার্ম্মিকা রমণী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন,—"আমি যতদিন বাঁচিব, ততদিনের পরিমাণ।"

হাতম বলিলেন,—"তুমি কতদিন বাঁচিবে, তাহা কেমন করিয়া বলিব ?"

ইহার পর তিনি বিদেশে গমন করিলেন। ইতোমধ্যে একব্যক্তি আসিয়া তাপস-গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার স্বামী বিদেশে গিয়াছেন, কিন্তু তোমার জন্য কি পরিমাণ জীবিকা রাখিয়া গিয়াছেন ?"

মহিয়সী রমণী উত্তর দিলেন,—"তিনি নিজেই খোদার অনুগ্রহ-দত্ত জীবিকাভোজী ছিলেন; তাঁহার জীবিকা-দানের কি ক্ষমতা ? জীবিকা-দাতা আমার সঙ্গে বিদ্যমান আছেন।"

কালের প্রতীক্ষা।

হজরত মোহাম্মদ (দঃ) মলমূত্র ত্যাগের পর তৎক্ষণাৎ "তৈয়ম্মুম"* করিতেন। উদ্দেশ্য—যদি জল আনিতে আনিতে কাল আসিয়া উপস্থিত হয়!

হজরত হাতেম (রহঃ) নিজের শয়ন ঘরে কবর খুড়িয়াছিলেন। তিনি প্রত্যহ দুইবার করিয়া সেই কবরে শুইতেন আর বলিতেন—"এইরূপে একদিন শুইতে হইবে!"

তুস শহরে আবুল হাসান নামে এক ধনী ব্যক্তি ছিলেন। একদা তিনি মহাত্মা আবুল কাসেম গর্গানী নামক এক তপস্বীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া বিনীত ভাবে বলিলেন,—"মহাত্মন! সকল সময় আপনার দর্শনে আসিতে পারি না। দয়া করিয়া এ ত্রুটি মার্জ্জনা করি-

---

* মৃত্তিকার দ্বারা অঙ্গশুদ্ধি।

বেন।" তাপস কহিলেন,—"আবুল হাসান! ত্রুটি-স্বীকারের প্রয়োজন নাই। দর্শনার্থী ব্যক্তিকে দেখিলে অন্য লোকে সন্তুষ্ট হয়; কিন্তু আমার নিকট কেহ না আসিলেই আমি সন্তুষ্ট হই। আমি "মালেক-উল্-মওতের" (যমের) প্রতীক্ষায় আছি; সুতরাং অনা লোকের সমাগম আমার পক্ষে বিরক্তিকর।"

"দয়াময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

এক দরিদ্র ভ্রমণকারী সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার গুণগান করিতেন। তাঁহার সম্পত্তির মধ্যে ছিল—একটা গাধা, একটা কুকুর ও একটা মোরগ।

একদিন বাঘ আসিয়া তাঁহার গাধাটাকে মারিয়া ফেলিল। তিনি বলিলেন—"দয়াময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

পোষা কুকুরটা হঠাৎ ক্ষেপিয়া উঠিয়া মোরগটাকে মারিয়া ফেলিল। তিনি বলিলেন,—"দয়াময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

স্বামীর এই ধর্ম্মভাব স্ত্রীর বড় অসহ্য হইল। স্ত্রী বলিলেন,—"তুমি কি বুদ্ধি হারাইলে? এই যে চক্ষের সম্মুখে আমাদের যথাসর্ব্বস্ব নষ্ট হইতেছে, আর তুমি প্রতীকার-চেষ্টা না করিয়া শুধু "দয়াময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হউক" বলিতেছ, ইহাতে কি আমাদের পেট ভরিবে?"

স্বামী নীরব হইয়া রহিলেন।

সকালবেলা উঠিয়া তাঁহারা আবার পথ চলিতে লাগিলেন। অল্পদূর গিয়াই দেখিলেন,—৭০ জন লোক ক্ষতবিক্ষত দেহে পথের ধারে মরিয়া পড়িয়া আছে!

স্বামী বলিলেন—"দেখ, কা'ল যদি আমাদের মোরগ ডাকিত কি গাধা চীৎকার করিয়া উঠিত, তাহা হইলে ডাকাতের হাতে আমাদেরও এই দশা হইত! খোদা আমাদিগকে রক্ষা করিবেন বলিয়াই গাধা ও মোরগটাকে সরাইয়াছেন। এই জন্যই বলিতেছিলাম, "দয়াময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

ঐশ্বর্য্যের অসারতা।

স্বর্ণ-সিংহাসনে বসিয়া বাগ্দাদের মহামতি খলিফা হারুন-অর্-রশিদ দরবার করিতেছিলেন; এমন সময় সেখানে এক তাপস উপস্থিত হইলেন।

তাপসের নাম—আবু আলী শকিক।

বাদশাহ সিংহাসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাপসকে যথা-যোগ্য সম্ভাষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনিই কি সাধু শকিক?"

তাপস বলিলেন,—"আমি শকিক বটে;—কিন্তু সাধু-সন্ন্যাসী নহি।"

বাদশাহ বলিলেন,—"আমাকে কিছু উপদেশ প্রদান করুন।"

শকিক বলিলেন,—"কি উপদেশ দিব, জাঁহাপানা! সব-ই তো আপনি জানেন। তবু যদি শুনিতে চাহেন, তবে মনে রাখিবেন,—খোদাতায়ালা আপনাকে হজরত আবুবকর সিদ্দিকের (রাঃ) আসন দিয়াছেন; সুতরাং আপনি সকল সময় সাবধান থাকিবেন;—সত্যের সহায় হইবেন। দয়াময় আপনাকে হজরত ওমর ফারুকের (রাঃ) পদ দিয়াছেন; সুতরাং সকল সময় তাঁহার ন্যায় অসত্য হইতে সত্য বাছিবেন। আপনি হজরত ওসমান গনির (রাঃ) গৌরব পাইয়াছেন; সুতরাং সকল অবস্থায় প্রভুর সন্নিধানে তাঁহার মত সলজ্জভাব এবং

শিষ্টাচার প্রদর্শন করিবেন। আল্লাহ্ আপনাকে হজরত আলী মোর্ত্তজার (কঃ) স্থান দিয়াছেন; সুতরাং প্রভু আপনার কাছে তাঁহারই অনুরূপ জ্ঞান ও ন্যায়বিচার দেখিতে চাহেন।"

বাদশাহ বলিলেন,—"আরও কিছু বলুন।"

শকিক বলিলেন,—"খোদাতায়ালার রাজ্যে এক গৃহ আছে,—তাহার নাম নরক। আপনি সেই নরকের দ্বারে নিযুক্ত হইয়াছেন। আপনার হাতে তরবারি, বেত্র এবং ধন অর্পণ করিয়া আল্লাহ্ এই আদেশ করিয়াছেন যে, তুমি সকল মানুষকে নরক হইতে ফিরাও। দীন-দুঃখী দ্বারে উপস্থিত হইলে আপনি তাহাকে রিক্তহস্তে বিদায় করিবেন না। ঈশ্বরদ্রোহীকে আপনি বেত্রদণ্ডের দ্বারা শাসন করিবেন এবং নরঘাতক পাপীর তরবারি সাহায্যে মস্তক দেহচ্যুত করিবেন। যদি এই কাজগুলি করিতে পারেন, তবেই মঙ্গল; নতুবা আপনি সর্ব্বাগ্রে নরকে যাইবেন।"

খলিফা বলিলেন,—"আরও কিছু উপদেশ দিন।"

সাধু বলিলেন,—"আপনি ঝর্ণা-বিশেষ;—আপনার কার্য্যগুলি পয়ঃ-নালার মত। ঝর্ণার জল স্ফটিকস্বচ্ছ থাকিলে প্রণালীর জলও মলিন হইতে পারে না। ঝর্ণা ময়লা হইলেই প্রণালীর জল দূষিত হয়।"

খলিফা বলিলেন,—"বড় মধুর কথা;—আরও একটু বলুন।"

ফকির বলিলেন,—"মরুভূমিতে যদি আপনি পিপাসা বোধ করেন, আর সেই সময় কেহ শীতল জল আনিয়া দেয়, তবে আপনি কত মূল্যে তাহা ক্রয় করেন?"

বাদশাহ বলিলেন,—"যাহা লাগে, তাহাই দি'।"

ফকির বলিলেন,—"যদি আধখানা রাজ্য চাহিয়া বসে?"

বাদশাহ বলিলেন,—"তাহাই দি'।"

ফকির বলিলেন,—"যদি সেই জল পানে আপনার কোন কঠিন পীড়া জন্মে এবং চিকিৎসক আসিয়া বলেন যে, আমি আরোগ্য করিয়া দিব সত্য ; কিন্তু অবশিষ্ট আধখানা রাজ্য পারিশ্রমিক স্বরূপ আমাকে দিতে হইবে। তাহা হইলে কি করেন ?"

বাদশাহ বলিলেন,—"তাহা হইলে বাকীটুকুও চিকিৎসককে দি'।"

ফকির বলিলেন,—"খলিফা, সামান্য জলের দামে যে জিনিষ বিক্রীত হইয়া যায়, তেমন রাজপাটের আপনি কোন স্পর্দ্ধা করেন কি ?"

ফকিরের কথা শুনিয়া, বাদশাহ্ সিংহাসনে বসিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

শান্তি অন্বেষণ।

রাজকার্য্য দেখিতে দেখিতে একদিন খলিফা হারুন-অর্-রশিদ নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। তিনি মন্ত্রী জাফরকে ডাকিয়া বলিলেন, "—আজ আমাকে এমন কোন স্থানে লইয়া যাইতে হইবে, যেথানে গেলে হৃদয় জুড়াইয়া যায়।"

মন্ত্রী বলিলেন,—"যো হুকুম জাঁহাপানা !"

সন্ধ্যাবেলা মন্ত্রী এবং বাদশাহ এক দরবেশের দ্বারে যাইয়া আঘাত করিলেন। দরবেশ জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে ?"

মন্ত্রী উত্তর দিলেন—"খলিফা হারুন-অর্-রশিদ।"

দরবেশ শুনিয়া বলিলেন,—"উঃ! তিনি কেন এত কষ্টস্বীকার করিয়া এথানে আসিয়াছেন ? আমাকে ডাকিলেই তো আমি যাইতাম।"

খলিফা বলিলেন,—"জাফর! আমি যাঁহাকে খুঁজিতেছি, ইনি সে ব্যক্তি নহেন।"

দরবেশ খলিফার কথা শুনিয়া বলিলেন,—"আপনারা বোধ হয় মহর্ষি ফজিল আয়াজকে খুঁজিতেছেন। এ বাড়ী তো তাঁহার নয়।"

খলিফা তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা মহর্ষির দ্বারে উপনীত হইতেই শুনিতে পাইলেন, তিনি কোরানের এই কথাটি বলিতেছেন,—"পাপ কাজ করিয়াও পাপীরা মনে করে যে, আমি সাধু ব্যক্তিদিগের শ্রেণীতে তাহাদের নাম লিখিব।"

বাদশাহ বলিলেন,—"উজির! উপদেশের প্রয়োজন হইলে এই উপদেশ-ই যথেষ্ট।"

অতঃপর তাঁহারা দ্বারে আঘাত করিলেন। ভিতর হইতে মহর্ষি বলিলেন,—"কে বাহিরে?"

মন্ত্রী বলিলেন,—"শাহানশাহ্ হারুন-অর্-রশিদ।"

ফজিল বলিলেন,—"আমার কাছে তাঁহার কি প্রয়োজন? তাঁহার কাছেই বা আমি কি চাই? বাজে কথায় আমার মন দিবার সময় নাই,—বিদায় হও।"

খলিফা বলিলেন,—"দেশের রাজার মান রাখিতে হয়।"

ফজিল বলিলেন,—"আমার মাথা গোলমাল করিয়া দিও না।"

বাদশাহ কুটীরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। ফকির তাড়াতাড়ি ফুঁ দিয়া বাতিটা নিবাইয়া দিলেন,—যেন বাদশাহের মুখ দেখিতে না হয়! বাদশাহ্ সেই অন্ধকার গৃহেই করমর্দ্দনের জন্য হাত বাড়াইয়া দিলেন।

মহর্ষি তাঁহার হস্তধারণ করিয়াই বলিলেন,—"বাঃ! কি কোমল হাত! আল্লাহ্! নরকের আগুন হইতে এ হাত রক্ষা কর।"

তারপর হাত ছাড়িয়া দিয়া নামাজের জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বাদশাহ বলিলেন,—"কিছু উপদেশ প্রার্থনা করি।"

ফজিল উপাসনা শেষ করিয়া বলিলেন,—"যদি পরকালের শাস্তি হইতে বাঁচিতে চাও, তবে বৃদ্ধ ব্যক্তিকে পিতার মত, যুবককে ভ্রাতার মত, বালককে সন্তানের মত, স্ত্রীলোককে ভগিনীর মত দেখ এবং সেইরূপ ব্যবহার কর। প্রত্যেক মুসলমানের দেশ তোমার গৃহ, প্রজাপুঞ্জ তোমার পরিবার। পিতৃপুরুষের সহিত শিষ্ট আচরণ কর, ভাইদের সহিত সদয় ব্যবহার কর, সন্তানদের মঙ্গলকামনা কর। আমার ভয় হয়,—তোমার এই সুন্দর মুখখানি শেষে নরকের আগুনে পুড়িয়া ছাই না হয়!"

বাদশাহ শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

মহর্ষি বলিলেন,—"আল্লাহকে ডরাও। বিচারের দিন সকলকেই তিনি পাপ-পুণ্যের প্রশ্ন করিবেন। আজ যদি তোমার রাজ্যে কোন অচল লোক অনাহারে কষ্ট পায়,—ক্ষুধায় ঘুমাইতে না পারে, তাহা হইলে কাল সে তোমার বিরুদ্ধে আল্লার কাছে অভিযোগ করিবে।"

হারুন-অর্-রশিদ জড়-পুত্তলিকার মত বসিয়া মহর্ষির বাক্যামৃত পান করিতে লাগিলেন; তাঁহার দুই চক্ষে জলের ধারা বহিয়া চলিল।

মহর্ষির এক বন্ধু নিকটে বসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন,—"ফজিল! চুপ কর। তুমি খলিফাকে একেবারে মারিয়া ফেলিলে!"

মহর্ষি বলিলেন,—"ভাই, আমি মারি নাই। তুমি এবং তোমারই মত লোকেরা খলিফাকে মারিয়া ফেলিয়াছে।"

খলিফা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহর্ষে! আপনি কাহারও কাছে ঋণী আছেন কি?"

ফজিল বলিলেন,—"হাঁ, একমাত্র প্রভুর কাছে।"

বাদশাহ বলিলেন,—"তা' নয়; কোন মানুষের কাছে আপনি ঋণী আছেন কি?"

ফজিল কহিলেন,—"আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ, তিনি আমাকে প্রচুর দান করিয়াছেন।"

হারুন অর্‌-রশিদ সহস্র মুদ্রাপূর্ণ একটী থলিয়া মহর্ষির পদপ্রান্তে রাখিয়া বলিলেন,—"এই টাকা আমি অন্যায়ভাবে অর্জ্জন করি নাই ;—ইহা আমার মাতার সম্পত্তি হইতে পাইয়াছি। আপনি দয়া করিয়া গ্রহণ করুন।"

মহর্ষি বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"এত উপদেশেও তোমার কোন উপকার হইল না, দেখিতেছি। এখনই তুমি আমার প্রতি অবিচার আরম্ভ করিয়া দিলে! আমি তোমাকে হাল্কা করিতে চাহিতেছি,—মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে বলিতেছি; আর তুমি আমাকে মৃত্যুর মুখে নিক্ষেপ করিতে চাহিতেছ? যদি আমার কথা শুন, তবে এ অর্থ প্রভুর নামে বিলাইয়া দাও।"

হারুন-অর্‌-রশিদ আর কোন কথা না বলিয়া সত্বর গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। বাহিরে আসিয়া মন্ত্রীকে বলিলেন,—"হাঁ, একজন মানুষ দেখিলাম বটে!"

শোকবিজয়।

মহাত্মা আবু তাল্‌হার জ্ঞানবতী পত্নীর নাম রমীজা উম্মে সলীম।

বিবি রমীজা বলিয়াছেন,—"আমার স্বামী পীড়িত পুত্রকে ঘরে রাখিয়া কোন গুরুতর কার্য্যে বাহিরে গিয়াছিলেন। ইতোমধ্যে আল্লাহতায়ালার বিধানে ছেলেটীর মৃত্যু হইল। আমি মৃত ছেলেকে চাদর ঢাকা দিয়া রাখিয়াছি; এমন সময় তিনি গৃহে আসিয়া পুত্রের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম,—"অন্য দিন অপেক্ষা আজ

আরামে আছে।" অতঃপর আমি আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া স্বামীর সম্মুখে স্থাপন করিলাম। তিনিও ভোজনাদি সমাপনপূর্ব্বক বিশ্রামার্থ শয়ন করিলেন। অন্য রজনী অপেক্ষা সেদিন আমি মনোহর বেশভূষায় নিজের শরীর সাজাইয়া স্বামীর পার্শ্বে গমন করিলাম; তিনিও আমার সহিত আমোদ-আহ্লাদ করিলেন। পরিশেষে আমি বলিলাম—"জনৈক প্রতিবেশীকে আমি একটি সুন্দর জিনিষ ধার দিয়াছিলাম; কিন্তু যখন ফিরাইয়া চাহিলাম, তখন সে শোকাভিভূত হইয়া রোদন করিতে লাগিল।" আমার স্বামী বলিলেন—"বড় অন্যায় কথা। নিশ্চয় সে আহম্মক লোক।" তখন আমি বলিলাম,—"খোদাতায়ালা একটী শিশুকে আমাদের কাছে গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন; এখন সেই শিশুটী তিনি ফিরাইয়া লইয়াছেন।" ইহা শুনিয়া আমার স্বামী বলিলেন,—"ইন্না-লিল্লাহে ওয়া ইন্না এলায়হে রাজেউন" অর্থাৎ "নিশ্চয় (সমস্তই) আল্লার এবং আল্লার দিকে সকলকেই যাইতে হইবে।" প্রাতে আমার স্বামী হজরত রসুল মকবুলের (দঃ) সমীপে রজনীর সমস্ত কথা নিবেদন করিলে তিনি বলেন,—"বিগত যামিনী তোমাদের পক্ষে বড় মঙ্গলকর শুভ রজনী ছিল।" শেষে বলিয়াছিলেন—"আমি বেহেশ্‌ত দর্শনকালে আবু তাল্‌হার পত্নী রমীজাকে তথায় দেখিতে পাইয়াছিলাম।"

আল্লার বন্ধু।

হজরত মুসা (আঃ) আল্লার দরবারে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"হে আল্লাহ্! কোন্ ব্যক্তি তোমার বন্ধু?—আমি তাহাকে ভালবাসিব।"

দৈববাণী হইল,—"যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ নির্ধন, সে-ই আমার বন্ধু।"

কোথায় খুঁজিব ?

একদা হজরত এস্‌মাইলের (আঃ) প্রতি প্রত্যাদেশ হইল,—"হে এস্‌মাইল ! ভগ্নহৃদয় মানবের নিকট আমাকে অনুসন্ধান কর।"

হজরত এস্‌মাইল (আঃ) প্রার্থনা করিলেন,—"প্রভো ! সেইরূপ লোকের পরিচয় বলিয়া দাও।"

উত্তর হইল—"যে ব্যক্তি সাধু অথচ দরিদ্র।"

দরিদ্রের প্রার্থনা।

এক দরিদ্র ব্যক্তি মহাত্মা বশর হাফির (রহঃ) নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল,—"হজরত ! আমাকে বৃহৎ পরিবার প্রতিপালন করিতে হয় ; অথচ আমি গরীব,—একটি কপর্দ্দকও সম্বল নাই। আপনি আমার জন্য আল্লার কাছে প্রার্থনা করুন।"

সাধু বলিলেন,—"ভাই ! যে সময় তোমার পরিবারবর্গ ক্ষুধিত হইবে, উপার্জ্জনের জন্য বাহিরে গিয়া তুমি রিক্তহস্তে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক তোমার পরিজনদিগের কাতরতা দর্শনে ব্যথিত হইবে,—তোমার হৃদয়-মন ভাঙিয়া পড়িবে, সেই সময় তুমি আমার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিও। তোমার তৎকালীন প্রার্থনা আমার প্রার্থনা অপেক্ষা আল্লাহতায়ালা অধিক প্রীতির সহিত পূর্ণ করিবেন।"

ধনীর দান ও দীনের দান।

একদিন হজরত মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার অনুচরদিগকে বলিলেন,—"একটি মুদ্রা সময়ে লক্ষ মুদ্রা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়।"

অনুচরেরা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে প্রেরিত পুরুষ! কোন্ স্থলে এরূপ হইয়া থাকে ?"

তিনি বলিলেন,—"যখন কোন দরিদ্র ব্যক্তির হস্তে দুইটি মাত্র মুদ্রা থাকে এবং সেই দরিদ্র ব্যক্তি প্রসন্নচিত্তে তাহা হইতে একটি মুদ্রা দান করে, তখন ক্রোড়পতির লক্ষমুদ্রা দান অপেক্ষা তাহার দান শ্রেষ্ঠ হয়।"

মুসলমান ও মিথ্যাকথা।

মহাত্মা আব্দুল্লা এবনে জয়েদ একদিন শেষপ্রেরিত মহাপুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হজরত, মুসলমান কি ব্যভিচার করিতে পারে ?"

হজরত কহিলেন,—"শয়তানের হাতে পড়িয়া করিতেও পারে।"

জয়েদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মুসলমান কি মিথ্যা কথা বলিতে পারে ?"

হজরত কহিলেন—"কখনই না।"

অপকারীর উপকার।

এক চোর মহাত্মা এবনে মস্উদের কোন জিনিষ চুরি করিয়াছিল। লোকে সে জন্য চোরকে নানারূপ তিরস্কার ও অভিসম্পাত করিতেছিল; কিন্তু তিনি তাহাদিগকে থামাইয়া দিয়া আল্লার কাছে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন,—"হে খোদা! এই চোর যদি অভাবে পড়িয়া আমার দ্রব্য লইয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা যদি ইহার অভাব মোচন হইয়া থাকে, তবে তাহার মঙ্গল কর। আর যদি পাপে আসক্তি বর্দ্ধনের জন্য লইয়া থাকে, তবে তাহার "আমলনামায়" ইহাই শেষ পাপ বলিয়া লিপিবদ্ধ কর,—ইহার পর যেন সে আর পাপকার্য্য না করে।"

দুনিয়া কেমন ?

একদিন স্বর্গীয় দূত জিব্রাইল (আঃ) হজরত নূহ্‌কে (আঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাত্মন্! আপনার এত বয়স হইয়াছে; এই সুদীর্ঘ কালের অভিজ্ঞতায় আপনি দুনিয়াকে কেমন্ দেখিলেন ?"

পয়গম্বর উত্তর দিলেন,—"দেখিলাম এক গৃহ,—তাহার দুইটি দ্বার। এক দ্বার দিয়া জীব ভিতরে প্রবেশ করিয়া অন্য দ্বার দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে !"

সংসর্গ-সঙ্কট।

একদা দয়াময় আল্লাহতায়ালা এক ফেরেশ্‌তার (স্বর্গীয় দূত) প্রতি আদেশ করিলেন,—"তুমি অমুক গ্রামের সমস্ত লোককে ধ্বংস কর।"

ফেরেশ্‌তা প্রার্থনা করিল,—"প্রভো! সে গ্রামে এমন একজন মানুষ আছেন, যিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও কোন পাপ কাজ করেন নাই। কেমন করিয়া আমি সে গ্রাম ধ্বংস করিব ?"

আদেশ হইল,—"অবিলম্বে ধ্বংস কর। সে নিষ্পাপ বটে; কিন্তু পাপীদের পাপানুষ্ঠান দেখিয়াও তাহার মুখে বিরক্তি-চিহ্ন প্রকটিত হয় নাই।"

*   *   *   *

হজরত নূহের (আঃ) পুত্র মহাত্মা ইউশার প্রতি প্রত্যাদেশ হইল,— তোমার সম্প্রদায়ের এক লক্ষ লোককে আমি বিনাশ করিব। তন্মধ্যে ৪০ হাজার সাধু, ৬০ হাজার পাপী।"

হজরত ইউশা প্রার্থনা করিলেন,—"দয়াময়! সাধুদিগকে কেন বিনাশ করিবে ?"

উত্তর হইল,—"তাহারা পাপীদের পাপকার্য্য দেখিয়াও তাহাদের সহিত শত্রুতার পরিবর্ত্তে সামাজিকতা রক্ষা করিয়াছে।"

"শহীদ" অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কে?

একদিন কতিপয় ব্যক্তি শেষপ্রেরিত মহাপুরুষকে (দং) জিজ্ঞাসা করিল,—"হে রসুলোল্লা! কোন্ ব্যক্তি "শহীদ" (ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ?"

হজরত কহিলেন,—"পরাক্রান্ত নরপতির অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া যে ব্যক্তি রাজরোষে চরম দণ্ড প্রাপ্ত হয়, সে-ই শহীদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।"

আল্লার দৃষ্টি।

এক দুর্ব্বৃত্ত ব্যক্তি কোন স্ত্রীলোককে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে আক্রমণ করে। সে যখন রমণীকে ধরিয়া তাহার তীক্ষ্ণধার ছোরা বাহির করিতেছিল, তখন অসহায়া স্ত্রীলোকটি প্রাণভয়ে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছিল। সেখানে এমন কোন সাহসী লোকও ছিল না, যে রমণীকে তাহার কবল হইতে উদ্ধার করিতে পারে। ঘটনাচক্রে মহাত্মা বশরহাফি (রহঃ) সেই পথে গমন করিতেছিলেন। তিনি ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া দুর্ব্বৃত্তের নিকটবর্ত্তী হইলেন এবং স্বীয় স্কন্ধ পুরুষটীর স্কন্ধদেশে স্থাপন করিবামাত্র সে হতচেতন হইয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল। ইত্যবসরে স্ত্রীলোকটি পলাইয়া বাঁচিল। জ্ঞানলাভের পর লোকে সেই দুরাচারকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার কি হইয়াছিল?" সে বলিল,—"কিছুই বলিতে

পারি না। তবে এই মাত্র মনে আছে যে, একজন লোক আমার দেহের সহিত দেহ মিশাইয়া ধীরে ধীরে বলিল,—"ঐ দেখ, সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ্ তোমার কার্য্য দেখিতেছেন। তুমি কোথায়, কি করিতেছ, তিনি সমস্ত দেখিতে পাইতেছেন।" এই কথা শুনিবামাত্র আমার মনে এমন ভয়ের সঞ্চার হইল যে, সেই ভয়ে তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম।"

লোকে জিজ্ঞাসা করিল,—"যে লোক তোমার অঙ্গস্পর্শ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে জান? তিনি মহাত্মা বশরহাফি (রহঃ)।"

তখন দুষ্ট লোকটি অনুতপ্তচিত্তে কহিল,—"হায়! কেমন করিয়া আমি তাঁহার নিকট এ পোড়ামুখ দেখাইব!"

ইহার পর এক সপ্তাহ মধ্যে জ্বরে সেই লোকটির মৃত্যু হয়।

গরম ও নরম।

একদা মহর্ষি সোল্লাৎ-বিন্-আসেম তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী পরিবৃত হইয়া বসিয়াছিলেন। এমন সময় একজন লোককে সেই পথে যাইতে দেখিলেন। তাহার পরিধানের ইজার দীর্ঘ হওয়ায় মৃত্তিকা স্পর্শ করিতেছিল। আরব দেশের ধনগর্ব্বিত লোকেরা তৎকালে সেইরূপ ইজার পরিধান করিতেন। তদ্দর্শনে শিষ্যেরা কহিলেন,—"হজরত, আদেশ হইলে লোকটাকে কঠিন তিরস্কার করি।" কিন্তু মহাপুরুষ কহিলেন,—"শান্ত হও। এখনই আমি ইহার প্রতিকার করিতেছি।"

তিনি পথিককে আহ্বান করিলেন এবং সমাদরের সহিত গ্রহণ করিয়া তাহার হাত দুইটি ধরিয়া বলিলেন,—"ভাই! তোমাকে একটী অনুরোধ করিব।"

"কি অনুরোধ?"

"বিলাসী, ধনমদমত্ত লোকের ন্যায় তোমার ইজারটি অনাবশ্যক লম্বা করিয়াছ; ইহা এত লম্বা রাখিও না,—কিছু খাটো কর।"

লোকটী তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল।

তখন তপস্বী শিষ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"দেখিলে? আমি যদি কঠোর ভাষায় ইহাকে তিরস্কার করিতাম, তবে ফল উল্টা হইত;—হয় তো আমার কথা উপেক্ষা করিয়া সে আরও দুই-দশটা গালিবর্ষণ করিয়া চলিয়া যাইত। প্রিয়ভাবে বলাতেই হাতে হাতে ফল ফলিল।"

অঙ্গীকার পালন।

হজরত এসমাইল (আঃ) কোন ব্যক্তির সহিত একস্থানে দেখা করিতে চাহিয়াছিলেন। নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিলেন, সে ব্যক্তি তথায় আসে নাই। হজরত বাইশ দিন পর্য্যন্ত তাহার অপেক্ষায় সেইস্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন;—তথাপি অঙ্গীকার ভঙ্গ করিলেন না।

প্রবৃত্তি-নিগ্রহ।

মহাত্মা এব্‌নে ওমর রোগশয্যায় শায়িত। এই সময় একদিন তাঁহার মাছ ভাজা খাইবার সাধ হইল। মদিনায় মাছ মিলা দুষ্কর; তথাপি হজরত নাফে তাঁহার অভিলাষ চরিতার্থ করিবার জন্য দেড় দেরহেম মূল্যে একটি মৎস্য সংগ্রহ করিলেন এবং বিশেষ যত্নের সহিত উহা ভাজিয়া মহাপুরুষের সম্মুখে স্থাপন করিলেন। খোদার মহিমা,— সেই সময় মহাত্মা এব্‌নে ওমরের সম্মুখে এক দীনহীন ভিখারী উপস্থিত হইল। ভিখারীকে দেখিয়া হজরত কহিলেন,—"মাছটি উহাকে দাও।" হজরত নাফে বলিলেন,—"অনেক কষ্টে আপনার জন্য ইহা আমি

সংগ্রহ করিয়াছি; আপনি আহার করুন। আমি বরং মাছের মূল্যটা ভিখারীকে দিতেছি।" এব্‌নে ওমর কহিলেন,—"না, এই মাছটাই দাও।" তখন নিরুপায় হইয়া হজরত নাফে মাছটি সেই ভিখারীকে দান করিলেন। ভিখারী কিয়দ্দূর গমন করিলে তিনি তাহার পশ্চাদনুসরণ করিয়া আবার মাছটি ক্রয় করিয়া আনিয়া মহাপুরুষকে ভোজন করিতে দিলেন। মহাপুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ মাছ এখন কোথায় পাইলে?" হজরত নাফে কহিলেন,—"ভিখারীকে পয়সা দিয়া সেই মাছটাই ফিরাইয়া লইয়াছি।" মহাপুরুষ কহিলেন,—"মাছটি তাহাকে দিয়া আইস; কিন্তু মূল্য ফিরাইয়া চাহিও না।"

কর্ত্তব্যচিন্তা।

মহাত্মা আব্দুল আজিজের পুত্র খলিফা ওমর (রহঃ) একদিন মাধ্যাহ্নিক উপাসনার সময় পর্য্যন্ত বিচার কার্য্যাদি করিয়া নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়েন এবং কিয়ৎকাল বিশ্রামের অভিলাষ করেন। এমন সময় তাঁহার পুত্র আসিয়া বিনয় সহকারে বলিলেন,—"বাবা! আজ আপনি এত নিশ্চিন্ত কেন? এই মুহূর্ত্তে আপনার মৃত্যু হইতে পারে; এই সময় হয় তো কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি সাহায্য প্রত্যাশায় আপনার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইতে পারে; আপনি তাহা ভুলিয়া যদি আরাম করেন এবং এই সময় আপনার কাল উপস্থিত হয়, তবে তো দরিদ্র, অভাবগ্রস্তের প্রতি আপনার কর্ত্তব্য অপূর্ণ রাখিয়াই আপনি চলিলেন!"

খলিফা কহিলেন,—"বৎস! খাঁটি কথাই বলিয়াছ।" এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে গমন করিলেন।

মহানুভবতা।

তাপস আব্দুল্লা (রহঃ) দর্জ্জির কাজ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। এক অগ্ন্যুপাসক তাঁহার নিকট কাপড় সেলাই করিয়া লইত; কিন্তু সেলাইর আজুরা স্বরূপ সে তাঁহাকে বরাবর মেকী টাকাই দিত,—একদিনও ভাল টাকা দিত না। তাপস তাহা দেখিতেন, বুঝিতেন; কিন্তু কিছু বলিতেন না। একদিন মহাত্মা আব্দুল্লা (রহঃ) কার্য্যানুরোধে স্থানান্তরে গিয়াছিলেন; এমন সময় সেই অগ্নিপূজক আসিয়া দোকানের অন্যান্য লোকদিগকে আজুরার টাকা দিতে গেল; কিন্তু সেদিনও সে মেকী টাকাই দিল। দোকানের লোকেরা মেকী টাকা লইতে আপত্তি করিল; এমন সময় সাধু আব্দুল্লা (রহঃ) প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং তাহাদের কলহ শুনিয়া বলিলেন,—"তোমরা বৃথা বিবাদ করিতেছ। এ ব্যক্তি বরাবর আমাকে মেকী টাকা দিয়া আসিতেছিল; কিন্তু আমি এইজন্য তাহা লইতে আপত্তি করি নাই যে, অন্য কোন মুসলমান ভাইকে সে মেকী টাকা দিয়া না ঠকায়!"

গরলে অমৃত।

মহাত্মা বকর এব্‌নে আব্দুল্লা বলিয়াছেন,—"এক কসাই তাহার প্রতিবেশীর এক চাকরাণীর প্রতি প্রেমাসক্ত হইয়াছিল। একদিন সেই দাসী কার্য্যানুরোধে নির্জ্জন পার্ব্বত্য স্থানে যাইতেছে দেখিয়া কসাই তাহার অনুসরণ করিল এবং সুবিধা বুঝিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। দাসী কহিল,—"যুবক! তুমি আমাকে যতখানি ভালবাস, আমি তোমাকে তার চেয়েও অধিক ভালবাসি। কিন্তু কি করি, খোদার জন্য বড়ই ভয় হয়!' ইহা শুনিয়া কসাইর অন্ধচক্ষু ফুটিল। সে তাহাকে

পরিত্যাগ করিয়া কহিল,—"সুন্দরি! তুমি যখন আল্লার ভয় কর, তখন আমি কিরূপে ভয় না করিয়া থাকিতে পারি?—করুণাময় আমার পাপ ক্ষমা করুন।" এই বলিয়া কসাই তথা হইতে ফিরিয়া চলিল।

দ্বিপ্রহর। মরুপাথারের উষ্ণ নিশ্বাসে সমস্ত পৃথিবী যেন পুড়িয়া যাইতেছে। যুবক কিছুদূর অগ্রসর হইতে-না-হইতে দারুণ পিপাসায় অধীর হইয়া পড়িল। শেষে তাহার এরূপ অবস্থা দাঁড়াইল যে, এখনই বুঝি মৃত্যু হইবে! এমন সময় সেই পথে আর একটি লোক উপস্থিত হইলেন। তিনি তৎকালের পয়গম্বর কর্ত্তৃক কর্ম্মপ্রয়োজনে স্থানান্তরে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ধার্ম্মিক লোকটি পথিকের দুরবস্থা দর্শনে নিতান্ত দুঃখিত হইলেন এবং কি কারণে তাহার এরূপ দশা হইয়াছে, তাহার সন্ধান লইয়া জানিলেন, প্রচণ্ড রৌদ্রতাপে পিপাসা-পীড়িত হইয়াই সে এক্ষণে মরণাপন্ন। তিনি বলিলেন—"এস ভাই! আমরা দু'জনে আল্লার কাছে মেঘ প্রার্থনা করি। যে পর্য্যন্ত আমরা শহরে প্রবেশ না করি, সে পর্য্যন্ত যেন মেঘ আমাদের উপর ছায়াবিস্তার করিয়া থাকে।" কসাই বলিল,—"আমার এমন কি সৎকাজ আছে, যাহার জন্য খোদাতায়ালা আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন?—আপনিই প্রার্থনা করুন; আমি বরং আপনার সহিত "আমীন' "আমীন" (তাই হউক, তাই হউক) বলিতেছি।" তখন ধার্ম্মিক ব্যক্তি প্রার্থনা করিলেন। মেঘ দেখা দিল,—তাঁহাদের উপর ছায়াবিস্তার করিয়া মেঘ চলিতে লাগিল। কিন্তু যে সময়ে উভয়ে পৃথক হইয়া বিভিন্ন পথে চলিলেন, তখন মেঘ ধার্ম্মিকের মাথার উপর ছায়া-বিস্তার না করিয়া কসাইর উপর ছায়া ধরিয়া চলিল! পয়গম্বরের দূত রৌদ্রে পুড়িয়া পথ চলিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া তিনি কসাইকে বলিলেন—"হে কসাই! তুমি বলিয়াছিলে, তোমার কোন সৎকাজ নাই; কিন্তু এখন দেখিতেছি,

মেঘ কেবল তোমারই জন্য আসিয়াছে। দয়া করিয়া তোমার বৃত্তান্তটি আমায় বলিবে কি?" কসাই কহিল,—"আমি তো আর কিছু জানি না। কেবল এক দাসীর কথায় আজ আমি মহাপাতক হইতে "তওবা" (কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা) করিয়াছি।" ধার্ম্মিক ব্যক্তি বলিলেন,—"তবে তাহাই হইবে। যেহেতু আল্লার দরবারে অনুতাপকারীর প্রার্থনা যতদূর কবুল হয়, আর কাহারও ততদূর হয় না।"

পতিতা ও পতিতপাবন।

অনাবৃষ্টিহেতু একবার কোন সমৃদ্ধ নগরে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। মহার্ঘতা যখন চরমে চড়িল, তখন দরিদ্র ব্যক্তিরা একটি গিরিগুহার নিকট সমবেত হইল। গুহায় এক সাধুপুরুষ ছিলেন। তিনি অহোরাত্র খোদাতায়ালার উপাসনায় মগ্ন হইয়া থাকিতেন। দরিদ্র ব্যক্তিরা তাঁহার নিকট গিয়া নিবেদন করিল,—"মহাত্মন্! আপনি পানীর জন্য প্রার্থনা করুন। এই দেখুন,—জলাভাবে সমস্ত লোক হাহাকার করিয়া মরিতেছে!" মহাপুরুষ ধীরস্বরে বলিলেন,—"কিন্তু আমি যে এজন্য প্রার্থনা করিতে পারি না।"

নগরবাসীরা পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে জল প্রার্থনার জন্য কাতর অনুরোধ করিতে লাগিল। তখন মহাপুরুষ কহিলেন,—"তোমরা আমাকে একটি পবিত্র আত্মার নিগূঢ় রহস্য প্রকাশের অপরাধে অপরাধী করিতেছ। যাহা হউক, আমি তোমাদের অনুরোধ রক্ষা করিব; কিন্তু মন দিয়া আমার কথাগুলি শ্রবণ কর। এই নগরের প্রান্তে এক নর্ত্তকী বাস করে; তোমরা তাহার কাছে যাও। সে তোমাদের জন্য প্রার্থনা করিলেই প্রচুর বৃষ্টি পাইবে। অবিশ্বাস করিও না; বরং অবিলম্বে সেখানে গমন কর।"

মহাপুরুষের কথায় সকলেই নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া সেই নর্ত্তকীর গৃহে উপনীত হইল।

নর্ত্তকীর গৃহটি পরিপাটিরূপে সজ্জিত। চিত্র-সৌন্দর্য্যে এবং শিল্প-চাতুর্য্যে প্রকৃতই তাহা অতি মনোরম। তরুণীর মোহিনীমুর্ত্তি প্রস্ফুটিত শতদলের মত শোভাবিস্তার করিতেছিল। সাধারণতঃ এই সব স্থানে যেরূপভাবে লোকের অভ্যর্থনা হইয়া থাকে, নর্ত্তকীও আগন্তুকদিগকে সেইরূপ সমাদরে অভ্যর্থনা করিল।

নর্ত্তকী হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিল,—"মহাশয়গণ! আপনারা কি আমার গান শুনিতে আসিয়াছেন?"

তাহারা কহিল,—"না, না, আমরা গান শুনিতে আসি নাই। আপনি আমাদের জন্য খোদাতায়ালার কাছে প্রার্থনা করুন,—আমরা বৃষ্টি চাই। জল অভাবে দেশ উৎসন্নপ্রায়,—মানুষ মর মর।"

নর্ত্তকী যেন আকাশ হইতে পড়িল। সে সোরমা-টানা চোখ দু'টিকে একটু' কুঞ্চিত করিয়া বিস্ময়ের সুরে কহিল,—"আমি প্রার্থনা করিব? নর্ত্তকীর প্রার্থনায় জল পাইবার আশা! বড় বিচিত্র কথা। আমার প্রার্থনায় আপনাদের কি উপকার হইবে? বিদ্রূপ করিতেছেন কি?"

তাহারা কহিল,—"আমরা নিজের ইচ্ছায় আপনার কাছে আসি নাই। গিরিগুহাবাসী মহাত্মা—"

নর্ত্তকী চমকিত হইয়া কহিল,—"ওঃ! বুঝিয়াছি। এতদিনে আমার গুপ্তরহস্যের যবনিকা ছিঁড়িয়াছে। আচ্ছা, আমি আপনাদের কথা রাখিতেছি; কিন্তু এই হইতে আমার এখানে থাকাও শেষ!"

নর্ত্তকী তাহার ভৃত্যকে ডাকিয়া "অজুর" (অঙ্গশুদ্ধি) জন্য একপাত্র জল আনিতে কহিল। ভৃত্য তৎক্ষণাৎ "অজুর" পানী এবং বেসিন আনিয়া দিল।

নর্ত্তকী তখন উত্তমরূপে হাত দুইখানি ধৌত করিতে লাগিল। হস্ত-প্রক্ষালন শেষ হইতে না হইতেই সমস্ত আকাশে গাঢ় মেঘ সঞ্চার হইল। অর্দ্ধেক "অজু" হইতে না হইতেই মুষলধারে বারিপাত আরম্ভ হইল।

দর্শকেরা স্তব্ধ, বিস্ময়াভিভূত। নর্ত্তকীর তখন পর্য্যন্ত "অজু" শেষহয় নাই। সে একবারও জলের জন্য প্রার্থনা করে নাই,—উপাসনার জন্য উঠিয়া দাঁড়ায় নাই;—তাহাতেই এত বৃষ্টি! ব্যাপার কি?—

সকলেই তখন নর্ত্তকীকে ধরিয়া বসিল,—"কেমন করিয়া আপনি এমন অসাধারণ শক্তির অধিকারিণী হইলেন?"

নর্ত্তকী কহিল,—"একদিন আমি জনৈক বন্ধুর গৃহে নাচগানের জন্য যাইতেছিলাম। খোলা পাল্কী। দেখিলাম, পথের ধারে একটি কুক্কুরী অসাড়ভাবে পড়িয়া ঘুমাইতেছে। কুক্কুরীটির কয়েকটি সদ্যঃপ্রসূত ছানা তাহাদের মাতার কোল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কাঁদিতেছিল। ছানাগুলির চোখ ফুটে নাই। কাজেই তাহারা তাহাদের মাতার ক্রোড়ে আশ্রয় লইতে পারিতেছিল না। এই করুণ দৃশ্যটি আমাকে ব্যথিত করিয়া তুলিল। আমি পাল্কী হইতে অবতরণ করিয়া ছানাগুলিকে তাহাদের মায়ের বুকে রাখিয়া দিয়া প্রস্থান করিলাম। খোদার সৃষ্ট জীবের প্রতি আমার এই সামান্য সহানুভূতির পুরস্কার স্বরূপ দয়াময় আমার হৃদয়-মন আলোকিত করিয়া দিলেন;—সেইদিন হইতে আমি তাঁহার কৃপায় অমানুষিক শক্তিলাভ করিলাম।"

"লে পিয়াজ!"

ফেরিওয়ালা হাঁকিয়া গেল,—"লে পিয়াজ!"

লোকে ভাবিল, সে পেঁয়াজ বিক্রয় করিতেছে; কিন্তু দ্বিতলের বারান্দায় এক ফকির বসিয়াছিলেন, তিনি ভাবিলেন,—এই তো সময় উপস্থিত,—"লে—পিয়া—আজ!" (হে প্রিয়! আজ গ্রহণ কর।)

ভাবনার সঙ্গে সঙ্গেই ভাবান্তর; আর অমনি ঝম্পপ্রদান! দ্বিতল হইতে পড়িয়া গিয়া সাধু তাঁহার "পিয়ার" সহিত মিলিত হইলেন!

সমাপ্ত।